শিক্ষক সহায়িকা

আমার বাংলা বই

তৃতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষক সহায়িকা

আমার বাংলা বই

তৃতীয় শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. শোয়াইব জিবরান
মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
মোঃ হারুন অর রশিদ
শুভাশিস চক্রবর্ত্তী
মোঃ মাহমুদুল হাসান
মোছা. আনজু আনোয়ারা পারভীন
সাইফা সুলতানা

শিল্প নির্দেশনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

২০২৪

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম মুদ্রণ :

গ্রাফিক ডিজাইন

মোহাম্মদ ফজলুল কবির

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

২০২৪

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর একটি নিয়মিত ও ধারাবাহিক কার্যক্রম। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণীত হওয়ার পর সর্বশেষ ২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে ও সামগ্রিক বৈশ্বিক আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ, উন্নত ও উদ্ভাবনী দেশের মর্যাদায় পৌছে দিতে সক্ষম একটি প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে একটি অভিন্ন কাঠামোতে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ (প্রাথমিকস্তর)-এর আলোকে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সক্রিয় শিখন ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক করার লক্ষ্যে শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমার বাংলা বই একটি আবশ্যকীয় বিষয়। প্রাথমিকস্তরের প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এ বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়বস্তুগুলোর উপস্থাপন সহজ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও পাঠ গ্রহণ সহজ করার জন্য দলগত ও জোড়ায় কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিষয়বস্তু সহজ থেকে কঠিন রীতি অনুসরণ করে সাজানো হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিখন সুসংহত করার লক্ষ্যে একই দক্ষতা বিভিন্ন পাঠে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্নপর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিখন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। এটি রচনা যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্ত পরিমার্জন ও সমন্বয় থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যারা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাদেও সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। শিক্ষক সহায়িকার পরীক্ষামূলক সংস্করণে অনাকাঙ্খিত ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত রাখার সর্বোচ্চ প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। শিক্ষক সহায়িকা ত্রুটি মুক্তকরণে সম্মানিত শিক্ষকগণের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আমরা সব সময় ই প্রত্যাশা করি।

যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক সহায়িকা রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

২০২৪

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনের জন্য শোনা ও বলার দক্ষতা অর্জন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর শোনা ও বলার মাধ্যম হিসেবে ধ্বনিচর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধ্বনিচর্চার পাশাপাশি বাংলা ভাষার জন্য নির্ধারিত ধ্বনির প্রতীক সংশ্লিষ্ট বর্ণ চিনতে পারা প্রয়োজন। তাই পড়া ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধ্বনি সচেতনতা ও বর্ণ শনাক্ত করার সক্ষমতা অর্জন করতে হয়।

এবারের তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় শিক্ষার্থীর ভাষা শিখন প্রক্রিয়াকে তাদের জীবন-ঘনিষ্ঠ করার জন্য ভাষাসমগ্র পদ্ধতিকে ভাষা শিখনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে বর্ণ, শব্দ ও বাক্যসমূহ শিখনের ক্ষেত্রে একটি অর্থপূর্ণ ভাষিক পরিমণ্ডল বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে যেমন নতুন উপস্থাপন রীতি অনুসরণ করা হয়েছে তেমনি শিক্ষক সহায়িকাতে শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে যথোপযুক্ত কৌশল ও কার্যাবলি সংযোজন করা হয়েছে।

শিক্ষক সহায়িকাতে প্রতিটি পাঠের সঙ্গে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, পারদর্শিতার নির্দেশক ও নির্ধারিত শিখন-শেখানো কার্যাবলিসহ প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা, পাঠের আলোচ্য বিষয় ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। তবে সবার আগে শিক্ষক প্রত্যেক পাঠের পারদর্শিতার নির্দেশক দেখবেন। সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকাটিও দেখবেন। তাহলে শিক্ষক সহায়িকা শিক্ষকের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। শিক্ষক সহায়িকায় সংযোজিত উল্লেখযোগ্য শিখন-শেখানো কৌশল ও কার্যাবলি সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রতিদিন শিখন-শেখানো কার্যাবলির শুরুতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় ও পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়। একইসঙ্গে নির্দিষ্ট পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হয়ে ওঠে ও মনোযোগী হয়। প্রতিদিনের পাঠ শুরুর আগে শিক্ষক পাঠের সঙ্গে মিল রেখে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবেন। প্রাসঙ্গিক আলোচনা নানাভাবে করা যেতে পারে। যেমন শিক্ষক পাঠ/বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তব অভিজ্ঞতা, সংশ্লিষ্ট বাস্তব উপকরণ, ছবি বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে করতে পারেন। তিনি প্রাসঙ্গিক আলোচনা মৌখিকভাবে করতে পারেন। তবে এতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ও অধিক অংশগ্রহণের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

ছবি বিশ্লেষণ: কোনো পাঠ বা বিষয় বোঝার ক্ষেত্রে ছবি বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছবি বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কী বিষয়ে পড়তে যাচ্ছে তা অনুমান করতে পারে। পাঠের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। শিক্ষার্থীরা ছবির মাধ্যমে সহজেই যেকোনো বিষয় বুঝতে পারে। এতে করে পাঠটি পড়ার সময় সহজ মনে হয়। তাছাড়া ছবি বিশ্লেষণ ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের জন্য এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার একটি অন্যতম অংশ। পাঠের ছবি বিশ্লেষণের সময় যা মনে রাখতে হবে:

- শিক্ষক বড়ো করে আঁকা পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি দেখাবেন বা আমার বাংলা বইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলবেন এবং শিক্ষার্থীদের খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো খুলতে পারল কি না তা দেখবেন।
- শিক্ষক প্রথমে ছবি/ছবিগুলো দেখতে বলবেন।
- এরপর একটি একটি ছবি দেখিয়ে জানতে চাইবেন, ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে? কে কী করছেন? ছবিতে আর কী দেখা যায়? এভাবে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে আলোচনা করার মাধ্যমে ছবির পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখা ও বিশ্লেষণ নিশ্চিত করবেন।

- শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে কি না এবং আনন্দলাভ করছে কি না তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন ও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

পূর্ববর্তী পিরিয়ডের পর্যালোচনা:

শিক্ষক পূর্ববর্তী পিরিয়ড/পাঠের পর্যালোচনা ও যাচাই করবেন। যেমন: শিক্ষক পূর্ববর্তী পিরিয়ডে/পাঠে করানো কিছু শিখন-শেখানো কাজ শিক্ষার্থীদের করতে দেবেন। তবে এই কাজগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হওয়া উচিত। যাতে পূর্ববর্তী পিরিয়ডে/পাঠের সঙ্গে চলমান পাঠের সংযোগ ঘটে। এ ধরনের সংক্ষিপ্ত সংযোগমূলক পূর্ববর্তী পিরিয়ড/পাঠ পর্যালোচনা ও যাচাই এর কাজ শিখন-শেখানো কার্যাবলির প্রথম দিকে করাবেন। পূর্ববর্তী পিরিয়ড/পাঠ পর্যালোচনা ও যাচাই এর সংক্ষিপ্ত সংযোগমূলক কাজের মাধ্যমে যেন ধারাবাহিক পিরিয়ড/পাঠ পরিচালনা করা হয় সেদিকে শিক্ষককে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

গদ্য/গল্পের পাঠ পরিচালনা

সংক্ষেপে প্রাসঙ্গিক আলোচনা, ছবি বিশ্লেষণ, বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষক গদ্যধর্মী পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবেন। শিক্ষক নিজে শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে পড়াবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। পড়াশেষে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট অনুশীলন করাবেন। শিক্ষার্থীদের পড়ার দক্ষতা বিকাশের জন্য নির্ধারিত কোনো পাঠ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক সাধারণভাবে নিচে উল্লিখিত তিনটি ধাপ অনুসরণ করবেন:

পড়ার আগে

- শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন।
- শিক্ষক গল্পের সঙ্গে মিল রেখে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পাঠের ছবি বিশ্লেষণ করাবেন।
- পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

পড়ার সময়

- শিক্ষক শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে স্বরভঙ্গির ওঠানামা বজায় রেখে সম্পূর্ণ গল্প বা পাঠের অংশটুকু সরবে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও শব্দে শব্দে আঙুল নির্দেশ করে সরবে/নীরবে পড়বে।
- পাঠের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য আবার পাঠ্যাংশটুকু পড়বেন। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে প্রয়োজন সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাদের পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে পড়া চালিয়ে যেতে হবে। যেমন পাঠের সঙ্গে মিল রেখে /পাঠের সূত্র ধরে প্রয়োজনে প্রশ্ন করতে পারেন- এরপর কী হবে? এ অবস্থায় তুমি হলে কী করতে? পাঠ্যাংশে প্রতিটি ধাপে যাচাই করে করে সামনে এগিয়ে যেতে ও শিক্ষার্থীকে পাঠের সঙ্গে মিল রেখে উচ্চমানের চিন্তা করার উপযোগী প্রশ্ন (বিশ্লেষণাত্মক, সংশ্লেষণাত্মক ও প্রায়োগিক প্রশ্ন) করা যেতে পারে। যেমন- কেন এটা/ এসব হলো? বা কীভাবে হলো?

- তারপর শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঐ দিনের পাঠের জন্য গল্পের নির্ধারিত অংশটুকু কয়েকবার (৪/৫ বার) পড়বেন। এ সময় শিক্ষক খেয়াল রাখবেন, শিক্ষার্থীরা শব্দের নিচে আঙুল নির্দেশ করে সঠিক উচ্চারণে পড়ছে কিনা।
- শিক্ষক অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া ২/৩ জন শিক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে আবার পড়বেন, অন্যরা শুনবে ও বইয়ে আঙুল নির্দেশপূর্বক পড়া মেলাবে।
- এরপর শিক্ষক পারগ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ২/৩ জনকে দিয়ে পড়াবেন, অন্যরা তা শুনবে এবং বইয়ে আঙুল নির্দেশপূর্বক পড়া মেলাবে।
- এবার শিক্ষক সবাইকে নিয়ে গল্পটি আবার পড়বেন।
- এরপর শিক্ষক দল গঠন করে পারগ শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় দলগতভাবে শিক্ষার্থীরা বই খুলে শব্দের নিচে আঙুল নির্দেশ করে কয়েকবার সরবে পড়বে।
- শ্রবণযোগ্য স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে এককভাবে পাঠের অংশবিশেষ পর্যায়ক্রমে সবাইকে পড়তে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও শব্দে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করবে।

পড়ার পরে

- শিক্ষক সংশ্লিষ্ট ভাষিক কাজের অনুশীলন করাবেন। সবশেষে আজকের পাঠের সার-সংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলবেন।

ছড়া/কবিতা শিখন-শেখানো

ছড়া/কবিতা শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে ছন্দ তাল ঠিক রেখে শিক্ষার্থীদের ছড়া/কবিতা শোনাবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও বলবে। শিক্ষার্থীরা অঙ্গভঙ্গি সহকারে আনন্দের সঙ্গে ছড়া/কবিতা বলবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষক কবিতা পড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করাবেন। শিক্ষক কবিতা পড়ে শোনাবেন ও শিক্ষার্থীদের দিয়ে পড়াবেন।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে কবিতা পঠন সুনির্দিষ্টভাবে পাঁচটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। নিচে পাঁচটি ধাপ দেওয়া হলো:

ধাপ ১: শিক্ষক যতি ও ছন্দ বজায় রেখে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি একবার (প্রয়োজনে একাধিকবার) প্রত্যেকটি শব্দ নির্দেশ করে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে।

ধাপ ২: শিক্ষক প্রত্যেকটি শব্দ আঙুল নির্দেশ করে পড়বেন। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরাও সরবে পড়বে। এই ধাপে শিক্ষক প্রয়োজনে ২/৩ বার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে এভাবে পড়বেন। এ সময় তিনি লক্ষ রাখবেন, সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে কিনা। কোনো শব্দ বা বাক্যের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সঙ্গে সঙ্গে পড়তে না পারলে শিক্ষক ঐ শব্দ বা বাক্যটি আবার পড়বেন।

ধাপ ৩: শিক্ষক নির্দিষ্ট একজন শিক্ষার্থীকে তার সঙ্গে নিয়ে পড়বেন। শিক্ষক এই ধাপে বেশি করে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পড়বেন। এভাবে এক এক করে ২/৩ জন শিক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে পড়বেন।

ধাপ ৪: উৎসাহী শিক্ষার্থীকে দিয়ে একা পড়াবেন। কিন্তু কেউ একা পড়তে উৎসাহী না হলে জোর করার দরকার

নেই। এক্ষেত্রে শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পুরো কবিতাটি পড়াবেন। এভাবে কয়েকজনকে দিয়ে এককভাবে পড়াবেন।

ধাপ ৫: একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। তার সঙ্গে সব শিক্ষার্থীদেরকে সরবে পড়তে বলবেন।

শিখন মূল্যায়ন নীতিমালা

শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অবস্থা ও শিখন-শেখানো কৌশলের কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য নিয়মিত শিখন মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে যে নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে তা হলো, চলমান বা ধারাবাহিক মূল্যায়নকে আলাদাভাবে বিবেচনা না করে শিখন-শেখানো কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিকল্পিতভাবে সংযোজন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে এমন শিখন-শেখানো কৌশল ও কার্যাবলি এই শিক্ষক সহায়িকায় পরিকল্পিতভাবে সংযোজনের চেষ্টা করা হয়েছে। শিখন-শেখানো কৌশল ও কার্যাবলি প্রণয়নে শিখন মূল্যায়নকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও অনেক সম্পূরক ও নতুন শিখন-শেখানো কৌশল কার্যাবলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং কার্যকর পাঠ পরিচালনার জন্য শুধু পাঠ্যপুস্তক ও এতে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ শিক্ষকের জন্য যথেষ্ট নয়। শিক্ষক নিয়মিত শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণে ও নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে পরবর্তী পিরিয়ডের/ পাঠের প্রস্তুতি নেবেন।

বাংলা বিষয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ক্রমাগত মূল্যায়নের মাধ্যমে বাংলা ভাষার চারটি দক্ষতায় (শোনা, বলা, পড়া এবং লেখা) শিক্ষাক্রমে বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সহায়তা করবেন। দক্ষতাগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শুনতে ও বলতে দিয়ে, কোনো বিষয় বর্ণনা করতে দিয়ে, প্রশ্ন করতে দিয়ে, পড়তে ও লিখতে দিয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজ সম্পাদন করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও তদানুযায়ী নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সাধারণ নির্দেশনা

- প্রত্যেক পাঠের পরপরই একটি মূল্যায়ন নির্দেশক প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষক পাঠচলাকালীন বা পাঠের শেষে নির্দেশক অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে শিখন মুল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষক শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন।
- পাঠ চলাকালেই শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।
- শ্রেণিকাজ শেষে শিক্ষকের সুবিধাজনক সময়ে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন ফলাফল রেকর্ডে সংরক্ষণ করবেন।
- একই পিরিয়ডে সকল শিক্ষার্থীর ফলাফল রেকর্ড করতে হবে না, তবে এক মাসে সকল শিক্ষার্থী যেন আবশ্যিকভাবে এ মূল্যায়নের আওতায় আসে তার ব্যবস্থা শিক্ষককে করতে হবে।
- যোগ্যতা মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য। সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উন্নয়নে সার্বিক সহায়তা অব্যাহত থাকবে
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের সময় শিক্ষার্থীর বিশেষ চাহিদার আলোকে ভাষাদক্ষতাগুলো অর্জনে সহায়তা করবেন।

সূচিপত্র

ক্রম	পাঠ	পৃষ্ঠা
১	আমাদের কথা	০১
২	আমাদের পরিবার ও আমাদের প্রতিবেশী	০৫
৩	ময়লার বাক্স	১১
৪	আবার পড়ি কারচিহ্ন	১৬
৫	আবার পড়ি ফলাচিহ্ন	১৯
৬	দেখে বুঝে কাজ করি	২৬
৭	আমি হব	৩১
৮	ব্যাঙের সাজা	৩৮
৯	বাক্য পড়ি ও লিখি	৫৬
১০	আনন্দের দিন	৬২
১১	বালুচরে একদিন	৭৬
১২	আমাদের গ্রাম	৮৮
১৩	নদীর দেশ	৯৪
১৪	হারজিতের গল্প	১০২
১৫	হাসি	১১১
১৬	আমাদের উৎসব	১১৯
১৭	রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই	১৩০
১৮	আজিকার শিশু	১৪৩
১৯	ঢাকাই মসলিন	১৫৩
২০	হজরত আবু বকর (রা)	১৬৫
২১	আমার পণ	১৭৮
২২	মানব জয়ের গল্প	১৮৭
২৩	তালগাছ	১৯৬
২৪	সেই সাহসী ছেলে	২০৬
২৫	আদর্শ ছেলে	২১৫
২৬	মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ	২২৪
২৭	নিজের মতো লিখি	২৪০
২৮	প্রতিযোগিতায় নাম লিখি	২৪৬
২৯	পারদর্শিতা সূচক	২৫২

পাঠ – ১
আমাদের কথা

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ প্রমিত বাংলায় বলা প্রশ্ন, সাধারণ নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর ঘোষণা ও সংকেত শুনে বুঝতে পারা।

২.২ প্রমিত বাংলায় কথোপকথন, আলোচনা (শ্রেণিকক্ষ, পরিবার, পরিচিত পরিবেশে) শুনে বুঝতে পারা।

৬.১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে প্রশ্নোত্তর, অনুজ্ঞা, সম্বোধন করতে পারা এবং সংকেত বিজ্ঞপ্তি বুঝে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৬.২ কথোপকথন ও আলাচনায় অংশগ্রহণ করা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজস্ব মত বলে প্রকাশ করতে পারা।

১০.১ পরিচিত পরিবেশে ছাপ, হাতের লেখায় বা ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা ও পাঠের অন্তর্ভুক্ত সহজ কথোপকথন পড়ে বুঝতে পারা।

১৪.১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে সাধারণ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, সংকেত, ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তির বিষয় ও কথে াপকথন বুঝে প্রমিত বাংলায় লিখতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যাঃ ৩

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-১	আজ স্কুলের .... মজা করব।
পিরিয়ড-২	বন্ধুদের কথা অংশ (পৃ. ২)
পিরিয়ড-৩	শ্রেণিকক্ষে কথোপকথন

পিরিয়ড – ১

বিষয়বস্তুঃ আজ স্কুলের .... মজা করব।

শিখনফলঃ এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সহপাঠীদের মধ্যকার আলোচনা বা কথোপকথন শুনে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- সহপাঠীদের মধ্যকার আলোচনা বা কথোপকথন শুনে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- পরিচিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মতামত প্রদান করতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক

পদ্ধতি/ কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলীয় কাজ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন 'আজকে আমরা সবাই সবার সাথে মজা করব এবং গল্প করব। শিক্ষক হাজিরা খাতা অনুসারে শিক্ষার্থীদের নাম ডাকবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রশ্ন করবেন–
  - আমরা সবাই কোন শ্রেণিতে পড়ি? (উত্তর: তৃতীয় শ্রেণিতে)
  - আমাদের বিদ্যালয়ের নাম কী? (শিক্ষক স্পষ্ট উচ্চারণে বলে দিবেন।)
  - এখন কোন বিষয়ের ক্লাস?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে বলবেন, কার বন্ধু কে কে?
- এরপর শিক্ষক বলবেন, মনে করো আমার নাম রাজু। শিক্ষক নিজেকে রাজুর ভূমিকায় রেখে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে ১ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা অংশটুকু স্পষ্ট উচ্চারণে পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময় কথোপকথনের ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করবেন।
- শিক্ষক এবার পাঠের অংশটি আরও একবার শিক্ষার্থীদের নিয়ে পড়িয়ে কথোপকথনে শব্দগুলোর উচ্চারণ সম্পর্কে সচেতন করে তুলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলবেন, চলো, আমরা সবাই আমাদের বন্ধুদের সাথে পরিচিত হই। মনে করো, আমার নাম রাজু। আমি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। তোমাদের ক্লাসেই পড়ি। আমি এখন যেভাবে পড়ব, তোমাদেরও সেই ভাবে বলতে হবে। যা করব বা বলব তা তোমাদের সকলকে করতে হবে এবং বলতে হবে। আমি তোমাদের সহায়তা করব।
- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের এমন জায়গায় দাঁড়াবেন যেন সকল শিক্ষার্থী তাকে দেখতে পায়। এরপর শিক্ষক ১ নম্বর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত অংশের মতো করে নিজে বলে সকলকে শোনাবেন।
- একজন পারগ শিক্ষার্থীকে শ্রেণির সামনে নিজের নাম ব্যবহার করে কাজটি উপস্থাপন করতে সহায়তা প্রদান করবেন। তখন অন্যদের ভালো করে শুনতে বলবেন। কারণ কাজটি সকলকে করতে হবে। শিক্ষক কার্যক্রমটি পর্যবেক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন।
- প্রত্যেকের উপস্থাপন শেষ হলে শিক্ষার্থীদের কেমন লাগলো তা বলতে বলবেন। কেন ভালো লেগেছে / ভালো লাগেনি তা বলতে সহায়তা করবেন।

পিরিয়ড – ২

বিষয়বস্তু: বন্ধুদের কথা (পৃষ্ঠা ২)।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- প্রশ্নবোধক বাক্যের উত্তর দিতে পারবে।
- আদেশসূচক বাক্য শুনে সাড়া দিতে পারবে।
- অনুরোধজ্ঞাপক বাক্য শুনে সাড়া দিতে পারবে।
- পরিচিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মতামত প্রদান করতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- আগের ক্লাসে শিক্ষার্থীরা কী শিখেছিল তা বলতে বলবেন। বলার সময় তারা সঠিক উচ্চারণে বলতে পারছে কিনা অথবা অনুভূতি প্রকাশের সময় যথাযথ ভাব প্রকাশ হচ্ছে কিনা তা শুনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তিনজনের দলে ভাগ করবেন। কোনো শিক্ষার্থী দলে অন্তর্ভুক্ত না হলে তাকে অন্য দলের সাথে সমন্বয় করবেন। এরপর দলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথোপকথন করতে বলবেন। প্রয়োজনে কথোপকথনের বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিতে পারেন। যেমন, কেমন আছে, কেমন লাগছে, পছন্দের বিষয় কী, বাড়িতে কে কে আছেন, ইত্যাদি।
- শিক্ষক নিজে একটি দলে থেকে ২নম্বর পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু নিয়ে একটি দলকে উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা (মডেলিং) প্রদান করবেন। তারপর ওই দলকেই ২ নম্বর পৃষ্ঠার অনুরূপে নিজেদের মতো করে কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- আগের দিনের মতো শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে পাঠের শব্দ ধরে ধরে পূর্বের দিনে পড়া অংশসহ আজকের পাঠ্যাংশটি ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময় বিশেষ শব্দগুলোর উচ্চারণ অর্থসহ বলে দিবেন। পরে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে সাথে নিয়ে পড়ার অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষক অপরাপর দলকে নিয়ে কথোপকথনের চর্চা করাবেন। পরে সকলকে বলবেন, কার উপস্থাপন ভালো হয়েছে, কেন ভালো হয়েছে, কীভাবে কথা বলেছে ইত্যাদি আলোচনা করবেন।
- শিখন চাহিদা আছে এমন শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন।

পিরিয়ড – ৩

বিষয়বস্তু: বাংলাদেশ নদীর .... বেশ খরোস্রোতা।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- যথাযথভাবে প্রশ্নবোধক বাক্য বুঝে প্রমিত উচ্চারণে পড়তে পারবে।
- প্রশ্নসূচক বাক্য প্রমিত বাংলায় লিখতে পারবে।
- আদেশ নির্দেশমূলক বাক্য প্রমিত বাংলায় লিখতে পারবে।
- সম্বোধনসহ অনুরোধমূলক ও সৌজন্যমূলক বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/ কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, উপস্থাপন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- পূর্বের ক্লাসে তিনজনের দলে কাজ করা শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বসার ব্যবস্থা করবেন। আগের ক্লাসে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত দলে বলতে দিবেন।
- বলার সময় প্রশ্ন করা, অনুরোধ করা, তথ্য দেওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ যেন স্থান পায় তার নির্দেশনা প্রদান করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে কাজটি করে দেখাবেন। পরে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কী বলা হয়েছে, কিসের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, কী কী তথ্য দেওয়া হয়েছে, কোন কোন শখের কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে জেনে নিবেন।
- শিক্ষার্থীদের দলে নিজেদের মধ্যে আলাপ শুরু করার জন্য বলবেন। সকলকে বলবেন কী আলোচনা হচ্ছে তা মনে রাখতে হবে। এজন্য ৫/৭ মিনিট সময় দিবেন।
- শিক্ষার্থীরা বলার সময় তারা যথাযথ উচ্চারণ করতে পারছে কি না তা শুনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- নির্ধারিত সময় শেষে শিক্ষার্থীদের খাতায় সাথীদের সাথে যা আলোচনা হয়েছে তা লিখতে বলবেন। লেখা শেষে কে কী লিখেছে তা নিয়ে দলের সদস্যদের কাছে নিজের লেখা পড়ে শোনাতে বলবেন।
- এরপর একে একে তার লেখা শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনানোর ব্যবস্থা করবেন। পড়ার সময় পরিচিত প্রেক্ষাপটে সাধারণ নির্দেশনা, প্রশ্ন, বাক্য, বিষয় ও কথোপকথন বুঝে প্রমিত বাংলায় লিখতে পেরেছে কিনা সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। প্রয়োজনে সংশোধন করে দিবেন।

মূল্যায়ন:

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০২.০১, ০১.০৩.০৩.০১ ও ০১.০৩.০৮.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ২

আমাদের পরিবার ও আমাদের প্রতিবেশী

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.২ প্রমিত বাংলায় কথোপকথন, আলোচনা (শ্রেণিকক্ষ, পরিবার, পরিচিত পরিবেশে) শুনে বুঝতে পারা।

৩.১ ছবি/চিত্র বা ছক দেখে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার পাঠ শুনে তথ্য, বিষয়বস্তু বুঝতে পারা।

৬.১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে প্রশ্নোত্তর, অনুজ্ঞা, সম্বোধন করতে পারা এবং সংকেত, বিজ্ঞপ্তি বুঝে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

১১.১ চিত্র ও ছক সম্বলিত বর্ণনা, তথ্যমূলকরচনা, প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ০৪

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-৪	আমি রাজু।-----একসাথে স্কুলে যাই।
পিরিয়ড-৫	আমার বাবা-------দেখাশোনা করেন।
পিরিয়ড-৬	মিতু আমাদের-----বই পাওয়া যায়।
পিরিয়ড-৭	মিতুর মা -------মিলেমিশে থাকি।

পিরিয়ড - ৪

বিষয়বস্তু: আমি রাজু।-----একসাথে স্কুলে যাই।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- পারিবারিক প্রেক্ষাপটভিত্তিক কথোপকথন শুনে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- চিত্র, ছবি বা ছক সম্বলিত বর্ণনা এবং সাধারণ বর্ণনা শুনে বিষয়বস্তু বলতে ও লিখতে পারবে।
- নিজের ও পরিবারের পরিচিতি বলতে পারবে।
- চিত্র, ছবি, ছক সম্বলিত বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: ভূমিকাভিনয়, ছবি প্রদর্শন, চেইনড্রিল।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের ২টি ছবি প্রজেক্টরে বা বই থেকে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। ২/১ মিনিট পর্যবেক্ষণের পর শিক্ষার্থীদের ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে বলবেন। কয়েকজনের কাছ থেকে ছবির ব্যাখ্যা শুনবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আমরা এখন একটি অভিনয় করব। যারা অভিনয় করবে তাদেরকে সামনে আসতে বলবেন এবং বাকিদের মনোযোগের সাথে অভিনয় দেখতে ও অভিনয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবতে বলবেন। অভিনয়ের জন্য কয়েকজনকে সামনে নিয়ে আসবেন এবং চরিত্র বুঝিয়ে দিবেন। একজন হবে রাজু, একজন হবে তুলি, একজন বাবা এবং একজন মা। রাজু একজন তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র, তুলি পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র, বাবা একজন কৃষক এবং মা মুরগির খামার দেখাশোনা করেন। শ্রেণিরএকপাশে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে শাক সবজির হিসেবে অভিনয় করতে দিবেন সেখানে বাবা চরিত্রটি কৃষক হিসেবে কাজ করবে। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে হাস-মুরগির অভিনয়ে দিবেন সেখানে মা চরিত্রটি দেখাশোনার কাজ করবে। রাজু আর মিতু শিক্ষার্থী হিসেবে সবার সামনে কথা বলবে। রাজু বইয়ের কথাগুলো অনুসরণ করে বোন, বাবা, মাকে ইশারা করে করে পরিচয় করিয়ে বলতে থাকবে। আমি রাজু------। এবার তুলি বলবে, আমি তুলি। আমি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। আমি আর রাজু একত্রে স্কুলে যাই। রাজু বলবে আমাদের বাবা একজন কৃষক। তুলি বলবে আমাদের মা হাঁস মুরগির খামার দেখাশোনা করেন।
- অভিনয় শেষে শিক্ষক অভিনয় করা কয়েকজনকে তাদের অভিনয়ের অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তু কী তা বলতে বলবেন। কয়েকজনের কাছ তাদের অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তু শুনবেন।
- এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠ্যাংশ পড়ে শোনাতে বলবেন। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পাঠ কেমন হলো জিজ্ঞাসা করবেন। নিজেদের পাঠের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন শুনে শিক্ষক নিজে আদর্শ পাঠ দিয়ে শোনাবেন। সবাইকে মনোযোগের সাথে শুনতে বলবেন। আদর্শ পাঠ শেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পাঠ শুনবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন যারা আজকে পাঠ করেনি তারা যেন অন্যদিন সরবে পাঠের সুযোগ পায়।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বসে নিরবে পড়ে বিষয়বস্তু লিখতে দিবেন। সবার লেখা শেষ হলে এক জোড়ার খাতা অন্য জোড়ায় দিয়ে মূল্যায়ন করাবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একটি চেইনড্রিলের নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষক একটি কাগজের বল বা টেনিস বল পূর্বেই সংগ্রহ করে রাখবেন। এবার নিজে নিজের নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, বাবার পেশা ও মায়ের পেশা বলবেন। বলার পর একজনের দিকে বল ছুড়ে দিয়ে বলবেন এবার তুমি তোমার বাবা মা সম্পর্কে বলো। এভাবে সবাইকে বল নিক্ষেপ করে করে তাদের বাবা-মা সম্পর্কে বলতে বলবেন। শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে পরের পাঠে বাকিদের পরিচয় প্রদান করতে দিবেন।
- সবাইকে ধন্যাবাদ জানিয়ে ক্লাস শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ৫

বিষয়বস্তু: আমার বাবা------- দেখাশোনা করেন।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- পারিবারিক প্রেক্ষাপটভিত্তিক কথোপকথন শুনে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- চিত্র, ছবি বা ছক সম্বলিত বর্ণনা এবং সাধারণ বর্ণনা শুনে বিষয়বস্তু বলতে ও লিখতে পারবে।
- নিজের ও পরিবারের পরিচিতি বলতে পারবে।
- চিত্র, ছবি, ছক সম্বলিত বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: ভূমিকাভিনয়, ছবি প্রদর্শন, চেইনড্রিল।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের ২টি ছবি প্রজেক্টরে বা বই থেকে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। ২/১ মিনিট পর্যবেক্ষণের পর শিক্ষার্থীদের ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে বলবেন। কয়েকজনের কাছ থেকে ছবির ব্যাখ্যা শুনবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আমরা এখন একটি অভিনয় করব। যারা অভিনয় করবে তাদের সামনে আসতে বলবেন এবং বাকিদের মনোযোগের সাথে অভিনয় দেখতে ও অভিনয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবতে বলবেন। অভিনয়ের জন্য দুজনকে সামনে নিয়ে আসবেন এবং চরিত্র বুঝিয়ে দিবেন। একজন হবে রাজু, একজন হবে তুলি। রাজু তার নাম, তার বাবার নাম, বাবার পেশা এবং বাবার পেশা সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলবে। আর তুলি তার নাম, তার মায়ের নাম নাম, মায়ের পেশা এবং মায়ের পেশা সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলবে।
- অভিনয় শেষে শিক্ষক অভিনয় করা শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অভিনয়ের অভিজ্ঞতা বলতে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীদেরকে দুজনের পারিবারিক বর্ণনার বিষয়বস্তু কী ছিলো তা বলতে বলবেন। কয়েকজনের কাছ তাদের অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তু শুনবেন।
- এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠ্যাংশ পড়ে শোনাতে বলবেন। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পাঠ কেমন হলো জিজ্ঞাসা করবেন। নিজেদের পাঠের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন শুনে শিক্ষক নিজে আদর্শ পাঠ দিয়ে শোনাবেন। সবাইকে মনোযোগের সাথে শুনতে বলবেন। আদর্শ পাঠ শেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পাঠ শুনবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন যারা আজকে পাঠ করেনি তারা যেন অন্যদিন সরবে পাঠের সুযোগ পায়।

- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একটি চেইনড্রিলের নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষক একটি কাগজের বল বা টেনিস বল পূর্বেই সংগ্রহ করে রাখবেন। এবার নিজে নিজের নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, বাবার পেশা ও মায়ের পেশা বলবেন। বলার পর একজনের দিকে বল ছুড়ে দিয়ে বলবেন এবার তুমি তোমার বাবা মা সম্পর্কে বলো। এভাবে সবাইকে বল নিক্ষেপ করে করে তাদের বাবা-মা সম্পর্কে বলতে বলবেন। শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে পরের পাঠে বাকিদের পরিচয় প্রদান করতে দিবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ৬

বিষয়বস্তু: মিতু আমাদের-----বই পাওয়া যায়।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- পারিবারিক প্রেক্ষাপটভিত্তিক কথোপকথন শুনে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- চিত্র, ছবি বা ছক সম্বলিত বর্ণনা এবং সাধারণ বর্ণনা শুনে বিষয়বস্তু বলতে ও লিখতে পারবে।
- নিজের ও পরিবারের পরিচিতি বলতে পারবে।
- চিত্র, ছবি, ছক সম্বলিত বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: চেইনড্রিল, ছবি প্রদর্শন, ভূমিকাভিনয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের ২টি ছবি প্রজেক্টরে বা বই থেকে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। ২/১ মিনিট পর্যবেক্ষণের পর শিক্ষার্থীদের ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে বলবেন। কয়েকজনের কাছ থেকে ছবির ব্যাখ্যা শুনবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আগের ক্লাসের মতো চেইনড্রিলের নির্দেশনা দিবেন। আজকের চেইনড্রিলে বর্ণনা আগের তুলনায় বাড়বে। যেমন, শিক্ষক একটি কাগজের বল বা টেনিস বল পূর্বেই সংগ্রহ করে রাখবেন। এবার নিজে নিজের নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, বাবার পেশা, মায়ের পেশা এবং নিজের বাড়িতে অন্য কে কে আছেন তা বলবেন। বলার পর একজনের দিকে বল ছুড়ে দিয়ে বলবেন এবার তুমি তোমার বাবা মা ও বাড়ির লোকজনদের সম্পর্কে বলো। এভাবে সবাইকে বল নিক্ষেপ করে করে তাদের বাবা-মা ও বাড়ির অন্যদের সম্পর্কে বলতে বলবেন। শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে পরের ক্লাসে বাকিদের কথা বলতে বলবেন।

- এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠ্যাংশ পড়ে শোনাতে বলবেন। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পাঠ কেমন হলো জিজ্ঞাসা করবেন। নিজেদের পাঠের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন শুনে শিক্ষক নিজে আদর্শ পাঠ দিয়ে শোনাবেন। সবাইকে মনোযোগের সাথে শুনতে বলবেন। এরপর দলগতভাবে পড়ার অনুশীলন করাবেন। এবং কয়েকজন শিক্ষার্থীর পাঠ শুনবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন যারা আজকে পড়ায় অংশগ্রহণ করা সুযোগ পায়নি তারা যেন অন্যদিন সরবে পাঠের সুযোগ পায়।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আমরা এখন একটি অভিনয় করব। যারা অভিনয় করবে তাদের সামনে আসতে বলবেন এবং বাকিদের মনোযোগের সাথে অভিনয় দেখতে ও অভিনয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবতে বলবেন। অভিনয়ের জন্য দুজনকে সামনে নিয়ে আসবেন এবং চরিত্র বুঝিয়ে দিবেন। একজন হবে রাজু, একজন হবে তুলি, একজন মিতু, একজন মিতুর বোন, একজন মিতুর বাবা যিনি একজন বইয়ের দোকানি। রাজু তার প্রতিবেশী মিতুকে পরিচয় করাবে এবং বড় বোনের সাথে সবাইকে বইয়ের নির্দেশনা মতো পরিচয় করাবে। এরপর তারা ক্লাসের কোনে মিতুর বাবার বইয়ের দোকানে যাবে। সেখানে মজার মজার বই খুলে দেখবে, দোকানির সাথে কথা বলবে, বই কিনবে।
- অভিনয় শেষে শিক্ষক অভিনয় করা শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অভিনয়ের অভিজ্ঞতা বলতে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীদেরকে অভিনয়ের বিষয়বস্তু কী ছিল তা বলতে বলবেন। কয়েকজনের কাছ অভিনয়ের বিষয়বস্তু শুনবেন।
- এবার শিক্ষক সবাইকে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু লিখতে বলবেন। সবার লেখা শেষ হলে একজনের লেখা অন্যজনের কাছে দিয়ে পড়তে বলবেন। সম্ভব হলে নিজেই দেখবেন ও ফিডব্যাক প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ৭

বিষয়বস্তু: মিতুর মা -------মিলেমিশে থাকি।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- পারিবারিক প্রেক্ষাপটভিত্তিক কথোপকথন শুনে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- চিত্র, ছবি বা ছক সম্বলিত বর্ণনা এবং সাধারণ বর্ণনা শুনে বিষয়বস্তু বলতে ও লিখতে পারবে।
- নিজের ও পরিবারের পরিচিতি বলতে পারবে।
- চিত্র, ছবি, ছক সম্বলিত বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: ছবি প্রদর্শন, চেইনড্রিল, ভূমিকাভিনয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের

সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।

- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের ২টি ছবি প্রজেক্টরে বা বই থেকে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। ২/১ মিনিট পর্যবেক্ষণের পর শিক্ষার্থীদের ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে বলবেন। কয়েকজনের কাছ থেকে ছবির ব্যাখ্যা শুনবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আগের ক্লাসের মতো চেইনড্রিলের নির্দেশনা দিবেন। আজকের চেইনড্রিলে বর্ণনা আগের তুলনায় বাড়বে। যেমন, শিক্ষক একটি কাগজের বল বা টেনিস বল পূর্বেই সংগ্রহ করে রাখবেন। এবার নিজে নিজের নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, বাবার পেশা, মায়ের পেশা, নিজের বাড়িতে অন্য কে কে আছেন এবং প্রতিবেশী তথা পাশের বাড়িতে কে কে আছেন, তারা কে কী করেন তা বলবেন। বলার পর একজনের দিকে বল ছুড়ে দিয়ে বলবেন এবার তুমি তোমার বাবা মা, বাড়ি ও প্রতিবেশীদের সম্পর্কে বলো। এভাবে সবাইকে বল নিক্ষেপ করে করে তাদের বাবা মা, বাড়ি ও প্রতিবেশীদের সম্পর্কে বলতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠ্যাংশ পড়ে শোনাতে বলবেন। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পাঠ কেমন হলো জিজ্ঞাসা করবেন। নিজেদের পাঠের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন শুনে শিক্ষক নিজে আদর্শ পাঠ দিয়ে শোনাবেন। সবাইকে মনোযোগের সাথে শুনতে বলবেন। আদর্শ পাঠ শেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পাঠ শুনবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন যারা আজকে পাঠ করেনি তারা যেন অন্যদিন সরবে পাঠের সুযোগ পায়।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আমরা এখন একটি অভিনয় করব। যারা এখনো অভিনয় করেনি তাদের সামনে আসতে বলবেন এবং বাকিদের মনোযোগের সাথে অভিনয় দেখতে ও অভিনয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবতে বলবেন। অভিনয়ের জন্য দুজনকে সামনে নিয়ে আসবেন এবং চরিত্র বুঝিয়ে দিবেন। একজন হবে রাজু, একজন হবে তুলি, একজন মিতুর মা, তিনি একজন নার্স। কয়েকজন বিভিন্ন পেশার মানুষ। রাজু তার প্রতিবেশী মিতুর মাকে পরিচয় করাবে এবং বইয়ের নির্দেশনা মতো অন্যান্য পেশার মানুষদের পরিচয় করাবে। এবার সবাই মিলে বলবে আমরা সমাজের সকল পেশার মানুষ মিলেমিশে বসবাস করি।
- অভিনয় শেষে শিক্ষক অভিনয় করা শিক্ষার্থীদের তাদের অভিনয়ের অভিজ্ঞতা বলতে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীদেরকে অভিনয়ের বিষয়বস্তু কী ছিলো তা বলতে বলবেন। কয়েকজনের নিকট থেকে অভিনয়ের বিষয়বস্তু শুনবেন।
- এবার শিক্ষক সবাইকে পূর্ণ পাঠের বিষয়বস্তু লিখতে বলবেন। সবার লেখা শেষ হলে একজনের লেখা অন্যজনের কাছে দিয়ে পড়তে বলবেন। সম্ভব হলে নিজেই দেখবেন ও ফিডব্যাক প্রদান করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস শেষ করবেন।

মূল্যায়ন:

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০৩.০১, ০১.০৩.০৪.০১, ০১.০৩.০৮.০১ ও ০১.০৩.১৬.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ৩
ময়লার বাক্স

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ ছবি/চিত্র বা ছক দেখে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার পাঠ শুনে তথ্য, বিষয়বস্তু বুঝতে পারা।

৮.১ চিত্র ও ছবি সম্বলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প সাবলীলভাবে বলতে পারা এবং বিষয়বস্তু বলতে পারা।

১০.১ পরিচিত পরিবেশে ছাপা, হাতের লেখায় বা ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা ও পাঠের অর্ন্তভুক্ত সহজ কথোপকথন পড়ে বুঝতে পারা।

১০.২ হাতের লেখায় সম্বোধন, অনুরোধ, সৌজন্যমূলক বাক্য পড়ে বুঝতে পারা।

১৪.১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে সাধারণ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, সংকেত, ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তির বিষয় ও কথোপকথন বুঝে প্রমিত বাংলায় লিখতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ০৪

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-৮	বাবলসহ প্রথম ৪টি ছবি (পৃষ্ঠা ৫)
পিরিয়ড-৯	বাবলসহ ১ম ৪টি ও ২য় ৪টি ছবি (পৃষ্ঠা ৫-৬)
পিরিয়ড-১০	বাবলসহ ২য় ৪টি ও ৩য় ৪টি ছবি (পৃষ্ঠা ৬-৭)
পিরিয়ড-১১	বাবলসহ ৪র্থ ৪টি ও ৫ম ৪টি ছবি (পৃষ্ঠা ৮-৯)

পিরিয়ড - ৮

বিষয়বস্তু: বাবলসহ প্রথম ৪টি ছবি (পৃষ্ঠা ৫)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত, লিখিত, মুদ্রিত এবং হাতে লেখা কথোপকথন বুঝে প্রমিত উচ্চারণে পড়তে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, ছবি দেখে গল্প বলা, স্ক্রিনের লেখা পড়া।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক সবাইকে স্কুলের সামনের দোকান বা পাড়ার দোকানের সামনে গিয়েছে কিনা জানতে চাইবেন। যারা দোকানে গিয়েছে তাদের কয়েকজনের অভিজ্ঞতা শুনবেন। দোকানে কী কী বিক্রি হয়, কারা কিনতে যায়, দোকানের সামনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিনা, লোকেরা সেখানে কলা খেয়ে খোসা কোথায় ফেলে ইত্যাদি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকে গাইড করবেন।
- শিক্ষক প্রজেক্টরে বা পোস্টারে আজকের পাঠের ৪টি ছবির বাবল মুছে দিয়ে শুধু ছবিগুলো প্রদর্শন করবেন। বা বই থেকে দেখে দেখতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিগুলো মনোযোগ সহকারে দেখতে বলবেন। এবার শিক্ষক জানতে চাইবেন ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে। কয়েকজনের কাছ থেকে ছবি সম্পর্কে তাদের বর্ণনা শুনবেন। এবার শিক্ষক আজকের ৪টি ছবি একত্র করে ভেবে একটি গল্প তৈরি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে গল্প তৈরি করবে ও বলবে। শিক্ষক সবার কাছে ছবির গল্পটি শুনবেন ও বলার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় থাকছে কিনা, উচ্চারণ প্রমিত কিনা, জড়তামুক্ত কিনা এই বিষয়গুলো খেয়াল করবেন। শিক্ষার্থীদের বলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।
- এবার শিক্ষক স্ক্রিনে বাবলসহ ছবি দেখাবেন বা বই দেখে ছবির উপরে বাবলে থাকা লেখাগুলো পড়তে বলবেন। পড়ার ক্ষেত্রে কথোপকথনের ভঙ্গী ঠিক আছে কিনা খেয়াল করবেন। এবার শিক্ষক নিজেই প্রমিত উচ্চারণে কমিকের মতো করে বাবলগুলো পড়ে শোনাবেন। শিক্ষকের পড়া শেষ হলে আবার শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।

পিরিয়ড - ৯

বিষয়বস্তু: বাবলসহ ১ম ৪টি ও ২য় ৪টি ছবি (পৃষ্ঠা ৫-৬)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- চিত্র, ছবি বা ছক সম্বলিত বর্ণনা এবং সাধারণ বর্ণনা শুনে বিষয়বস্তু বলতে ও লিখতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- সম্বোধনসহ অনুরোধমূলক ও সৌজন্যমূলক বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, ছবি বর্ণনা, গল্প বলা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক বাবল মুছে দিয়ে আজকের পাঠের ছবিগুলো প্রজেক্টরে বা পোস্টারে প্রদর্শন করবেন। সবাইকে মনোযোগের সাথে দেখে ছবিগুলো গত পাঠের মতো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে বলবেন। সবার কাছ থেকে ছবির ধারাবাহিক বর্ণনা শুনবেন।
- এবার শিক্ষক গত পাঠের ৪টি ছবি ও আজকের পাঠের ৪টি ছবিকে একত্রে প্রদর্শন করবেন। সবাইকে মনোযোগ সহকারে দেখে প্রদর্শিত ৮টি ছবির মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সম্পর্ক করতে বলবেন। পাশাপাশি দুজনের মধ্যে ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ৮টি ছবির ধারাবাহিক বর্ণনা বা ধারাবাহিক গল্প বলতে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলবেন। এবার শিক্ষক অন্যদের কারো ভিন্ন মত বা ভিন্ন গল্প আছে কিনা জানতে চাইবেন। যদি কেউ গল্পটি অন্যভাবে বলতে চায় তাহলে তার কাছ থেকে শুনবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বাবলের লেখাগুলো কথোপকথনের মতো করে পড়তে বলবেন। পড়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- এবার শিক্ষক বলবেন আজকের ছবিতে একটি সম্বোধন আছে সেটি কী? শিক্ষক সম্বোধনমূলক বাক্যটি খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। খুঁজে পেলে সবাইকে তা নিজেদের খাতায় লিখতে বলবেন। একই সঙ্গে সে নিজে যখন দোকানে যায় তখন দোকানিকে কী বলে সম্বোধন করে এবং সে শিক্ষককে কী বলে সম্বোধন করে তা লিখতে দিবেন। লেখা হয়ে গেলে সকলের লেখা দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ১০

বিষয়বস্তু: বাবলসহ ২য় ৪টি ও ৩য় ৪টি ছবি (পৃষ্ঠা ৬-৭)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- ডিজিটাল ডিভাইস, ছাপা ও হাতের লেখা নির্দেশনা স্পষ্ট উচ্চারণে পড়ে অনুসরণ করতে পারবে।
- ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত, লিখিত, মুদ্রিত এবং হাতে লেখা কথোপকথন বুঝে প্রমিত উচ্চারণে পড়তে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, মোটা শক্ত কাগজ, সাদা কাগজ, মার্কার।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক বাবল মুছে দিয়ে আজকের পাঠের ছবিগুলো প্রজেক্টরে বা পোস্টারে প্রদর্শন করবেন। সবাইকে মনোযোগের সাথে ছবিগুলো দেখে আগের পাঠের মতো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে বলবেন। সবার কাছ থেকে ছবির ধারাবাহিক বর্ণনা শুনবেন।
- এবার শিক্ষক আগের পাঠের ৪টি ছবি ও আজকের পাঠের ৪টি ছবিকে একত্রে প্রদর্শন করবেন। সবাইকে মনোযোগ সহকারে দেখে প্রদর্শিত ৮টি ছবির মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ছবির সাথে সম্পর্ক করতে বলবেন। পাশাপাশি দুজনের মধ্যে ছবির ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ৮টি ছবির ধারাবাহিক বর্ণনা বা ধারাবাহিক গল্প বলতে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলবেন। এবার শিক্ষক অন্যদের কারো ভিন্ন মত বা ভিন্ন গল্প আছে কিনা জানতে চাইবেন। যদি কেউ গল্পটি অন্যভাবে বলতে চায় তাহলে তার কাছ থেকে শুনবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বাবলের লেখাগুলো কথোপকথনের মতো করে পড়তে বলবেন। পড়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- এবার শিক্ষক বলবেন আজকের ছবিতে একটি সম্বোধন ও একটি নির্দেশনামূলক বাক্য আছে সেগুলো কী? শিক্ষক সম্বোধন ও নির্দেশনামূলক বাক্যটি খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। খুঁজে পেলে সবাইকে তা নিজেদের খাতায় লিখতে বলবেন। একই সঙ্গে সে নিজে যখন দোকানে যায় তখন দোকানিকে কী বলে সম্বোধন করে এবং সে শিক্ষককে কী বলে সম্বোধন করে তা লিখতে দিবেন। লেখা হয়ে গেলে সকলের লেখা দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে সবাই মিলে একটি ময়লার বাক্স তৈরি করে তার ওপর বাক্সটি ব্যবহারের নির্দেশনা লিখতে বলবেন। নির্দেশনা সংবলিত বাক্সটি কীভাবে ব্যবহার করা হয় বা করা যায় তা বলতে বলবেন। কয়েকজনের কাছ থেকে তাদের উত্তর শুনবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ১১

বিষয়বস্তু: বাবলসহ ৪র্থ ৪টি ও ৫ম ৪টি ছবি (পৃষ্ঠা ৮-৯)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- চিত্র, ছবি বা ছক সম্বলিত বর্ণনা এবং সাধারণ বর্ণনা শুনে বিষয়বস্তু বলতে ও লিখতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- পাঠের কথোপকথনের বিষয় বুঝে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, ময়লার বাক্স বানানোর সারঞ্জাম, মার্কার, আঠা।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, গল্প বলা, প্রমিত উচ্চারণে সরব পাঠ, অভিনয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক বাবল মুছে দিয়ে আজকের পাঠের ছবিগুলো প্রজেক্টরে বা পোস্টারে প্রদর্শন করবেন। সবাইকে মনোযোগের সাথে দেখে ছবিগুলো গত পাঠের মতো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে বলবেন। সবার কাছ থেকে ছবির ধারাবাহিক বর্ণনা শুনবেন।
- এবার শিক্ষক ময়লার বাক্স কমিকের সবগুলো ছবি একত্রে প্রদর্শন করবেন। ছবির মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সম্পর্ক করতে বলবেন। পাশাপাশি দুজনের মধ্যে ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সবগুলো ছবির ধারাবাহিক বর্ণনা করতে বা ধারাবাহিক গল্প বলতে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলবেন। এবার শিক্ষক অন্যদের কারো ভিন্ন মত বা ভিন্ন গল্প আছে কিনা জানতে চাইবেন। যদি কেউ গল্পটি অন্যভাবে বলতে চায় তাহলে তার কাছ থেকে শুনবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠের ৮টি ছবির বাবলের লেখাগুলো কথোপকথনের মতো করে পড়তে বলবেন। পড়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- এবার শিক্ষক বলবেন এবার আমরা সম্পূর্ণ কমিকটি অভিনয় করব। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থীকে সামনে ডাকবেন। সকলের মধ্যে চরিত্র বণ্টন করে দিবেন। দাদা, রেবা, দোকানি, কলা কিনতে আসা ছেলে, বিস্কুট কিনতে আসা ছেলে, কলা কিনতে আসা মেয়ে। সবাইকে বই দেখে ডায়লগ বলে অভিনয়টি করতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। শ্রেণির অন্যান্যদের মনোযোগের সাথে অভিনয় দেখতে বলবেন।
- অভিনয় শেষে শিক্ষক কয়েকজনকে তাদের অভিনয় সম্পর্কে অনুভূতি বলতে বলবেন। তাছাড়া অন্যদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে পূর্ণ অভিনয়ের বর্ননা দিতে বলবেন। প্রমিত উচ্চারণে, ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বলতে পারছে কিনা তা খেয়াল করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

মূল্যায়ন:

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০৪.০১, ০১.০৩.১১.০১, ০১.০৩.১৪.০১, ০১.০৩.১৫.০১ ও ০১.০৩.১৯.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ৪
আবার পড়ি কারচিহ্ন

এ পাঠটি মূলত কারচিহ্ন পড়া ও লেখার পুনরালোচনা পাঠ। এ পাঠে শিক্ষার্থীরা সঠিক উচ্চারণে বর্ণ পড়তে ও কারচিহ্ন ব্যবহার করে লিখতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে পাঠটি সংযোজন করা হয়েছে। এ পাঠের জন্য শিক্ষাক্রমে সুনির্দিষ্ট কোনো শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নাই। কিন্তু এ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বর্ণে কারচিহ্নের ব্যবহার করতে, পড়তে ও লিখতে পারবে।

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-১২	কারচিহ্ন দেখি, নিচের বর্ণগুলোর সাথে কারচিহ্ন যোগ করে শব্দ বানাই।
পিরিয়ড-১৩	শব্দ পড়ি ও লিখি ঋ কার ৃ ও এ কার ে, ঐ কার ৈ
পিরিয়ড-১৪	শব্দ পড়ি ও লিখি ও কার ো ঔ কার ৌ

পিরিয়ড - ১২

বিষয়বস্তু: কারচিহ্ন দেখি, নিচের বর্ণগুলোর সাথে কার চিহ্ন যোগ করে শব্দ বানাই।

উপকরণ: কার চিহ্নের চার্ট।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- পূর্বপাঠের আলোচনার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন
  - পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকতে কেমন লাগে?
  - এরকম পরিবেশ তৈরি করতে ময়লা কোথায় ফেলব?
- শিক্ষার্থীদের উত্তর জানার পর শিক্ষক বলবেন, আমরা আমাদের বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষ সবসময় পরিষ্কার রাখব।
- এরপর শিক্ষক কারচিহ্নের চার্টটি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলবেন। পারগ শিক্ষার্থীদের কারচিহ্ন নির্দেশ করে পড়তে বলবেন এবং অন্য শিক্ষার্থীদের শুনতে বলবেন। এভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থীদের দ্বারা সঠিক উচ্চারণে কারচিহ্ন পড়া অনুশীলন করাবেন।
- পাঠ্যবই এ প্রদত্ত নিচের বর্ণগুলোর সাথে কারচিহ্ন যোগ করে শব্দ বানাই চার্টটি প্রদর্শন করে সকল শিক্ষার্থীকে দেখতে বলবেন।

নমুনা চার্ট

ক	কা	কী	কু	কূ	কৃ	কে	কৈ	কো	কৌ
জ	জা	জি	জী	জু	জূ	জৃ	জে	জৈ	জো
ত	তা	তি	তী	তু	তূ	তৃ	তে	তৈ	তো
প	পা	পি	পী	পু	পূ	পৃ	পে	পৈ	পো
ম	মা	মি	মী	মু	মূ	মৃ	মে	মৈ	মো
দ	দা	দি	দী	দু	দূ	দৃ	দে	দৈ	দো

- এরপর শিক্ষক চার্ট থেকে কারচিহ্ন যুক্তবর্ণ নিয়ে শব্দ তৈরির মজার খেলার প্রস্তুতি নিবেন। এরপর খেলাটি শুরু করতে উদাহরণ দিয়ে সহায়তা করবেন। যেমন- জামা, জুতা ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষক অনুরূপ চার্ট এঁকে শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে প্রতি দলে একটি করে চার্ট সরবরাহ করে চার্ট থেকে কারচিহ্ন যুক্ত বর্ণ নিয়ে শব্দ তৈরি করতে বলবেন এবং ঘুরে ঘুরে দেখবেন শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে কারচিহ্নের খেলাটি খেলতে পারছে কিনা।
- এবার শিক্ষার্থীদের তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন। এক দল তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করবে অন্যদল দেখবে। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা কাজগুলি যথাযথভাবে করতে পেরেছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ১৩

বিষয়বস্তু: শব্দ পড়ি ও লিখি ঋ কার ৃ ও এ কার ে , ঐ কার ৈ

উপকরণ: কারচিহ্নযুক্ত শব্দ, চার্ট।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- পূর্বপাঠের আলোচনার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দুই তিন জন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে কারচিহ্নের চার্ট দেখিয়ে পড়তে বলবেন।
- শিক্ষক কারচিহ্নযুক্ত বর্ণের চার্টটি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলবেন। পারগ শিক্ষার্থীদের কারচিহ্ন নির্দেশ করে পড়তে বলবেন এবং অন্য শিক্ষার্থীদের শুনতে বলবেন। এভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থীদের দ্বারা সঠিক উচ্চারণে কারচিহ্ন পড়া অনুশীলন করাবেন।
- পাঠ্যবই এ প্রদত্ত শব্দ পড়ি ও লিখি চার্টটি প্রদর্শন করে সকল শিক্ষার্থীকে দেখতে বলবেন।

- শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে প্রতি দলে একটি করে চার্ট সরবরাহ করে চার্টের খালি ঘরে অনুরূপ নতুন শব্দ তৈরি করতে বলবেন এবং ঘুরে ঘুরে দেখবেন শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে খালি ঘরে শব্দ লিখতে পারছে কী না।
- এবার শিক্ষার্থীদের তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন। এক দল তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করবে অন্যদল তা দেখবে। শিক্ষার্থীরা কাজগুলি যথাযথভাবে করতে পেরেছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ১৪

বিষয়বস্তু: শব্দ পড়ি ও লিখি ও কার ো, ঔ কার ৌ

উপকরণ: কারচিহ্নযুক্ত শব্দ ও চার্ট।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশলবিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- পূর্বপাঠের আলোচনার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দুই তিন জন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে কারচিহ্নযুক্ত শব্দ, চার্ট দেখিয়ে পড়তে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে প্রতি দলে কারচিহ্নযুক্ত শব্দ কার্ড সরবরাহ করবেন। খালি ঘরে অনুরূপ নতুন শব্দ তৈরি করতে বলবেন এবং ঘুরে ঘুরে দেখবেন শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে খালি ঘরে শব্দ লিখতে পারছে কিনা।
- শিক্ষার্থীদের জোড়া গঠন করে প্রতি জোড়ায় একটি করে কারচিহ্নের কার্ড সরবরাহ করবেন। নতুন শব্দ তৈরি করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা কাজগুলো যথাযথভাবে করতে পেরেছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।

পাঠ - ৫
আবার পড়ি ফলাচিহ্ন

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্তবর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।

৫.১ বিভিন্ন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৫.২ যুক্তবর্ণ ও ফলাযোগে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।

১৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা, ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্নবাক্য এবং শ্রুতিলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।

পিরিয়ডসংখ্যা: ৪

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-১৫	ব-ফলা
পিরিয়ড-১৬	ম-ফলা
পিরিয়ড-১৭	য-ফলা
পিরিয়ড-১৮	র-ফলা

পিরিয়ড - ১৫

বিষয়বস্তু: ব-ফলা

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণযোগে গঠিত শব্দ শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ লিখতে পারবে।

উপকরণ: শব্দ কার্ড, বাক্য কার্ড, পাঠ্যপুস্তক।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- পাঠের অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য শিক্ষক শামসুর রাহমানের তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা কবিতার কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করবেন এবং স্বাধীনতা এ কথাটি দিয়ে পাঠের ঘোষণা করতে পারেন।
- শিক্ষক পাঠের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্ন করবেন-

  – তোমরা দ্বিতীয় শ্রেণিতে কী কী ফলাচিহ্ন পড়েছিলে?
  – দুটি ফলাচিহ্নের উদাহরণ দাও
  – ফলা কত ধরণের? কী কী?
  – ফলাচিহ্ন কোন বর্ণে সাথেযুক্ত হয়?

- শিক্ষক **দ্বিতীয়**, স্বাধীন ও **বিশ্বে** এ শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন এবং বলবেন ও দেখবেন স্বাধীন, দ্বিতীয় ও **বিশ্ব** শব্দের **স, দ** ও **শ** এর নিচে এই যে বর্ণটি এর নাম **ব**-ফলা। শিক্ষক বলবেন যা তোমরা দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়েছো। আজ আমরা আবার **ব**-ফলা নিয়ে কয়েকটি বাক্যটি পড়ব। পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।
- শিক্ষক বাক্য কার্ডে বাক্যগুলো লিখে বোর্ডে লাগিয়ে বা পাঠ্যবই থেকে শব্দ নির্দেশ করে পড়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের পড়া অনুশীলন করতে বলবেন। সকল শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যবই ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়া অনুশীলন করবে এভাবে নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- পারগ শিক্ষার্থীদের দ্বারা শিক্ষককে অনুকরণ করে পড়াতে বলবেন। সকল শিক্ষার্থী প্রমিত উচ্চারণে পড়তে পারে কিনা তা যাচাই করবেন। প্রয়োজনে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে দলে পড়তে দিবেন। দলে একজন শব্দ ধরে ধরে পড়বে অন্যরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং দেখবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে দলের সকল শিক্ষার্থী পড়বে।
- শিক্ষক **দ্বিতীয়, স্বাধীন** ও **বিশ্ব** শব্দগুলো লেখার প্রক্রিয়া দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করতে দিবেন এবং ঘুরে ঘুরে দেখে প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক নিম্নের শব্দগুলি একটি একটি করে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের বলা শব্দ থেকে **ব**-ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের দ্বারা **ব**-ফলাযুক্ত শব্দের ধ্বনি আনুশীলন করবেন।

বাংলাদেশ, অশ্ব, সাহায্য, বিশ্বাস, বই, মেঘলা, আয়ত্ত, বন্ধুত্ব, মানুষ, নিঃশ্বাস, আষাঢ়, ত্বক, ঘোড়া, স্বাদ, শ্বাস

- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত শব্দ (**দ্বিতীয়, স্বাধীন, বিশ্ব**) শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে দিবেন এবং উল্লেখিত শব্দ দিয়ে নতুন বাক্য লিখতে বলবেন। যেমন- দ্বিতীয় ছবিটি দেখো। দ্বিতীয় বার এ কথা বলবে না। আজ আমি স্বাধীন। স্বাধীনভাবে চলো না। আমরা বিশ্ব নাগরিক হবো।
- শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে তাদের খাতা বদল করে একজন শিক্ষার্থী অন্য জনের খাতায় লেখা বাক্যগুলো পড়বে এভাবে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন।

- পাঠ মূল্যায়নের জন্য দৈবচয়নে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং কয়েকজনকে বোর্ডে এনে **ব**-ফলা যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ লিখতে দেবেন।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ১৬

বিষয়বস্তু: ম-ফলা

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ লিখতে পারবে।

উপকরণ: শব্দকার্ড, বাক্যকার্ড, পাঠ্যপুস্তক, ছবি।

পদ্ধতি/ কৌশল: প্রশ্নোত্তর, একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- পাঠের অনুকূল পরিবেশ তৈরি জন্য শিক্ষক শহিদ মিনারের একটি ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন-
  - এটি কিসের ছবি?
  - কী উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছে?
- যে সকল শিক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে দুই এক জনকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে উত্তর আসার পর শিক্ষক 'স্মরণ' শব্দটি বোর্ডে লিখবেন এবং মুখে বলবেন। অতঃপর দেখিয়ে বলবেন স্মরণ শব্দের **স** এর নিচে এই যে বর্ণটি এর নাম **ম**-ফলা। যা তোমরা দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়েছো। আজ আমরা **ম**-ফলা নিয়ে আরও কয়েকটি বাক্যটি পড়ব।
- শিক্ষক মুখে মুখে স্মরণ শব্দটি উচ্চারণ করবেন। এভাবে কয়েকবার বলার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্মরণ শব্দটি বলার অনুশীলন করাবেন এবং শব্দটি বোর্ডে লিখেলে শিক্ষার্থীদের দিয়ে পড়াবেন।

- শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের বাক্য শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুশীলন করাবেন। পারগ শিক্ষার্থীদের দ্বারা শিক্ষককে অনুকরণ করে পড়াতে বলবেন। সকল শিক্ষার্থী প্রমিত উচ্চারণে পড়তে পারে কিনা তা যাচাই করবেন। প্রয়োজনে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে দলে পড়তে দিবেন। দলে একজন শব্দ ধরে ধরে পড়বে অন্যরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং দেখবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে দলের সকল শিক্ষার্থী পড়া নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষক স্মরণ, পদ্ম ও **আত্মীয়** শব্দগুলো লেখার প্রক্রিয়া দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করতে দিবেন এবং ঘুরে ঘুরে দেখে প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক উল্লেখিত শব্দ (যেমন- **রশ্মি, খতা, অশ্ব, জন্ম, বিশ্বাস, সূক্ষ্ম, বই, ভস্ম, মেঘলা, আয়ত্ত,** বন্ধুত্ব, মহাত্মা, মানুষ, নিঃশ্বাস, স্মৃতি, আষাঢ়, ত্বক, ঘোড়া ইত্যাদি) একটি একটি করে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের বলা শব্দ থেকে **ম**-ফলাযুক্ত ও **ব**-ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের দ্বারা **ম**-ফলাযুক্ত শব্দের ধ্বনি আনুশীলন করবেন।
- পাঠ্যবই এ প্রদত্ত শব্দ (**স্মরণ, পদ্ম, আত্মীয়**) শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে দিবেন এবং উল্লেখিত শব্দ দিয়ে নতুন বাক্য লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে তাদের খাতা বদল করে একজন শিক্ষার্থী অন্য জনের খাতায় লেখা বাক্যগুলো পড়বে এভাবে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন। অন্যের হাতের লেখা পড়তে না পারলে যার লেখা তার সহায়তা নিতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিবেন এবং নির্দেশনা প্রদান করবেন যে, তোমরা দলে আলোচনা করে **ম**-ফলা যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন করবে। শিক্ষক দুই একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দিবেন। যেমন-স্মৃতি। (আত্মা, বিস্ময়,পদ্ম, গ্রীষ্ম, যুগ্ম, উন্মাদ, জন্ম, সম্মান, লক্ষ্মী ইত্যাদি।)
- শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ শেষ হলে এক এক দল তাদের দলীয় কাজ পড়ে শোনাবে অন্য দলগুলো মন দিয়ে শুনবে এবং প্রয়োজনে খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের লেখা শব্দ দিয়ে প্রতি দলকে কমপক্ষে একটি বাক্য বলতে/লিখতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ১৭

বিষয়বস্তু: য-ফলা

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।

- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ লিখতে পারবে।

উপকরণ: শব্দকার্ড, বাক্যকার্ড, পাঠ্যপুস্তক।

পদ্ধতি/ কৌশল: প্রশ্নোত্তর, একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন শিক্ষার্থীরা **য**-ফলা দিয়ে কোনো শব্দ বলতে পারে কিনা। যারা বলতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন এবং তাদের বলা শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক বলবেন তোমরা দ্বিতীয় শ্রেণিতে **য**-ফলা দিয়ে গঠিত যুক্তবর্ণ নিয়ে বাক্য পড়ে ছিলে আজ আমরা আবার **য**-ফলা নিয়ে কয়েকটি বাক্যটি পড়ব।
- শিক্ষক মুখে মুখে 'ব্যয়' শব্দটি উচ্চারণ করবেন। এভাবে কয়েকবার বলার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে **ব্যয়** শব্দটি বলার অনুশীলন করাবেন এবং শব্দটি বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের দ্বারা বানান করে পড়াবেন।
- শিক্ষক **ব্যয়** শব্দ দ্বারা লেখা পাঠ্যবইয়ের বাক্যটি কার্ডে লিখে বোর্ডে লাগিয়ে বা পাঠ্যবই থেকে শব্দ নির্দেশ করে পড়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন এবং পরে শিক্ষার্থীদের দ্বারা পড়া অনুশীলন করাবেন।
- পারগ শিক্ষার্থীদের দ্বারা শিক্ষককে অনুকরণ করে পড়াতে বলবেন। সকল শিক্ষার্থী প্রমিত উচ্চারণে পড়তে পারে কিনা তা যাচাই করবেন। প্রয়োজনে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এবার 'ব্যয়' শব্দটি লেখার প্রক্রিয়া দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করতে দিবেন এবং ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক 'ধন্যবাদ ও **সাহায্য**' শব্দ বোর্ডে লিখে বা বাক্যকার্ড দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। পাঠ্যবই এ প্রদত্ত 'ধন্যবাদ ও **সাহায্য**' শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্য শিক্ষার্থীদের শব্দ ধরে ধরে পড়তে সহায়তা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দ্বারা অনুশীলন করাবেন। শিক্ষার্থীরা শব্দ শনাক্ত করে বানান করে পড়তে পারে কিনা তা যাচাই করবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত বাক্য (তোমাকে ধন্যবাদ, অপরকে সাহায্য করি) শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে দিবেন এবং ধন্যবাদ ও সাহায্য শব্দ দিয়ে নতুন বাক্য লিখতে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে পরস্পরের মধ্যে খাতা বদল করে নিতে বলবেন। অন্যের লেখা বাক্যগুলো পড়ে শুনাতে বলবেন। প্রয়োজনে নিজ খাতায় তুলে নিতে বলবেন।পাঠ মূল্যায়নের জন্য দৈবচয়নে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন।
- শিক্ষক প্রদত্ত শব্দগুলো বোর্ডে লিখে দিবেন এবং নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে কাজ করতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের দ্বারা **য**-ফলাযুক্ত শব্দের ধ্বনি আনুশীলন করবেন।

➢ য-ফলাযুক্ত শব্দের ওপরে টিক (√), ব-ফলাযুক্ত শব্দের ওপরে ক্রস ( ) চিহ্ন দাও।
আত্মা, ব্যয়, ধন্যবাদ, স্মৃতি, ব্যবহার, ত্বক, বন্ধুত্ব, ব্যাকুল, দ্বিতীয়, সন্ন্যাসী, স্বাস্থ্য, পদ্ম

- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ১৮

বিষয়বস্তু: র-ফলা

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণযোগে গঠিত শব্দ শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ লিখতে পারবে।

উপকরণ: শব্দকার্ড, বাক্যকার্ড, পাঠ্যপুস্তক।

পদ্ধতি/ কৌশল: প্রশ্নোত্তর, একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন শিক্ষার্থীরা **র**-ফলা দিয়ে কোনো শব্দ বলতে পারে কিনা। যারা বলতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন এবং তাদের বলা শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক বলবেন তোমরা দ্বিতীয় শ্রেণিতে **র**-ফলা দিয়ে গঠিত যুক্তবর্ণ নিয়ে বাক্য পড়ে ছিলে আজ আমরা আবার **র**-ফলা নিয়ে কয়েকটি বাক্যটি পড়ব।
- শিক্ষক গ্রহ শব্দটি বোর্ডে লিখবেন এবং মুখে বলবেন। গ্রহ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করবেন। শিক্ষার্থীদের দেখাবেন এবং বলবেন **গ্রহ** শব্দে **গ** এর নিচে যে চিহ্ন এর নাম **র**-ফলা। আজ আমরা আবার **র**-ফলা দিয়ে কয়েকটি বাক্য পড়ব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই খুলতে বলবেন। অতঃপর শিক্ষক আজকের পাঠ প্রমিত উচ্চারণে পড়বেন শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের তাদের বই থেকে শব্দ ধরে ধরে শিক্ষকের সাথে পড়বেন বলবেন। এভাবে কয়েকবার পড়া অনুশীলন করাবেন।
- পারগ শিক্ষককে অনুকরণ করে শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। সকল শিক্ষার্থী প্রমিত উচ্চারণে পড়তে পারে কিনা তা যাচাই করবেন। প্রয়োজনে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে দলে পড়তে দিবেন। দলে একজন শব্দ ধরে ধরে পড়বে অন্যরা মনোযোগ

দিয়ে শুনবে এবং দেখবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে দলের সকল শিক্ষার্থী পড়া নিশ্চিত করবেন।

- শিক্ষক এবার পাঠ বহির্ভূত **র**-ফলাযুক্ত শব্দ শিক্ষার্থীদের দলে লিখতে দিবেন এবং লেখা শেষে পড়ে শোনাতে বলবেন এবং শব্দগুলো বোর্ডে লিখে দিবেন।
- শিক্ষক এবার **'গ্রহ, প্রতিবেশী, তীব্র'** শব্দ লেখার প্রক্রিয়া দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করতে দিবেন এবং ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন।
- পাঠ মূল্যায়নের জন্য দৈবচয়নে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং কয়েকজনকে বোর্ডে এনে **র**-ফলা যুক্তবর্ণ লিখতে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে প্রদত্ত শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ শেষ হলে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন। অন্য দলগুলো মন দিয়ে শুনবে। প্রয়োজনে খাতায় তুলে নিতে বলবেন।

পত্র	১. ২.
প্রশ্ন	১. ২.
ক্ষেত্র	১. ২.
ছাত্রী	১. ২.
মাত্র	১. ২.

- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
- পাঠ মূল্যায়নের জন্য দৈবচয়নে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং কয়েকজনকে বোর্ডে এনে **র**-ফলা যুক্তবর্ণ লিখতে দেবেন।

মূল্যায়ন:

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০১.০১, ০১.০৩.০৬.০১, ০১.০৩.০৭.০১, ০১.০৩.১২.০১ ও ০১.০৩.১৮.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ৬
দেখে বুঝে কাজ করি

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ প্রমিত বাংলায় বলা প্রশ্ন, সাধারণ নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর ঘোষণা ও সংকেত শুনে বুঝতে পারা।

৬.১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে প্রশ্নোত্তর, অনুজ্ঞা, সম্বোধন করতে পারা এবং সংকেত, বিজ্ঞপ্তি বুঝে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

১০.১ পরিচিত পরিবেশে ছাপা, হাতের লেখায় বা ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা ও পাঠের অন্তর্ভুক্ত সহজ কথোপকথন পড়ে বুঝতে পারা।

১৪.১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে সাধারণ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুজ্ঞা সূচক বাক্য, সংকেত, ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তির বিষয় ও কথোপকথন বুঝে প্রমিত বাংলায় লিখতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ০৪

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-১৯	থামি------সিগন্যাল বাতি।
পিরিয়ড-২০	টয়লেট ব্যবহার করি-------হাসপাতাল।
পিরিয়ড-২১	পথচারী পারাপার-------পরিচ্ছন্ন থাকি।

পিরিয়ড - ১৯

বিষয়বস্তু: থামি------সিগন্যাল বাতি।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সংকেত শুনে/গ্রহণ করে অনুসরণ করতে পারবে।
- পরিচিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত সংকেত বুঝে বলতে পারবে।
- ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত, লিখিত, মুদ্রিত এবং হাতে লেখা সংকেত পড়ে বুঝতে পারবে।
- সংকেতের বিষয়ে পূর্ণবাক্য প্রমিত বাংলায় লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ সংশ্লিষ্ট সিগন্যালের ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রদর্শন, সিগন্যালের প্রিন্টকপি, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে রাস্তার সিগন্যাল বিষয়ে কার কী অভিজ্ঞতা আছে তা বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে জানবেন।
- শিক্ষক বলবেন আমরা একটা অভিনয় করবো। শ্রেণিকক্ষকে একটি শহরের রাস্তা হিসেবে তৈরি করবেন। এবার আজকের পাঠের সিগন্যালগুলোর প্রিন্ট কপি বা আঁকা ছবি শ্রেণি কক্ষের বিভিন্ন স্থানে লাগিয়ে দিবেন বা একেকজন শিক্ষার্থীর হাতে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিবেন। অন্য শিক্ষার্থীদের কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ রিক্সা নিয়ে, কেউ হর্ণ বাজিয়ে চলতে থাকবে আবার কেউ রাস্তা পারাপার হতে থাকবে। এই কাজগুলো করার সময় শিক্ষার্থীরা সিগন্যাল অনুসরণ করবে। শিক্ষার্থীদের সিগন্যাল অনুসরণে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

(যেখানে এই সিগন্যালগুলো সরাসরি দেখানোর সুযোগ আছে সেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে নিয়ে যাবেন।)

- অভিনয় শেষে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করবেন,
  - আমরা এতক্ষণ কী করেছি?
  - আমরা কোন সিগন্যাল অনুসরণ করি?
- কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর শুনবেন। এবার শিক্ষক কোন সিগন্যালের কী অর্থ তা জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের মতো করে উত্তর দিবে। উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক সবাইকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবেন।
- এবার শিক্ষক এই সিগন্যাল সংবলিত কোনো ভিডিও প্রদর্শন করতে পারেন বা সিগন্যালগুলোর সাথের নির্দেশনাগুলো প্রদর্শন করবেন। নির্দেশনাগুলো হাতে লেখা থাকবে। যেমন প্রথম সংকেতের নিচে পৃথক কাগজে লেখা থাকবে **থামি**। একইভাবে অন্যগুলো লেখা থাকবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে হাতে লেখা নির্দেশনা দেখে পড়তে বলবেন এবং পড়ে সিগন্যালের ব্যাখ্যা দিতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা সরবে পড়বে, বুঝবে এবং ব্যাখ্যা দিবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা প্রদানে সহায়তা করবেন। প্রয়োজনে নিজেই ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক মাল্টিমিডিয়া বা পোস্টারে আজকের পাঠের সবগুলো সিগন্যাল বা সংকেত প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে প্রতিটি সংকেতের বিষয়ে একটি বাক্য রচনা করতে দিবেন। সবার বাক্য তৈরির পর শিক্ষক সকলের খাতা দেখবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ২০

বিষয়বস্তু: টয়লেট ব্যবহার করি------হাসপাতাল।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সংকেত শুনে/গ্রহণ করে অনুসরণ করতে পারবে।
- পরিচিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত সংকেত বুঝে বলতে পারবে।
- ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত, লিখিত, মুদ্রিত এবং হাতে লেখা সংকেত পড়ে বুঝতে পারবে।
- সংকেতের বিষয়ে পূর্ণবাক্য প্রমিত বাংলায় লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, অভিনয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে প্রজেক্টরে বা পোস্টারে আজকের পাঠের সিগন্যালগুলো প্রদর্শন করবেন। এবার এই সিগন্যাল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কার কী অভিজ্ঞতা আছে তা বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে জানবেন। সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষক বলবেন আমরা একটা অভিনয় করব। আজকের পাঠের সিগন্যালগুলোর প্রিন্ট কপি বা আঁকা ছবি শ্রেণি কক্ষের বিভিন্ন স্থানে লাগিয়ে দিবেন বা একেকজন শিক্ষার্থীর হাতে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিবেন। এবার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনের জনের কাঁধে হাত রেখে রেখে একটি রেলগাড়ি বানাতে বলবেন। রেলগাড়িটি একটি সরল পথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকবে। সামনে থাকবে রেলক্রসিং এর সিগন্যাল। সিগন্যাল অনুসরণ করে সামনে দিয়ে পার হবে কয়েকজন শিক্ষার্থী। ছেলে চিহ্নিত ও মেয়ে চিহ্নিত সিগন্যাল অনুসরণ করে ছেলে মেয়েকে টয়লেট নির্বাচন করতে বলবেন। কয়েকজন হাসপাতাল খুঁজতে থাকবে। পথের ধারে ঝুলানো হাসপাতালের সিগন্যাল দেখে থারা হাসপাতাল খুঁজে বের করবে। এই কাজগুলো করার সময় শিক্ষার্থীরা সিগন্যাল অনুসরণ করতে পারছে কিনা তা খেয়াল করবেন। শিক্ষার্থীদের সিগনাল অনুসরণে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

(যেখানে এই সিগন্যালগুলো সরাসরি দেখানোর সুযোগ আছে সেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে নিয়ে যাবেন।)

- অভিনয় শেষে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করবেন,
  - আমরা এতক্ষণ কী করেছি?

– আমরা কেনো সিগন্যাল অনুসরণ করি?

- কয়েকজন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর শুনবেন। এবার শিক্ষক কোন সিগন্যালের কী অর্থ তা জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের মতো করে উত্তর দিবে। উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক সবাইকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবেন।
- এবার শিক্ষক এই সিগন্যাল সংবলিত কোনো ভিডিও প্রদর্শন করতে পারেন বা সিগন্যালগুলোর সাথের নির্দেশনাগুলো প্রদর্শন করবেন। পূর্বের পাঠের ন্যায় নির্দেশনাগুলো হাতে লেখা থাকবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে হাতে লেখা নির্দেশনা দেখে পড়তে বলবেন এবং পড়ে সিগন্যালের ব্যাখ্যা দিতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা সরবে পড়বে, বুঝবে এবং ব্যাখ্যা দিবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা প্রদানে সহায়তা করবেন। প্রয়োজনে নিজেই ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক মাল্টিমিডিয়া বা পোস্টারে আজকের পাঠের সবগুলো সিগন্যাল বা সংকেত প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে প্রতিটি সংকেতের বিষয়ে একটি বাক্য রচনা করতে দিবেন। সবার বাক্য তৈরির পর শিক্ষক সকলের খাতা দেখবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ২১

বিষয়বস্তু: পথচারী পারাপার-------পরিচ্ছন্ন থাকি।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সংকেত শুনে/গ্রহণ করে অনুসরণ করতে পারবে।
- পরিচিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত সংকেত বুঝে বলতে পারবে।
- ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত, লিখিত, মুদ্রিত এবং হাতে লেখা সংকেত পড়ে বুঝতে পারবে।
- সংকেতের বিষয়ে পূর্ণবাক্য প্রমিত বাংলায় লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, অভিনয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে প্রজেক্টরে বা পোস্টারে আজকের পাঠের সিগন্যালগুলো প্রদর্শন করবেন। এবার এই সিগন্যাল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কার কী অভিজ্ঞতা আছে তা বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে জানবেন। সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষক বলবেন আমরা একটা অভিনয় করব। আজকের পাঠের সিগন্যালগুলোর প্রিন্ট কপি বা আঁকা

ছবি শ্রেণি কক্ষের বিভিন্ন স্থানে লাগিয়ে দিবেন বা একেকজন শিক্ষার্থীর হাতে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিবেন। এবার শিক্ষক শ্রেণিতে বা শ্রেণির বাইরে একটি মহাসড়ক কল্পনা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক পার হবে। মহাসড়কের পাশে পথচারী পারাপার এর সিগন্যালটি ঝোলানো থাকবে। এবার শিক্ষার্থীরা এই সংকেত অনুসারে নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে পারাপার করবে। স্কুলের ময়লার একটি ঝুড়ির সামনে এখানে ময়লা ফেলির সংকেতটি দেওয়া থাকবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সংকেত দেখে ময়না ফেলার স্থান খুঁজে বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা সংকেত দেখে ময়লা ফেলার স্থানে ময়না ফেলবে। স্কুলের বেসিনের সামনে হাত ধুই। পরিচ্ছন্ন থাকির সংকেতটি লাগিয়ে দিবেন। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সংকেত দেখে হাত ধোয়ার স্থান খুঁজে বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা সংকেত দেখে হাত ধোয়ার স্থান খুঁজে বের করবে এবং পরিষ্কার করে হাত ধোবে। সংকেত খুঁজে বের করা ও সংকেত অনুসরণে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।

(যেখানে এই সিগন্যালগুলো সরাসরি দেখানোর সুযোগ আছে সেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে নিয়ে যাবেন।)

- অভিনয় শেষে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করবেন,
    - আমরা এতক্ষণ কী করেছি?
    - আমরা কোন সিগন্যাল অনুসরণ করি?
- কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর শুনবেন। এবার শিক্ষক কোন সিগন্যালের কী অর্থ তা জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের মতো করে উত্তর দিবে। উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক সবাইকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবেন।
- এবার শিক্ষক এই সিগন্যাল সংবলিত কোনো ভিডিও প্রদর্শন করতে পারেন বা সিগন্যালগুলোর সাথের নির্দেশনাগুলো প্রদর্শন করবেন। পূর্বের পাঠের ন্যায় নির্দেশনাগুলো হাতে লেখা থাকবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে হাতে লেখা নির্দেশনা দেখে পড়তে বলবেন এবং পড়ে সিগন্যালের ব্যাখ্যা দিতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা সরবে পড়বে, বুঝবে এবং ব্যাখ্যা দিবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা প্রদানে সহায়তা করবেন। প্রয়োজনে নিজেই ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক মাল্টিমিডিয়া বা পোস্টারে আজকের পাঠের সবগুলো সিগন্যাল বা সংকেত প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে প্রতিটি সংকেত কীভাবে ব্যবহার করা হয় সে বিষয়ে লিখতে দিবেন। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলের খাতা দেখবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

মূল্যায়ন:

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০২.০১, ০১.০৩.০৮.০১,০১.০৩.১৪.০১ ও ০১.০৩.১৯.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ – ৭
আমি হব

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে বলা ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

৮.১ চিত্র ও ছবি সম্বলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প সাবলীলভাবে বলতে পারা এবং বিষয়বস্তু বলতে পারা।

১২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প বিরামচিহ্ন মেনে, প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা ও আনন্দ

লাভ করা।

১৬.১ পাঠের অন্তর্ভুক্ত, ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে বা না দেখে লিখতে পারা।

১৬.২ পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার মূলভাব এবং নিজ অভিজ্ঞতা/ মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ৪

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড – ২২	আমি হব .... মা বলবেন রেগে।
পিরিয়ড – ২৩	আমি হব .... সকাল হবে না কো।
পিরিয়ড – ২৪	সম্পূর্ণ কবিতা
পিরিয়ড – ২৫	সম্পূর্ণ কবিতা

পিরিয়ড – ২২
বিষয়বস্তু: আমি হব (আমি হব .... মা বলবেন রেগে।)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোনিবেশের জন্য প্রস্তুতিমূলক কিছু প্রশ্ন করবেন। যেমন–
  - আমরা কখন ঘুম থেকে উঠি?
  - আমাদের আগে আর কারা ঘুম থেকে ওঠে?
  - তারা ঘুম থেকে উঠে কী কী করেন/করে?
  - তুমি কেন ভোরে ঘুম থেকে উঠবে?
  - ভোরে ঘুম থেকে উঠলে কী উপকার হয়? ইত্যাদি।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তর ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পরোক্ষ সহায়তা দিবেন। এরপর শিক্ষক বলবেন, আজকে আমরা **আমি হব** কবিতাটি পড়ব।
- পাঠের ছবিটি ভালোভাবে দেখতে বলবেন। পাশের শিক্ষার্থীদের সাথে ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন এবং কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ছবি সম্পর্কে বলতে বলবেন। কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে (ছবিতে কী আছে? ছবিটি কোন ঋতুর? কী দেখে বুঝতে পারছ? শিশুটি হাত অমন করে রেখেছে কেন? মা তাকে কী বলছেন? শিশু মায়ের কথায় কী বলছে? কেন বলছে? ইত্যাদি)। প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরে ছবি সম্পর্কে ধারণা প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক প্রথমে কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে শিক্ষার্থীদের বলবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক প্রথমে পুরো কবিতাটি স্পষ্ট উচ্চারণে বলবেন/আবৃত্তি করবেন। পরে আজকের পাঠের নির্ধারিত অংশ নির্দেশ করে ছন্দে কবিতাটি কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। আবৃত্তির সময় শিক্ষক কবিতার সাথে মিল রেখে অঙ্গভঙ্গি ও প্রয়োজনে সুরে সুরে আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা সবাই আনন্দের সাথে কবিতাটি শুনছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের কতিপয় শব্দের (**কুসুম, বাগ, কুসুমবাগ, সূয্যি**) উচ্চারণ ও অর্থ বলে দিবেন। প্রয়োজনে শব্দগুলো বোর্ডে লিখে যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে দেখাবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের শব্দ ধরে আঙুল দিয়ে পড়া অনুসরণ করতে বলবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন - সকল শিক্ষার্থী আঙুল দিয়ে পাঠটি অনুসরণ করছে কিনা এবং পাঠের বিশেষ শব্দগুলো (**কুসুম, বাগ, কুসুমবাগ, সূয্যি**) সঠিকভাবে উচ্চারণ করছে কিনা।
- শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে পাঠের অংশটি কয়েকবার আবৃত্তি করাবেন। পরে শিক্ষার্থীদের সমবেতভাবে দলে, জোড়ায় ও এককভাবে কবিতাটি বলার ও আবৃত্তির অনুশীলন করাবেন। অনুশীলনের সময় শিক্ষার্থীরা যেন আনন্দ পায় শিক্ষক অনুরূপ কৌশল গ্রহণ করবেন। আবৃত্তির সময় শব্দের উচ্চারণ ও স্পষ্টতা বজায় রাখতে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

- শিক্ষক বোর্ডে পূর্বে লেখা শব্দগুলো (**কুসুম, বাগ, কুসুমবাগ, সূয্যি, আলসে**) নির্দেশ করবেন। শিক্ষক একটি করে শব্দ বলবেন এবং শব্দটি পাঠ থেকে খুঁজে বের করতে বলবেন। অতঃপর শিক্ষক বোর্ডে শিক্ষার্থীকে শব্দগুলো নিম্নরূপভাবে নিজ খাতায় লিখে নিতে বলবেন।

কুসুম	–	১ । ২ ।
কুসুমবাগ	–	১ । ২ ।
সূয্যি	–	১ । ২ ।
আলসে	–	১ । ২ ।

- প্রতি বেঞ্চে বসা শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি করে দল গঠন করবেন। শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করে প্রত্যেক শব্দ দিয়ে খাতায় দুটি করে বাক্য লিখতে বলবেন। প্রয়োজনে নিজে একটি উদাহরণ লিখে দিবেন।

পাখি	–	১। পাখি উড়ে বেড়ায়। ২। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী বাক্য লিখছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করে বাক্যগুলো বলতে বলবেন। বাক্যগুলো সঠিকভাবে বলে/লিখে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের অংশটি দেখে দেখে লিখতে বলবেন। পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

পিরিয়ড – ২৩

বিষয়বস্তু: আমি হব (আমি হব .... সকাল হবে না কো।)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়ার চরণ দেখে দেখে বা না দেখে লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত কবিতার চরণ দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/ কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোনিবেশের জন্য আগের দিনের পাঠের ওপর কিছু প্রশ্ন করবেন। যেমন–
    - পাখি কখন ফুলের বাগানে ডেকে ওঠে?
    - তুমি কেন পাখি হবে?
    - সূয্যি মামার আগে কেন পাখি জেগে ওঠে?
    - মা শিশুকে কী বলেন?
- শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। শিক্ষক বলবেন, আমরা **আমি হব** কবিতার নির্ধারিত অংশ পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক কবিতার অংশটুকু প্রথম পিরিয়ডের মতো স্পষ্ট উচ্চারণে বলবেন/আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা সবাই আনন্দের সাথে কবিতাটি শুনছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আগের পাঠের মতো শব্দ ধরে আঙুল দিয়ে পড়া অনুসরণ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার আবৃত্তি করাবেন। পরে শিক্ষার্থীদের সমবেতভাবে দলে, জোড়ায় ও এককভাবে কবিতাটি বলার ও আবৃত্তির অনুশীলন করাবেন। অনুশীলনের সময় শব্দের উচ্চারণ ও স্পষ্টতা বজায় রাখতে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক পাঠের অন্তর্ভুক্ত কবিতার চরণ বই দেখে লিখতে বলবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীরা বাক্য লিখছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবেন। লেখা শেষে পরস্পর খাতা বদল করে শিক্ষার্থীদের দিয়েই খাতা যাচাই করতে সহায়তা করবেন। প্রয়োজনে লেখার ক্ষেত্রে সাধারণ ভুল শনাক্ত করে শিক্ষার্থীদের সঠিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- এরপর কবিতা থেকে শব্দ নিয়ে পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীতে প্রদত্ত শূন্যস্থান পূরণ করে লিখতে বলবেন। এরপর শিক্ষার্থীকে বই দেখে কোন ক্ষেত্রে ভুল বা লেখায় সমস্যা হয়েছে তা নিজে নিজে যাচাই করতে সহায়তা করবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের ওপর কিছু প্রশ্ন করবেন এবং নিজ খাতায় লিখতে বলবেন।
  - পাখি কখন ফুলের বাগানে ডেকে ওঠে?
  - তুমি কেন পাখি হবে?
  - সূয্যি মামার আগে কেন পাখি জেগে ওঠে?
  - মা শিশুকে কী বলেন?
  - শিশু মাকে কী বলল?
  - শিশু কেন মাকে ওই কথা বলল?
  - তুমি কী মনে করো শিশু ঠিক বলেছে? কেন?
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

পিরিয়ড – ২৪

বিষয়বস্তু: আমি হব (সম্পূর্ণ কবিতা)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ছড়া বা কবিতা শুনে অন্ত্যমিল শনাক্ত করতে পারবে।
- ছড়া শুনে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে ও লিখতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/ কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পুর্বের পাঠের অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের জন্য কিছু প্রশ্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক প্রথমে পুরো কবিতাটি স্পষ্ট উচ্চারণে বলবেন/আবৃত্তি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের শব্দ ধরে আঙুল দিয়ে পড়া অনুসরণ করতে বলবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন - সকল শিক্ষার্থী আঙুল দিয়ে পাঠটি অনুসরণ করছে কিনা। পাঠের বিশেষ শব্দটি **(পোহাবে)** বোর্ডে লিখে

দিবেন, শব্দে অর্থ বলে ও লিখে দিবেন।

- শিক্ষার্থী সাথে নিয়ে কয়েকবার আবৃত্তি করাবেন। পরে শিক্ষার্থীদের সমবেতভাবে দলে, জোড়ায় ও এককভাবে সম্পূর্ণ কবিতাটি বলার ও আবৃত্তির অনুশীলন করাবেন। অনুশীলনের বিভিন্ন পর্যায়ে শব্দের উচ্চারণ ও স্পষ্টতা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের কবিতা থেকে অন্ত্যমিল শব্দ শনাক্ত করতে বলবেন। প্রয়োজনে একটি উদাহরণ দিবেন এবং তা বোর্ডে লিখে দিবেন। যেমন – পাখি, ডাকি। বাগে, আগে ইত্যাদি। অন্ত্যমিলযুক্ত শব্দ খাতায় পাশাপাশি লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শব্দগুলো যাচাই করবেন।
- কবিতার বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের পরস্পর আলোচনা করে বলতে বলবেন। পরে নিজের মতো করে তা খাতায় লিখতে বলবেন।
- অতঃপর শিক্ষক বিভিন্ন টুকরা কাগজে পেশার নাম লিখে (শিক্ষক, কামার, কুমার, ভ্যান চালক, গাড়ি চালক, সবজি বিক্রেতা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি) রাখবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে কার্ড নিতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের এই পেশাজীবীর মানুষেরা আমাদের কীভাবে উপকার করেন তা দলে আলোচনা করে বলতে বলবেন। কারা কত বেশি উপকার করার তথ্য দিতে পারে তা বলতে বলবেন।
- এরপর পাঠ্যবইয়ের দেওয়া ‘কাজ বোঝায় এমন শব্দ আলাদা করি’ কাজটি শিক্ষার্থীদের দিয়ে অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষক পাঠের প্রস্তুতি পর্যায়ে যে সকল প্রশ্ন করেছিলেন তা বোর্ডে লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদের বই থেকে উত্তর খুঁজে খাতায় লিখতে বলবেন। লেখা যাচাই করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং পুনর্মূল্যায়ন করবেন।

পিরিয়ড – ২৫

বিষয়বস্তু: আমি হব (সম্পূর্ণ কবিতা)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ছড়া বা কবিতা শুনে অন্ত্যমিল শনাক্ত করতে পারবে।
- ছড়া শুনে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে ও লিখতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/ কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আনন্দদায়ক কাজের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোনিবেশের জন্য পূর্বের ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে এমন কিছু প্রশ্ন করবেন। উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের এবার শব্দ ও বিপরীত শব্দ বলার অনুশীলন করাবেন। প্রথমে শিক্ষক একটি উদাহরণ দিবেন। যেমন: রাত – দিন। অতঃপর নিচের ছকটি বোর্ডে লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদের ছকটি নিজ খাতায় লিখে নিয়ে তা দাগ টেনে মিলাতে বলবেন।

সকাল	পরে
জাগা	খুশি
অলস	ঘুমানো
আগে	বিকাল
রাগ	পরিশ্রমী

- শিক্ষক সমমানের একটি কবিতা বোর্ডে লিখবেন/ প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের কবিতাটি এককভাবে পড়তে বলবেন। এবার এই কবিতায় কী বলা হয়েছে তা প্রথমে শিক্ষার্থীদের পরস্পর আলোচনা করে বলতে বলবেন। পরে চার বাক্যে নিজেদের খাতায় তা লিখতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজেদের খাতায় ***‘ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যাওয়ার আগে কী কী কাজ করি’*** সে সম্পর্কে চারটি বাক্য লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা পড়তে বলবেন। কারো নতুন কোনো ভালো কাজ লিখলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন এবং সকলকে তা অনুসরণ করার আহ্বান করবেন।
- সবাইকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

মূল্যায়ন:

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০৫.০১, ০১.০৩.১১.০১, ০১.০৩.১৭.০১, ০১.০৩.২৩.০১ ও ০১.০৩.২৪.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ৮

ব্যাঙের সাজা

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।

৩.১ ছবি/চিত্র বা ছক দেখে বর্ণনামূলক তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার পাঠ শুনে তথ্য, বিষয়বস্তু বুঝতে পারা।

৪.১ প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে বলা ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

৫.২ যুক্তবর্ণ ও ফলা যোগে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৭.১ বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমলক রচনার বিষয়বস্তু বলতে পারা।

৮.১ চিত্র ও ছবি সম্বলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প সাবলীলভাবে বলতে পারা এবং বিষয়বস্তু বলতে পারা।

৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।

১১.১ চিত্র ও ছক সম্বলিত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা, প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারা।

১২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প বিরামচিহ্ন মেনে, প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

১৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।

১৫.১ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনামূলক ও তথ্যমূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখতে পারা।

১৬.১ পাঠের অন্তর্ভুক্ত, ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে বা না দেখে লিখতে পারা।

১৬.২ পাঠের অন্তর্ভূক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার মূলভাব এবং নিজ অভিজ্ঞতা/ মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ৭

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-২৬	একবার ....রাজা মশাই।
পিরিয়ড-২৭	সিপাইরা .... রাজা মশাই।
পিরিয়ড-২৮	সিপাইরা .... পা লেগেছে।
পিরিয়ড-২৯	রাজা বললেন .... রাজা মশাই।
পিরিয়ড-৩০	রাজার আদেশ .... রাজা মশাই।
পিরিয়ড-৩১	রাজার সিপাইরা ....মিথ্যা বলেছিলে কেন?
পিরিয়ড-৩২	ব্যাঙ বলল ....দাগ হয়ে গেল।

পিরিয়ড - ২৬

বিষয়বস্তু: একবার ....রাজা মশাই।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- গল্প ও রূপকথার গল্প শুনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গল্পের ঘটনা বলতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে/শুনে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার বিষয় বুঝে নিজের মতো করে লিখতে পারবে।
- রূপকথা, গল্প ও কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠ দানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি করবেন)।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠের বিষয়ের সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

    – বর্ষাকালে ডোবায় কোন প্রাণী ডাকাডাকি করে?
    – ব্যাঙ কীভাবে ডাকে?

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাঙের ডাক শুনতে চাইবেন তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, 'এতক্ষণ আমরা ব্যাঙের ডাক শুনলাম। এখন চমৎকার একটি ছবি/মডেল দেখব।' শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কিছু প্রাণীর ছবি/মডেল দেখিয়ে তাদের ভাবতে বলবেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন।এরপর নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

    – ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
    – ছবির প্রাণীগুলোর নাম কী?
    – তারা কে কী করছে?
    – তোমরা কি কখনও প্রাণীগুলো দেখেছ?
    – কোথায় দেখেছ?

- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের পরিচিত আরও কিছু প্রাণীর নাম জানতে চাইবেন। শিক্ষক বলবেন আমরা আজ প্রাণীদের নিয়ে মজার একটি গল্প করব। তোমরা কি গল্পটির নাম অনুমান করতে পারো? শিক্ষার্থীদের উত্তর জানার পর শিক্ষক গল্পটির নাম 'ব্যাঙের সাজা' বলেই পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখবেন।

- এরপর শিক্ষক ব্যাঙের সাজা গল্পটি সংক্ষেপে শোনাবেন। এবার পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যাক্তি বজায় রেখে পড়বেন।
- এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের শেষ অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন –

    – কাকে ধরতে গিয়ে পিঁপড়ার বাসা ভেঙেছিল?

- তারপর আবার পাঠে বৈচিত্র্য এনে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের ধরে ধরে পড়তে বলবেন।
- শিক্ষক **সাজা**, **অশান্তি**, **রাজার দরবার** এবং **সেপাই** শব্দের অর্থ বুঝিয়ে বলবেন।সাজা অর্থ হলো শাস্তি। অশান্তি অর্থ হলো শান্তি নেই। তার মানে হলো শান্তির বিপরীত অশান্তি। এখানে যুক্তবর্ণ ন আর ত মিলে ন্ত রাজার দরবার অর্থ হলো রাজা যেখানে সভা করেন। সেপাই অর্থ হলো সৈনিক। সে সবসময় রাজার হুকুম পালন করে।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সাথে শব্দগুলো কয়েকবার উচ্চারণ করবে। তারপর শিক্ষকের সাথে পাঠ্যাংশটুকু পড়বে। শিক্ষক বৈচিত্র্যময়তা এনে পড়বেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের দলে পড়তে দিবেন। যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে একজন আরেকজনকে গল্পের অংশটুকু শোনাতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।
- খালিঘরে সঠিক শব্দ লিখ।

    – পিঁপড়া ------------করে চলে।
    – পিঁপড়া রাজার দরবারে গেল কেন?
    – কে মুরগির ডিম ভেঙেছিল?
    – তোমার পাঠ্যবইয়ের ভাষিক কাজের, ছবি দেখে নাম বলি এবং একটি করে বৈশিষ্ট্য লিখিতে প্রথম ছবিটির একটি বর্ণনা লিখ।
    – তুমি তোমার পছন্দের একটি প্রাণীর ছবি এঁকে দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে কিনা তা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন।প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়ে পরা শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

- আজ আমরা ব্যাঙের সাজা গল্পে পিঁপড়া আর মুরগির কথা জেনেছি। আগামী ক্লাসে আমরা জানব এরপর সাপের কী হলো!

পিরিয়ড - ২৭

বিষয়বস্তু: সিপাইরা সাপকে...................... রাজা মশাই।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- গল্প ও রূপকথার গল্প শুনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গল্পের ঘটনা বলতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠ দানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোন কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি) করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠের বিষয়ের সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

  – কে রাজার দরবারে গেল?
  – মুরগি কাকে ধরতে গিয়ে পিঁপড়ার বাসা ভেঙেছে?

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন,সাপ কীভাবে চলে?
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, এতক্ষণ আমরা সাপের পথ চলা দেখলাম। এখন চমৎকার একটি ছবি /মডেল দেখব। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠ সংশ্লিষ্ট কিছু প্রাণীর ছবি/মডেল দেখিয়ে তাদের ভাবতে বলবেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর নিচের প্রশ্নগুলো করবেন–

  – ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
  – ছবির প্রাণীগুলোর নাম কী?
  – তারা কে কী করছে?
  – তোমরা কি কখনও প্রাণীগুলো দেখেছ?
  – কোথায় দেখেছ?

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের পরিচিত পরিবেশের আরও কিছু প্রাণীর নাম জানতে চাইবেন। তারপর বলবেন আমরা আজ সাপের কী হলো এই নিয়ে মজার গল্প করব।
- পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন –

  – কে হরিণের বিচার চাইল?

- পাঠে বৈচিত্র্য এনে আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীদের তা শুনতে ও প্রতিটি শব্দ অনুসরণ করে পড়তে বলবেন। শিক্ষক খুর এবং আঘাত শব্দের অর্থ বুঝিয়ে বলবেন। খুর অর্থ হলো পায়ের নিচের শক্ত অংশ। আঘাত অর্থ হলো ব্যথা। আমরা কাউকে আঘাত দিব না।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সাথে শব্দগুলো কয়েকবার উচ্চারণ করবে। তারপর শিক্ষকের সাথে পাঠ্যাংশটুকু পড়বে। শিক্ষক পাঠে বৈচিত্র্য এনে পড়বেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পড়তে দিবেন। যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে একজন আরেকজনকে গল্পের অংশটুকু শোনাতে বলবেন। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।তোমার পাঠ্যবইয়ের ভাষিক কাজের, ছবি দেখে নাম বলি এবং একটি করে বৈশিষ্ট্য লিখতে দ্বিতীয় ছবিটির বর্ণনা লেখ। উত্তরটি খাতায় লিখ।

  – ব্যাঙের সাজা গল্পে কার লেজ থেকে রক্ত ঝরছিল?

  (ক) মুরগি (খ) পিঁপড়া (গ) সাপ (ঘ) হরিণ

  – পাখির বাসা বা ডিম ভাঙা কী ভালো কাজ না কী মন্দ কাজ?
  – রক্ত শব্দটি থেকে যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখ এবং নতুন একটি শব্দ তৈরি করো।
  – তোমার পরিচিত যে কোনো একটি প্রাণীর দুইটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে কিনা তা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।
- আজ আমরা ব্যাঙের সাজা গল্পে পিঁপড়া আর মুরগি, সাপ আর হরিণের কথা জেনেছি। আগামী ক্লাসে

আমরা জানবো এরপর হরিণের কী হলো!

পিরিয়ড - ২৮

বিষয়বস্তু: সিপাইরা গিয়ে............নিয়ে এসো।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- গল্প ও রূপকথার গল্প শুনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গল্পের ঘটনা বলতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বাক্য লিখতে পারবে।
- রূপকথা, গল্প ও কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠ দানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি করবেন)।শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠের বিষয়ের সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

  – সাপকে কে ধরে নিয়ে এসেছিল?
  – কে সাপকে আঘাত করেছিল?
  – মুরগির ডিম কে ভেঙেছিল?

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, ভয় পেলে আমরা কেমন করি?
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, এতক্ষণ আমরা জানলাম ভয় পেলে আমরা ভীত হই। এখন আমরা চমৎকার একটি ছবি/মডেল দেখব। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠ সংশ্লিষ্ট কিছু প্রাণীর ছবি/মডেল দেখিয়ে তাদের ভাবতে বলবেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

  – ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
  – কে হরিণকে ধরে নিয়ে আসছে?
  – তোমরা কি কখনও হরিণ দেখেছ?

- কোথায় দেখেছ?
- হরিণ কোথায় বাস করে?
- তোমরা কি লম্বা ঠোঁটের পাখি দেখেছ?

- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের পরিচিত পরিবেশের আরও কিছু বন্য প্রাণীর নাম জানতে চাইবেন। তারপর বলবেন, আমরা এরপর হরিণের কী হলো এই নিয়ে আজ মজার গল্প করব।
- তোমরা কি বলতে পারো হরিণ কেন ভয় পেয়েছিল? শিক্ষার্থীদের উত্তর জানার পর শিক্ষক বলবেন 'ব্যাঙের সাজা গল্পটির আজকের পাঠে আমরা সেকথা জানতে পারব, বলেই পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখবেন।
- তারপর পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন -

  - সারস পাখির মুখের ভিতর কে ঢুকেছিল?

- তারপর পাঠে বৈচিত্র্য এনে আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে অনুসরণ করতে বলবেন।
- শিক্ষক ডানা এবং ঝাপটালো শব্দের অর্থ বুঝিয়ে বলবেন। ডানা অর্থ হলো পাখা। ঝাপটালো অর্থ হলো জোরে জোরে নাড়ালো।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো কয়েকবার উচ্চারণ করতে বলবেন। তারপর শিক্ষক পাঠ্যাংশটুকু পড়তে সহায়তা করবেন। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পড়তে দিবেন।যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে একজন আরেকজনকে গল্পের অংশটুকু শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষক সকলকে খাতা কলম নিয়ে তৈরি হতে বলবেন। তারপর সুস্পষ্টভাবে বলবেন তিনি আজকের পাঠ থেকে একটি করে বাক্য বলবেন শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং সাথে সাথে নিজ নিজ খাতায় লিখবে। তারপর নিজের লেখা বাক্য পড়ে শোনাবে।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।

  - গল্পের পাখিটির নাম কী?
  - পাঠ্যবই দেখে আজকের পাঠ থেকে তোমার পছন্দমত দুটি বাক্য লিখ।
  - তোমার পাঠ্যবইয়ের **ছবি দেখে নাম বলি** এবং **একটি করে বৈশিষ্ট্য লিখি** অংশের তৃতীয় ছবিটির একটি বর্ণনা লিখ।

– তোমার পরিচিত যে কোনো একটি পাখির দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে কি না তা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।
- আজ আমরা ব্যাঙের সাজা গল্পে পিঁপড়া আর মুরগি, সাপ, হরিণ আর সারস পাখির কথা জেনেছি। আগামী ক্লাসে আমরা জানব এরপর সারসের কী হলো!

পিরিয়ড - ২৯

বিষয়বস্তু: সিপাইরা সারস .... রাজা মশাই।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- গল্প ও রূপকথার গল্প শুনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গল্পের ঘটনা বলতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি করবেন)। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে আগের দিনের পাঠের বিষয়ের সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

  – সাপের লেজে কে আঘাত করেছিল?
  – কে পালাতে গিয়ে মুরগির ডিম ভেঙেছে?

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, হরিণ কোথায় বাস করে?
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, এতক্ষণ আমরা জানলাম হরিণ বনে বাস করে। এখন বলোতো, বনে আর কী কী বাস করে? উত্তর জানার পর শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা চমৎকার একটি ছবি /মডেল দেখব। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠসংশ্লিষ্ট কিছু প্রাণীর ছবি/মডেল দেখিয়ে তাদের ভাবতে বলবেন।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

- ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
- লম্বা ঠোঁটওয়ালা পাখি দেখেছ?
- তোমার এলাকায় লম্বা ঠোঁটওয়ালা পাখি দেখেছ?
- তোমার এলাকার লম্বা ঠোঁটওয়ালা পাখির নাম কী?
- হরিণ কেন ভয় পেয়েছিল?

- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের পরিচিত পরিবেশের আরও কিছু পাখির নাম জানতে চাইবেন। তারপর বলবেন লম্বা ঠোঁটওয়ালা সারস পাখির কী হল আমরা আজ এই নিয়ে মজার গল্প করব।
- শিক্ষক বলবেন, তোমরা কি বলতে পারো সারসের কী হয়েছিল? শিক্ষার্থীদের উত্তর জানার পর শিক্ষক বলবেন 'ব্যাঙের সাজা' গল্পটির আজকের পাঠে আমরা সেকথা আরও ভালো করে জানতে পারব, বলেই পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখবেন।
- তারপর পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতুহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন -কে ডানা ঝাপটালো? তারপর আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক খকখক শব্দের অর্থ বুঝিয়ে বলবেন। খকখক অর্থ হলো অনবরত কাশির শব্দ। বারবার কাশির শব্দ।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সাথে শব্দগুলো কয়েকবার উচ্চারণ করবে। এরপর শিক্ষক সকলকে খকখক কাশির অভিনয় করতে বলবেন। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদেও যুক্তবর্ণের শব্দ খুজে পেতে সহায়তা করবেন।
- অনুশীলন করার পর নতুন শব্দ আবিষ্কারে কার্ড দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পড়তে দিবেন। যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো (উচ্চারণ, গতি, স্পষ্টতা ইত্যাদি) শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে একজন আরেকজনকে গল্পের অংশটুকু নিজের ভাষায় শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষক সকলকে খাতা কলম নিয়ে তৈরি হতে বলবেন। তারপর সুস্পষ্টভাবে বলবেন তিনি আজকের পাঠ থেকে একটি করে শব্দ (খকখক, পরিষ্কার) বলবেন শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং সাথে সাথে নিজ নিজ খাতায় লিখবে। তারপর শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করবে। এরপর নিজের লেখা বাক্য পড়ে শোনাবে।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।

  – সারস কেন গলা পরিষ্কার করেছিল?
  – তোমার দেখা ছোটো পাখিটির নাম কী?
  – পরিষ্কার শব্দের সাথে মিল রেখে একটি শব্দ লিখ।
  – তোমার পাঠ্যবইয়ের 'ছবি দেখে নাম বলি এবং একটি করে বৈশিষ্ট্য লিখি' অংশের চতুর্থ ছবিটির একটি বর্ণনা লিখ।
  – তোমার পরিচিত যে কোনো একটি প্রাণীর দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের তিনটি বাক্য পোস্টার কাগজে লিখে ঝুলিয়ে শিক্ষার্থীদের তা দেখে দেখে লিখতে বলবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে কি না তা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।
- আজ আমরা ব্যাঙের সাজা গল্পে পিঁপড়া আর মুরগি, সাপ, হরিণ আর সারস পাখির কথা জেনেছি। আগামী ক্লাসে আমরা জানব এরপর বুলবুলির কী হলো!

পিরিয়ড - ৩০

বিষয়বস্তু: রাজার আদেশে .... রাজা মশাই)।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- গল্প ও রূপকথার গল্প শুনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গল্পের ঘটনা বলতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বাক্য লিখতে পারবে।
- রূপকথা, গল্প ও কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠ দানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি করবেন)।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে আগের দিনের পাঠের বিষয়ের সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

  - বুলবুলি কার বিচার চেয়েছিল?
  - সারস কেন ডানা ঝাপটিয়েছিল?

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, বলতো ঝড় আসলে আমাদের কেমন লাগে? তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, হ্যাঁ, ঝড় আসলে আমাদের ভয় লাগে। এসময় আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। আমরা সাবধানে থাকব। আজ আমরা একটি ছবি /মডেল দেখব। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠ সংশ্লিষ্ট কিছু ছবি/মডেল দেখিয়ে তাদের ভাবতে বলবেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

  - ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
  - ঝড় হলে গাছপালা কেমন করে?
  - এ সময় ঘরের জানালা দরজা খোলা থাকলে কী ঘটে?
  - ঝড়ের সময় বনের পশুপাখিরা কোথায় থাকে?

- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো জেনে বলবেন, ছোটো পাখি বুলবুলি কী বলল আমরা আজ এই নিয়ে মজার গল্প করব। শিক্ষক বলবেন, তোমরা কি বলতে পারো বুলবুলির কী হয়েছিল? শিক্ষার্থীদের উত্তর জানার পর শিক্ষক বলবেন 'ব্যাঙের সাজা' গল্পটির আজকের পাঠে আমরা সেকথা আরও ভালো করে জানতে পারব, বলেই পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখবেন।
- তারপর পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন -

  - কে মিথ্যা ভয় দেখিয়েছিল?

- তারপর আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দ ধরে ধরে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক বাঁচার জন্য জায়গা খুঁজছিলাম এই বাক্যটি বুঝিয়ে বলবেন। বাঁচার জন্য জায়গা খুঁজছিলাম। এই বাক্যে বুলবুলি ঝড়ের কথা শুনে ভয় থেকে বাঁচতে একথা বলে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সাথে নিজেদের মতো করে বাক্যটি বলবে।
- এরপর শিক্ষক সকলকে ভয়ের অভিনয় করতে বলবেন। সুন্দর অভিনয়ের জন্য সকলকে বাহবা দিয়ে শিক্ষার্থীদের ফলাচিহ্নের শব্দ খুজে পেতে সহায়তা করবেন। তিনি বলবেন ব্যাঙ, জন্য, মিথ্যা, শব্দগুলোতে ব, ন, থ বর্ণেও সাথে য ফলা রয়েছে। আমরা উচ্চারণের সময় এগুলো খেয়াল করে উচ্চারণ করব।

- য ফলা উচ্চারণের অনুশীলন করার পর নতুন শব্দ সত্য বলতে য ফলা উচ্চারণ করতে হয়। সত্য হল মিথ্যার বিপরীত শব্দ। নতুন আরও শব্দ বলতে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন। এছাড়াও বাক্য, পাঠ্য, ঘ্যাং, ঠ্যাং, সাহায্য, মধ্য এর শব্দকার্ড দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে দিবেন। যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো (উচ্চারণ, গতি, স্পষ্টতা ইত্যাদি) শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে একজন আরেকজনকে গল্পের অংশটুকু শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষক সকলকে খাতা, কলম নিয়ে তৈরি হতে বলবেন। তারপর সুস্পষ্টভাবে বলবেন তিনি আজকের পাঠ থেকে একটি করে শব্দ (ঝড়, ব্যাঙ) বলবেন শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং সাথে সাথে নিজ নিজ খাতায় লিখবে। তারপর শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করবে। এরপর নিজের লেখা বাক্য পড়ে শোনাবে।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।

  – বুলবুলি রাজাকে কী বলেছিল তিনটি বাক্যে নিজের মত গুছিয়ে লিখ।
  – কাউকে মিথ্যা ভয় দেখালে কী হয়?

- এরপর শিক্ষক শ্রুতলিপি লেখার পরিবেশ তৈরি করবেন। তারপর তিনি রাজার আদেশে সিপাইরা বুলবুলিকে নিয়ে এলো। বুলবুলি বলল, আগে আমার কথা শুনুন, রাজা মশাই। এই অংশটুকু স্পষ্ট স্বরে পড়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে। তারপর জোড়ায় জোড়ায় লেখা মূল্যায়ন করবে। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে কি না শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।
- আজ আমরা ব্যাঙের সাজা গল্পে পিঁপড়া আর মুরগি, সাপ, হরিণ, সারস, বুলবুলি পাখির কথা জেনেছি। আগামী পাঠে আমরা জানব এরপর ব্যাঙ এর কী হলো!

পিরিয়ড - ৩১

বিষয়বস্তু: রাজার সিপাইরা .... বলেছিলে কেন?

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- রূপকথা শুনে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে ও লিখতে পারবে।
- গল্প ও রূপকথার গল্প শুনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গল্পের ঘটনা বলতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি) করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে আগের দিনের পাঠের বিষয়ের সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

  - বুলবুলি কার বিচার চেয়েছিল?
  - বুলবুলি কোথায় লুকিয়েছিল?
  - কে মিথ্যা বলেছিল?

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, বলতো ব্যাঙ মিথ্যা বলে কি ভালো করেছিল?
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, হ্যাঁ, মিথ্যা বলা ভালো নয়। আমরা সবসময় সত্য কথা বলব। এখন আমরা চমৎকার একটি ছবি /মডেল দেখব। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠ সংশ্লিষ্ট কিছু ছবি/মডেল দেখিয়ে তাদের ভাবতে বলবেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

  - ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
  - ব্যাঙ কোথায় লুকিয়েছিল?
  - গর্তে ব্যাঙের শরীরের কোন অংশ দেখা যাচ্ছিল?

- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো জেনে বলবেন, ব্যাঙ এসে কী বলল আমরা আজ এই নিয়ে মজার গল্প করব। শিক্ষক বলবেন, তোমরা কি বলতে পারো ব্যাঙের কী হয়েছিল? শিক্ষার্থীদের উত্তর জানার পর শিক্ষক বলবেন **'ব্যাঙের সাজা'** গল্পটির আজকের পাঠে আমরা সেকথা আরও ভালো করে জানতে পারব,

বলেই পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখবেন।

- পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন–

  – ব্যাঙকে কীভাবে ধরে এনেছিল?

- পাঠটি আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে অনুসরণ করবে। শিক্ষক চ্যাংদোলা, হেঁইও হেঁইও শব্দগুলো বুঝিয়ে বলবেন। চ্যাংদোলা হলো হাত পা ধরে উঁচু করে নিয়ে যাওয়া। এই গল্পে কাকে চ্যাংদোলা করে এনেছিল? ব্যাঙ ঝড়ের কথা শুনে ভয় থেকে বাঁচতে কোথায় লুকিয়েছিল? শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সাথে নিজেদের মতো করে বলবে 'চ্যাংদোলা হলো হাত পা ধরে উঁচু করে নিয়ে যাওয়া'।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে চ্যাংদোলার অভিনয় করতে বলবেন। এরপর তিনি হেঁইও হেঁইও শব্দ দুটি বুঝিয়ে বলবেন। কোনো ভারী জিনিস তুলতে বা সরাতে জোরে জোরে সুর করে, ছন্দের তালে তালে হেঁইও হেঁইও বলা হয়। এরপর হেঁইও হেঁইও বলে শ্রেণিকক্ষের টেবিল সরানোর অভিনয় করতে বলবেন। সুন্দর অভিনয়ের জন্য সকলকে বাহবা দিয়ে শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণের ও ফলাচিহ্নের শব্দ খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। তিনি বলবেন ব্যাঙ, ঠ্যাং, চ্যাংদোলা, মিথ্যা, শব্দগুলোতে ব, ঠ, চ, থ বর্ণের সাথে য ফলা রয়েছে। আমরা উচ্চারণের সময় এগুলো খুব খেয়াল করে উচ্চারণ করব।
- য ফলা উচ্চারণের অনুশীলন করার পর তিনি যুক্তবর্ণের শব্দ কিন্তু, যাচ্ছিল শব্দকার্ড দেখিয়ে এর উচ্চারণ অনুশীলনের পর যুক্তবর্ণ আলাদা করে দেখাবেন। ন্তু, ন, ত, চ্ছ, চ, ছ।

ন্তু	ন	ত
চ্ছ	চ	ছ

- নতুন শব্দ তৈরিতে সহযোগিতা করবেন। শান্ত, দুরন্ত, দিচ্ছি, নিচ্ছি। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে দিবেন। যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো (উচ্চারণ, গতি, স্পষ্টতা ইত্যাদি) শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে একজন আরেকজনকে গল্পের অংশটুকু শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষক সকলকে খাতা কলম নিয়ে তৈরি হতে বলবেন। তারপর সুস্পষ্টভাবে বলবেন তিনি আজকের পাঠ থেকে একটি করে শব্দ (ঝড়, ব্যাঙ) বলবেন শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং সাথে সাথে নিজ

নিজ খাতায় লিখবে। তারপর শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করবে। এরপর নিজের লেখা বাক্য পড়ে শোনাবে।

- এবার শিক্ষক দুরন্ত, বাক্য, শান্ত, পাঠ্য, ঘ্যাং, দিচ্ছি, ঠ্যাং, সাহায্য, নিচ্ছি, মধ্য, খাচ্ছি, পাচ্ছি শব্দকার্ড গুলো দেখিয়ে বলবেন আজ আমরা একটি মজার খেলা খেলব। তিনি শিক্ষার্থীদের দলগঠনে সহায়তা করবেন। দলে বসে য ফলাযুক্ত শব্দ এবং যুক্তবর্ণের শব্দ আলাদা করতে বলবেন। পরে দলের সকলকে একটি একটি করে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন–
  - মিথ্যা কথা আমাদের কীভাবে ক্ষতি করে দুটি বাক্যে লিখ।
  - খালিঘরে শব্দ বসাও। ভারী জিনিস টানতে টানতে বলল ....।
  - তোমার পাঠ্যবইয়ের **ছবি দেখে নাম বলি এবং একটি করে বৈশিষ্ট্য লিখি** অংশে শেষ ছবিটির একটি বর্ণনা লিখ।
- শিক্ষক জানতে চাইবেন, তোমার এলাকায় কোনো ভারী জিনিস সরানোর সময় কি হেঁইও হেঁইও বলে টান দেয়? না কি আরও কিছু বলে? এরপর শিক্ষক নিচের গল্পটি পোস্টার কাগজে লিখে দলে সরবরাহ করবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। এরপর তারা গল্পটির বিষয়বস্তু নিজ নিজ দলে নিজের মত করে বলতে বলবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে/বলছে কিনা তা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়ে পরা শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।
- আজ আমরা ব্যাঙের সাজা গল্পে পিঁপড়া আর মুরগি, সাপ, হরিণ, সারস, বুলবুলি পাখির কথা জেনেছি। আগামী ক্লাসে আমরা জানবো 'এরপর ব্যাঙ এর কী হলো আর রাজা কী বললেন!' আগামীকাল আমরা গল্পের শেষ অংশটুকু পড়ার পর এই গল্পটি অভিনয় করব।

পিরিয়ড - ৩২

বিষয়বস্তু: ব্যাঙ বলল .... দাগ হয়ে গেল।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- চিত্র, ছবি বা ছক সম্বলিত বর্ণনা এবং সাধারণ বর্ণনা শুনে বিষয়বস্তু বলতে ও লিখতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- পাঠের অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথার অনুচ্ছেদ দেখে বা না দেখে লিখতে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।

- পাঠের অন্তর্ভূক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার বিষয় বুঝে নিজের মতো করে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, অভিনয়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠ দানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি) করবেন। শিক্ষক আগের দিনের পাঠের বিষয় এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন–

  - ব্যাঙের ঠ্যাং ধরে টানতে টানতে কী বলেছিল?
  - ব্যাং কোথায় লুকিয়েছিল?
  - কে মিথ্যা বলেছিল?
  - ব্যাঙের মিথ্যা কথায় কার কার ক্ষতি হয়েছিল?

- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর বলবেন, হ্যাঁ, মিথ্যা বলা ভালো নয়। আমরা সবসময় সত্য কথা বলব। এই গল্পের ব্যাং এসে কী বলল আমরা আজ এই নিয়ে মজার গল্প করব। শিক্ষক বলবেন, তোমরা কি বলতে পারো ব্যাঙের কী হয়েছিল? শিক্ষার্থীদের উত্তর জানার পর শিক্ষক বলবেন 'ব্যাঙের সাজা' গল্পটির আজকের পাঠে আমরা সেকথা আরও ভালো করে জানতে পারব, বলেই পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখবেন।
- তারপর পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতুহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন –

  - ব্যাঙ কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল?

- তারপর আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে অনুসরণ করবে। শিক্ষক শব্দকার্ড দেখিয়ে গুজব, রটানো, চাবুক শব্দগুলো অর্থসহ বুঝিয়ে বলবেন। গুজব অর্থ মিথ্যা খবর, মিথ্যা তথ্য। রটানো অর্থ ছড়ানো। চাবুক অর্থ মারার জন্য যে লাঠির মাথায় দড়ি থাকে।
- এখানে চাবুকের মডেল দেখিয়ে শিক্ষক বুঝিয়ে বলবেন। এরপর শিক্ষক উদাহরণ বোঝাতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন– এই গল্পে কাকে চাবুক মেরেছিল? এরপর তিনি শাস্তি শব্দের অর্থ বলবেন সাজা। উদাহরণ দিবেন– ব্যাঙ গুজব রটিয়ে শাস্তি পেয়েছিল। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সাথে নিজেদের মত করে বলবে ব্যাঙ গুজব রটিয়ে শাস্তি পেয়েছিল। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে চাবুক মারার অভিনয় করতে বলবেন। সুন্দর অভিনয়ের জন্য সকলকে বাহবা দিবেন।

- তারপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে যুক্তবর্ণের ও ফলাচিহ্নের শব্দ খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। তিনি বলবেন ব্যাঙ, ঘ্যাঙর ঘ্যাং, শব্দগুলোতে ব, ঘ, বর্ণের সাথে য ফলা রয়েছে। আমরা উচ্চারণের সময় এগুলো খুব খেয়াল করে উচ্চারণ করব।
- য ফলা উচ্চারণের অনুশীলন করার পর তিনি যুক্তবর্ণের শব্দ শান্তি, নষ্ট, শাস্তি, কিন্তু শব্দকার্ড দেখিয়ে এর উচ্চারণ অনুশীলনের পর যুক্তবর্ণ আলাদা করে দেখাবেন।

ন্ত	ন	ত
ষ্ট	ষ	ট
স্ত	স	ত
ন্ত	ন	ত

- নতুন শব্দ তৈরিতে সহযোগিতা করবেন। প্রান্ত, কষ্ট, গোস্ত ইত্যাদি। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে দিবেন। যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো (উচ্চারণ, গতি, স্পষ্টতা ইত্যাদি) শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা দলে বসে পাঠের বিষয়বস্তু আলোচনা করবে।
- পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে গল্পটি অভিনয় করতে বলবেন।
- শিক্ষক সকলকে অভিনয়ের জন্য তৈরি হতে বলবেন। তারপর সুস্পষ্টভাবে তিনি অভিনয়ের ধারণা দিবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং সাথে সাথে প্রস্তুতি নিবে। তারপর দলভিত্তিক অভিনেতা বাছাই করে আনন্দের সাথে অভিনয় করবে। অন্যরা উপভোগ করবে। এবার চমৎকার অভিনয়ের জন্য শিক্ষক সকলকে ধন্যবাদ দিবেন। তারপর শিক্ষক দৈবচয়নের ভিত্তিতে ২/৩ জনের মতামত শুনতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।

  – গুজব রটালে কী হয়?
  – খালিঘরে শব্দ বসাও।
  – গুজব ছড়ানো .. ..নয়।
  – তোমার পাঠ্যবইয়ের ভাষিক কাজের, ছবি দেখে নাম বলি এবং একটি করে বৈশিষ্ট্য লিখি অংশের শেষ ছবিটির একটি বর্ণনা লিখ।
  – ব্যাঙের সাজা গল্পটি পড়ে কী বুঝলে তা একটি বাক্যে লিখ।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে কিনা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা ব্যাঙের সাজা গল্পে পিঁপড়া, মুরগি, সাপ, হরিণ, সারস, বুলবুলি পাখি, ব্যাঙ

আর রাজার বিচারের বিষয়ে জেনেছি। মিথ্যা বলার অপরাধে শাস্তির কথা জেনেছি। আগামীতে আমরা আরও মজার মজার গল্প পড়ব।

- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে পরিমাপ করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- **০১.০৩.০১.০১, ০১.০৩.০৪.০১, ০১.০৩.০৫.০১, ০১.০৩.০৭.০১, ০১.০৩.১০.০১, ০১.০৩.১১.০১, ০১.০৩.১২.০১, ০১.০৩.১৬.০১, ০১.০৩.১৭.০১, ০১.০৩.১৮.০১, ০১.০৩.২১.০১, ০১.০৩.২৩.০১** ও **০১.০৩.২৪.০১** অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ৯
বাক্য পড়ি ও লিখি

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।

২.১ প্রমিত বাংলায় বলা প্রশ্ন, সাধারণ নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর ঘোষণা ও সংকেত শুনে বুঝতে পারা।

৬.১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে প্রশ্নোত্তর, অনুজ্ঞা, সম্বোধন করতে পারা এবং সংকেত, বিজ্ঞপ্তি বুঝে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৯.২ বিভিন্ন ধরনের বাক্য (বিরামচিহ্ন -দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক অনুসারে) প্রমিত উচ্চারণে ও সাবলীলভাবে পড়ে বুঝতে পারা।

১০.১ পরিচিত পরিবেশে ছাপা, হাতের লেখায় বা ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা ও পাঠের অর্ন্তভুক্ত সহজ কথোপকথন পড়ে বুঝতে পারা।

১০.২ হাতের লেখায় সম্বোধন, অনুরোধ, সৌজন্যমূলক বাক্য পড়ে বুঝতে পারা।

১৩.১, পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।

১৪.১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে সাধারণ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, সংকেত, ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তির বিষয় ও কথোপকথন বুঝে প্রমিত বাংলায় লিখতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ০২

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড – ৩৩	পড়ি, লিখি প্রথম অংশ
পিরিয়ড – ৩৪	পড়ি, লিখি দ্বিতীয় অংশ

পিরিয়ড - ৩৩

বিষয়বস্তু: বাক্য পড়ি ও লিখি (পড়ি ও লিখি প্রথম অংশ)।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- প্রশ্নবোধক বাক্যের উত্তর দিতে পারবে।

- অনুরোধজ্ঞাপক বাক্য শুনে সাড়া দিতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- প্রশ্নসূচক বাক্য প্রমিত বাংলায় লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠ দানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি) করাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে আজকের পাঠের বিষয়ের সাথে মিল রেখে নিচের পংশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

  – আমাদের আত্মীয়দের আমরা কী কী বলে ডাকি?
  – আমাদের বাড়িতে বন্ধুরা আসলে আমরা কী করি?
  – নতুন কারও সাথে দেখা হলে আমরা কী করি?

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, বলো তো নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হলে কেমন লাগে?
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, হ্যাঁ, আমাদের খুব ভালো লাগে। তোমরা যখন বড়ো হবে তখন অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হবে। তখন অনেকরকম কথাও বলবে। আজ আমরা চমৎকার একটি ছবি/ ভিডিয়ো দেখবো। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠ সংশ্লিষ্ট কিছু ছবি/ ভিডিয়ো দেখিয়ে তাদের ভাবতে বলবেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর নিচের পংশ্নগুলো করবেন।

  – ছবি/ ভিডিয়োতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
  – ছবিতে কে কী করছে?
  – তারা কী কথা বলছে?

- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো জেনে বলবেন, তোমরা কি এভাবে কথা বলতে চাও? আমরা আজ এই নিয়ে মজার মজার কথা পড়ব, গল্প করব। এরপর শিক্ষক বলবেন 'বাক্য পড়ি ও লিখি আজকের পাঠে আমরা এই বিষয়ে আরো ভালো করে জানতে পারব, বলেই পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখবেন।
- তারপর পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন। তারপর সংলাপ শোনাবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সাথে মিল রেখে একটি প্রশ্ন

করবেন -আমি কি আবার পড়তে পারি? তারপর আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে পড়া অনুসরণ করতে বলবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, 'মামা, আপনি কেমন আছেন?' এই বাক্যটি সংলাপের মতো করে বলবেন। প্রশ্নবোধক বিরাম চিহ্নের কার্ড দেখিয়ে এর নাম ও ব্যবহার বলবেন।
- এভাবে শিক্ষক প্রতিটি বাক্য বলবেন, তারপর শিক্ষার্থীদের জোড়ায় অনুশীলন করতে সহযোগিতা করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতো করে বাক্যগুলো বলবে। সুন্দর সংলাপের জন্য সকলকে বাহবা দিয়ে শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণ ও ফলাচিহ্নের শব্দ খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। তিনি বলবেন বন্ধু শব্দটিতে যুক্তব্যাঞ্জন ন্ধ

ন্ধ	ন	ধ

আমরা এভাবে আরও নতুন শব্দ বলতে পারি **বন্ধ, অন্ধ**।

- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় ধন্যবাদ শব্দে ন বর্ণের সাথে য ফলা রয়েছে। আমরা উচ্চারণের সময় এগুলো খেয়াল করে উচ্চারণ করব। আমরা কাউকে প্রশংসা করতে ধন্যবাদ বলি।
- ফলাযুক্ত শব্দ উচ্চারণের অনুশীলন করার পর নতুন শব্দ সত্য, নাট্য, বলতে য ফলা উচ্চারণ করব। এরপর পাঠের প্রতিটি বাক্য বাক্যকার্ডে দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে দিবেন। যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারন ভুলগুলো (উচ্চারণ গতি, স্পষ্টতা, স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি ইত্যাদি) শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে একজন আরেকজনকে বাক্যগুলো শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষক সকলকে কলম নিয়ে তৈরি হতে বলবেন। তারপর সুস্পষ্টভাবে বলবেন লিখি অংশে খালি জায়গায় দুটি বাক্য লিখ। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং সাথে সাথে নিজ নিজ বইয়ে লিখবে। এরপর নিজের লেখা বাক্য পড়ে শোনাবে। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জোড়ায় জোড়ায় অনুশীলন করতে বলবেন।

    – কাউকে প্রশংসা করতে আমরা কী বলি?
    – কোনো কিছু নেওয়ার জন্য আমরা কী বলি?

- এরপর শিক্ষক শ্রুতলিপি লেখার পরিবেশ তৈরি করবেন। তারপর তিনি বলবেন মামা, আপনি কেমন আছেন? শিক্ষার্থীরা শুনে শুনে লিখবে। এরপর জোড়ায় জোড়ায় বসে বাক্যটি মিলিয়ে নিবে।
- পÖত্যেক শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর বলছে কিনা ও লিখছে কিনা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। পÖয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন এবং উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়ে পরা শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মুল্যায়ন করবেন।

- শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা জানলাম কাউকে কীভাবে অনুরোধ করতে হয়, কীভাবে পÖশংসা করতে হয়। এখন থেকে আমরা এভাবে কথা বলার অনুশীলন করব।

পিরিয়ড - ৩৪

বিষয়বস্তু: বাক্য পড়ি ও লিখি (পড়ি ও লিখি দ্বিতীয় অংশ)।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- প্রশ্নবোধক বাক্যের উত্তর দিতে পারবে।
- অনুরোধজ্ঞাপক বাক্য শুনে সাড়া দিতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- প্রশ্নসূচক বাক্য প্রমিত বাংলায় লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠ দানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি) করাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে আজকের পাঠের বিষয়ের সাথে মিল রেখে নিচের পÖশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

    - কোনো সুন্দর পাখি দেখলে আমরা কী বলি?
    - তোমাদের মধ্যে কেউ সুন্দর ছবি আঁকলে সেই ছবি দেখে আমরা কী বলি?
    - সুন্দর হাতের লেখা দেখে আমরা কী মন্তব্য করি?

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, বলো তো ব্যথা পেলে আমরা কী বলি?
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, হ্যাঁ, একেকরকম অনুভূতি একেকভাবে পÖকাশ করি। এরকম কিছু কথার সাথে আমরা আজ পরিচিত হব। এখন আমরা চমৎকার একটি ছবি /ভিডিয়ো দেখব। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠ সংশ্লিষ্ট কিছু ছবি/ভিডিয়ো দেখিয়ে তাদের ভাবতে বলবেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর নিচের পÖশ্নগুলো করবেন।

    - ছবি/ ভিডিয়োতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
    - ছবি/ ভিডিয়োতে কে কী করছে?

- তারা কীভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে?
- তারা কীভাবে আনন্দ প্রকাশ করছে?

- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো জেনে বলবেন, তোমরা কি এভাবে কথা বলতে/ অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে চাও? আমরা আজ এই নিয়ে মজার মজার কথা পড়ব, গল্প করব।
- এরপর শিক্ষক বলবেন 'বাক্য পড়ি ও লিখি' আজকের পাঠের দ্বিতীয় অংশে আমরা এই বিষয়ে আরও ভালো করে জানতে পারব, বলেই পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখবেন।
- তারপর পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন।
- তারপর সংলাপ শোনাবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশ্যে আজকের পাঠের সাথে মিল রেখে একটি প্রশ্ন করবেন– আমার পড়া তোমাদের কেমন লেগেছে? তারপর আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে অনুসরণ করবে।
- কী সুন্দর সকাল! শিক্ষক এই বাক্যটি বিরামচিহ্ন বজায় রেখে বলবেন। বিরামচিহ্নের (!) কার্ড দেখিয়ে এর নাম ও ব্যবহার বলবেন। এভাবে শিক্ষক পÖতিটি বাক্য বলবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের জোড়ায় অনুশীলন করতে সহযোগিতা করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতো করে বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্যগুলো বলবে। সুন্দর সংলাপের জন্য সকলকে বাহবা দিবেন। এরপর পাঠের পÖতিটি বাক্য বাক্যকার্ডে দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে দিবেন। যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো (উচ্চারণ, গতি, স্পষ্টতা, স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি ইত্যাদি) শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে একজন আরেকজনকে বাক্যগুলো শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষক সকলকে কলম নিয়ে তৈরি হতে বলবেন। তারপর সুস্পষ্টভাবে বলবেন তিনি আজকের পাঠ থেকে **লিখি** অংশে খালি জায়গায় দুটি বাক্য লিখ। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং সাথে সাথে নিজ নিজ বইয়ে লিখবে। পÖয়োজনে শিক্ষক পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজের লেখা বাক্য পড়ে শোনাবে।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে নিচের পÖশ্নগুলোর উত্তর বলতে ও নিজেদের মত অভিনয় করে সংলাপ অনুশীলন করতে বলবেন।

  - কেউ ব্যথা পেলে তাকে কী বলতে হয়?
  - কারও পোশাক পরিষ্কার দেখালে তাকে কী বলতে হয়?
  - কারও কাছে কিছু জানতে কী করতে হয়?

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর বলছে কিনা, অভিনয়/ সংলাপে অংশ নিচ্ছে কিনা তা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন এবং উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।
- সমাপনী – আজ আমরা জানলাম কাউকে কীভাবে সান্ত্বনা দিতে হয়, কীভাবে প্রশংসা করতে হয়। এখন থেকে আমরা এভাবে কথা বলার অনুশীলন করব।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য নিচের পারদর্শিতার সূচকভিত্তিক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পরিমাপ করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০১.০১, ০১.০৩.০২.০১, ০১.০৩.০৮.০১, ০১.০৩.১৩.০৮, ০১.০৩.১৪.০১, ০১.০৩.১৮.০১, ও ০১.০৩.১৯.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ১০
আনন্দের দিন

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।

২.১ প্রমিত বাংলায় বলা প্রশ্ন, সাধারণ নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর ঘোষণা ও সংকেত শুনে বুঝতে পারা।

৩.১ ছবি/চিত্র বা ছক দেখে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার পাঠ শুনে তথ্য, বিষয়বস্তু বুঝতে পারা।

৫.১ বিভিন্ন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৫.২ যুক্তবর্ণ ও ফলা যোগে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।

১২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প বিরামচিহ্ন মেনে, প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

১৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।

১৪.১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে সাধারণ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, সংকেত, ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তির বিষয় ও কথোপকথন বুঝে প্রমিত বাংলায় লিখতে পারা।

১৬.১ পাঠের অন্তর্ভূক্ত, ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে বা না দেখে লিখতে পারা।

১৬.২ পাঠের অন্তর্ভূক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার মূলভাব এবং নিজ অভিজ্ঞতা/ মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ৭

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-৩৫	ঘন্টা বাজাতেই -------- কোথায় যেতে পারি।
পিরিয়ড-৩৬	তপু বলল, ---------- হাঁটতে পারিনা।
পিরিয়ড-৩৭	আপা বলার ------- নোটবুক নিয়ে এসো।
পিরিয়ড-৩৮	শনিবার সকালে ------ ধীরে নামতে বললেন।
পিরিয়ড-৩৯	আপা ঘুরে --------- বললেন, কেমন লাগল।
পিরিয়ড-৪০	সবাই একসাথে ------- খুব আনন্দে কাটল।
পিরিয়ড-৪১	পুনরালোচনা

পিরিয়ড - ৩৫

বিষয়বস্তু: ঘন্টা বাজাতেই --------- কোথায় যেতে পারি।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- হাতের স্পষ্ট লেখায় সম্বোধনসূচক শব্দ পড়ে যথাযথ সম্বোধন করতে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- রূপকথা, গল্প ও কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি, পাঠ্য বই, মাল্টিমিডিয়া ও শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: নীরব পঠন, দলে আলোচনা, প্রশ্ন উত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশলবিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ শিক্ষক প্রশ্ন করবেন–
    - লালবাগ কেল্লা কোথায় অবস্থিত?
    - লালবাগ কেল্লায় কী কী দেখা যায়?
    - পরিবিবির মাজার কোথায় অবস্থিত?
    - তোমরা কে কোথায় দর্শনীয় স্থান ভ্রমন করেছ? করে থাকলে নাম বলো।
- যা সকল শিক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে উত্তর দিতে বলতে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের ছবি বোর্ডে টানিয়ে বা মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলবেন এবং অন্য শিক্ষার্থীর সাথে ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে আলাপ করতে বলবেন।
- ছবি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন–
    - ছবিতে কী দেখা যায়?
    - ছবিতে কে কথা বলছে?
    - কী বিষয়ে নিয়ে কথা বলছে?
- যে সকল শিক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।

- শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে শিরোনামটি বোর্ডে লিখে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের পাঠের শিরোনামটি খাতায় তুলে নিতে বলবেন। গল্পের মূলবিষয় আকর্ষণীয় ভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন যাতে শিক্ষার্থীরা গল্প পড়তে আগ্রহ বোধ করে।
- শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের বের করতে বলবেন। শিক্ষক আজকের পাঠের অংশটুকু পড়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শোনতে বলবেন। অতঃপর শিক্ষক পড়বে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়বে এভাবে নির্দেশনা দিবেন।। এভাবে শিক্ষক পাঠটুকু ধীরে ধীরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে সমস্বরে পড়বেন। শিশুরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ (ঘণ্টা, আনন্দের, ক্লাসে, স্কুল) বোর্ডে লিখে অর্থ বলে বাক্যে শব্দের প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিবেন।
- পাঠের যুক্তবর্ণ (ঘণ্টা, আনন্দের, ক্লাসে, স্কুল) ভেঙে বোর্ডে লিখে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন। যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন করে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের অংশটুকু নীরবে পড়তে বলবেন। কোনো শব্দ পড়তে অসুবিধা হলে পাশে বসা তার সহপাঠীর সহায়তা নিতে বলবেন বা শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পড়া শেষ হলে কয়েকজনকে সামনে এনে বিরামচিহ্ন অনুসরণ পড়তে বলবেন। অন্য সকল শিশুদের মনোযোগ দিয়ে পড়া ধরে শুনতে বলবেন কোথায় কোনো ভুল হলে অন্যদের সহায়তা করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত শব্দ দিয়ে নিচের নমুনা অনুসরণ করে প্রতিটি শব্দ দিয়ে দুটি বাক্য লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে পড়ে শোনাতে বলবেন।

প্রদত্ত শব্দ	নতুন বাক্য লিখি
ঘণ্টা	১. ঘণ্টার পর ক্লাস ছুটি হবে। ২. ঘণ্টা বাজিয়ে দাও।
ক্লাসে	১. ২.
আনন্দ	১. ২.
স্কুল	১. ২.

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের শব্দগুলো বলবেন। শিক্ষার্থীদের শুনে যুক্তবর্ণের শব্দ চিহ্নিত করতে বলবেল। অতঃপর শব্দগুলো শিক্ষার্থীদের সামনে প্রদর্শন কবেন। শিক্ষার্থীদের শুদ্ধভাবে পড়তে বলবেন।

সন্ধ্যা, আঁধার, খেঁকশেয়াল, যুক্ত, কেল্লা, মেজাজ, শিক্ষার্থী, আমার, সারাদিন, আঙুর, ক্ষুধা, বাড়ছে, ধীরে, আনন্দ, ঘুরতে, আম্মা

- শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রথম অনুচ্ছেদ বই দেখে লিখতে দিবেন। লেখা শেষ হলে খাতা দেখে মূল্যায়ন করবেন।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ৩৬

বিষয়বস্তু: তপু বলল, ---------- হাঁটতে পারি না।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- হাতের স্পষ্ট লেখায় সম্বোধনসূচক শব্দ পড়ে যথাযথ সম্বোধন করতে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- রূপকথা, গল্প ও কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যবই, ছক, শ্রেণি কক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: জোড়ায় পঠন, দলে আলোচনা, প্রশ্ন উত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পূর্বের পাঠের বিষয়বস্তু কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন–

  – আনন্দের খবর কে দিয়েছে?
  – স্কুল থেকে কোথায় যাবার সিদ্ধান্ত হয়েছিল?
  – ক্লাসের সবাই কী করেছিল?
  – আগের পাঠের দুটি যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ বলো।

- যে সকল শিক্ষার্থীরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের

মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।

- শিক্ষক আজকের পাঠের অংশটুকু শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন। শিক্ষার্থীদের বই খুলে পড়া ধরতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠের অংশটুকু পড়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়তে বলবেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করাবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন শিক্ষার্থীরা ঠিকভাবে শব্দ ধরতে পারছে কিনা। না পারলে ঠিকভাবে ধরিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে সমস্বরে পড়বেন। শিশুরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ কেল্লা বোর্ডে লিখে যুক্তবর্ণ ভেঙে অর্থ ও প্রয়োগ ব্যাখ্য করে দিবেন এবং তা শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- শিক্ষক জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সহায়তা করবে।
- শিক্ষার্থীর পড়া শেষ হলে কয়েকজনকে সামনে এনে বিরামচিহ্ন অনুসরণ করে পড়তে বলবেন। সকল শিশুদের মনোযোগ দিয়ে পড়া ধরে শুনতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের ছকে প্রদত্ত নমুনা অনুসরণ করে যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ লিখতে দিবেন এবং শব্দগুলো পড়ে শোনাতে বলবেন।

প্রদত্ত শব্দ ও যুক্তবর্ণ	যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ
কেল্লা-ল্ল	পাল্লা, বল্লম, আল্লাহ, গোল্লাছুট, কাঁচাগোল্লা
স্কুল-স্ক	
উজ্জ্বল-জ্জ্ব	
আনন্দ-ন্দ	

- শিক্ষক বোর্ডে নিচের ছকটি দেখাবেন এবং ছকে উল্লেখিত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে বলবেন। লেখা শেষে মূল্যায়ন করবেন।

দাঁড়ি	১ ২
কমা	১ ২
প্রশ্নবোধক	১ ২
বিস্ময়সূচক	১ ২

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠের অংশ থেকে প্রশ্ন করে তার উত্তর লিখেতে দিবেন এবং ঠিক উত্তর বলে দিয়ে যার যার খাতা তাকে মূল্যায়ন করতে দিবেন।
- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ৩৭

বিষয়বস্তু: আপা বলার ------- নোটবুক নিয়ে এসো।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- হাতের স্পষ্ট লেখায় সম্বোধনসূচক শব্দ পড়ে যথাযথ সম্বোধন করতে পারবে।
- যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ ভেঙে লিখতে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- রূপকথা, গল্প ও কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যবই, মাল্টিমিডিয়া ও শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: জোড়ায় পঠন, দলে আলোচনা, প্রশ্ন উত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পূর্বের পাঠের বিষয়বস্তু কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন–
  - কোথায় কোথায় যাওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল?
  - লালবাগ কেল্লায় যাওয়ার কথা কে বলছিল?
  - কোন দিন যাওয়ার জন্য ঠিক করা হয়েছিল?
  - আগের পাঠের দুটি যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ লিখ।
- যে সকল শিক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠের অংশটুকু বের করতে বলবেন। শিক্ষক বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর ও পাঠের অংশ বলে দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠের অংশটুকু পড়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়তে বলবেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করাবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন শিক্ষার্থীরা ঠিকভাবে শব্দ ধরতে পারছে কিনা। না পারলে ঠিকভাবে ধরিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে সমস্বরে পড়বেন। শিশুরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ যেমন- **স্কুল** বোর্ডে লিখে যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে অর্থ ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করে দিবেন এবং তা শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন।

- শিক্ষক জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে।
- শিক্ষার্থীর পড়া শেষ হলে কয়েকজনকে সামনে এনে পড়তে বলবেন। অন্য সকল শিশুদের মনোযোগ দিয়ে পড়া ধরে শুনতে বলবেন কোথায় কোনো ভুল হলে অন্যদের সহায়তা করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের অনুচ্ছেদ থেকে যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণযোগে গঠিত শব্দ শনাক্ত করে পড়তে বলবেন।

এক রাজপুত্র। নাম ডালিমকুমার। তার ছিল পঙ্খিরাজ ঘোড়া। ঘোড়ায় চড়ে সে দেশ-বিদেশ ঘোরে। একবার ঘুরতে ঘুরতে চলে এল অচিনপুরে। ক্লান্ত রাজপুত্র গাছের শ্যামল ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ল। ওই গাছে থাকে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি তারা কথা বলছিল।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উল্লেখিত যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখতে বলবেন। যেমন-সস্তা, গঙ্গা, পঙ্খিরাজ, ক্লাস। অতঃপর শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ লিখতে দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি নির্দশনামূলক বাক্য বলবেন এবং তা অনুসরণ করতে বলবেন। যেমন- বই,খাতা গুছিয়ে নাও। আগামীকাল সকলে দুটি বাক্য লিখে আনবে। যেখানে যুক্তবর্ণ থাকবে।
- শিক্ষক পাঠের অনুচ্ছেদটি ধীরে ধীরে বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা শুনে তাদের খাতায় লিখবে। খাতা দেখে মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ৩৮

বিষয়বস্তু: শনিবার সকালে ------ ধীরে নামতে বললেন।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- অনুরোধজ্ঞাপক বাক্য শুনে সাড়া দিতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- হাতের স্পষ্ট লেখায় সম্বোধনসূচক শব্দ পড়ে যথাযথ সম্বোধন করতে পারবে।
- যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ ভেঙে লিখতে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- রূপকথা, গল্প ও কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যবই, মাল্টিমিডিয়া ও শ্রেণি কক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: জোড়ায় পঠন, দলে আলোচনা, প্রশ্ন উত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে কোনো একটি গান/ছড়া/কবিতা পরিবেশন করাতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা পূর্বের পাঠের বিষয়বস্তু কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নের প্রশ্ন করবেন।

  – কে মিলিকে সাহায্য করার কথা বলেছিল?
  – কী কী জিনিসপত্র সঙ্গে আনার জন্য বলা হয়েছিল?
  – দায়িত্ব ভাগ কে করেছিল?
  – গল্পের যে পর্যন্ত অলোচনা হয়েছে সেটুকু নিজের মত করে বল।

- যে সকল শিক্ষার্থীরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যবই বের করতে বলবেন এবং আজকের পাঠের অংশটুকু শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন। শিক্ষার্থীদের শিশুরা বের করতে না পারলে শিক্ষক সহায়তা করে দেখিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠের অংশটুকু পড়ে শোনাব এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়তে বলবেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করাবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন শিক্ষার্থীরা ঠিকভাবে শব্দ ধরতে পারছে কিনা। না পারলে ঠিকভাবে ধরিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে পাঠের অংশটুকু পড়বেন। শিক্ষার্থীরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়া গঠন করে পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীর পড়া শেষ হলে কয়েকজনকে সামনে এনে পড়তে বলবেন। অন্য সকল শিশুদের মনোযোগ দিয়ে পড়া ধরে শুনতে বলবেন কোথায় কোনো ভুল হলে অন্যদের সহায়তা করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা প্রদান করবেন।
- শিক্ষক কতগুলো **অনুরোধজ্ঞাপক** বাক্য বলবেন। যেমন- আমাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করো। দয়া করে কলমটা দিবে। অনুরোধজ্ঞাপক বাক্য শুনে শিক্ষার্থীরা যাতে সাড়া দেয় সেরূপ ব্যবস্থা করবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে নিচের ছকটি দিয়ে ছকে উল্লেখিত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে বলবেন। লেখ শেষে মূল্যায়ন করবেন।

দাঁড়ি (।)	১ ২
কমা (,)	১ ২

প্রশ্নবোধক (?)	১ ২
বিস্ময়সূচক (!)	১ ২

- শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের এ প্রশ্নের উত্তর তাদের খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষে উত্তর মূল্যায়ন করবেন।

  – লালবাগ কেল্লা কোথায়?
  – কে ঠিক মতো হাঁটতে পারে না?
  – কেন লালবাগ কেল্লায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল?

- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়া ও লেখার ক্ষেত্র) করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ৩৯

বিষয়বস্তু: আপা ঘুরে --------- বললেন, কেমন লাগল।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বিজ্ঞপ্তির বিষয় বুঝে বলতে পারবে।
- আদেশ নির্দেশমূলক বাক্য প্রমিত বাংলায় লিখতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- হাতের স্পষ্ট লেখায় সম্বোধনসূচক শব্দ পড়ে যথাযথ সম্বোধন করতে পারবে।
- যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ ভেঙে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, পাঠ্যবই, মাল্টিমিডিয়া ও শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: জোড়ায় পঠন, দলে আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের লালবাগ কেল্লার ছবি দেখতে দিয়ে দলে আলোচনা করে ছবির বিষয় শিক্ষার্থীদের বলতে দিবেন এবং লালবাগ কেল্লা সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। যেমন–

- এটি কীসের ছবি?
- কেল্লার সামনে ফুলের বাগানের সাইন বোর্ডে কী লেখা আছে?
- কেল্লার মধ্যে কী কী আছে?

- শিক্ষক আজকের পাঠের অংশ শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে আজকের পাঠের অংশটুকু শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের যুক্তবর্ণ খুঁজে বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলা যুক্তবর্ণগুলো বোর্ডে লিখবেন এবং শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলার অনুশীলন করাবেন। শিক্ষার্থীদের সহায়তায় যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে পারগ শিক্ষার্থীদের দ্বারা পড়া অনুশীলন করাবেন। পড়া অনুশীলনের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিরামচিহ্ন মেনে বিভিন্ন ধরনের বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। দলের সকল শিক্ষার্থীকে পড়া অনুশীলনে অংশগ্রহণ করতে নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের **আদেশ ও নির্দেশমূলক** বাক্য লিখতে দিবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। যেমন-

আমাকে একটু হাঁটতে সাহায্য করো। সবাই তৈরি হয়ে নাও। ফুল ছেঁড়া নিষেধ। গরীব লোকদের সাহায্য করবে।

- পাঠের যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন শব্দ গঠন করতে দিবেন। প্রথমে শিক্ষক প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিবেন।

গম্বুজ	ম্ব	ম+ব	লম্বা, চুম্বক,অম্বর
মুদ্রা			
ক্লাস			
দায়িত্ব			

- শিক্ষক বোর্ডে কয়েকটি প্রশ্ন লিখবেন এবং নির্দেশনা প্রদান করবেন আজকের পাঠ পড়ে প্রশ্নের উত্তর খুজে উত্তর বলতে বা লিখতে দিবেন।

  - লালবাগ কেল্লায় কী কী আছে?
  - কেল্লা দেখার পর সবার কেমন লেগেছিল?
  - লালবাগ কেল্লা সম্পর্কে দুটি বাক্য বলো?

- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ৪০

বিষয়বস্তু: সবাই একসাথে ------- খুব আনন্দে কাটল।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- নির্দেশমূলক শব্দ এবং বাক্য শুনে অনুসরণ করতে পারবে।
- উপদেশমূলক বাক্য শুনে অনুসরণ করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- রূপকথা, গল্প ও কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যবই, মাল্টিমিডিয়া ও শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: জোড়ায় পঠন, দলে আলোচনা, প্রশ্ন উত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পূর্ব পাঠ কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠের যে কোনো অংশ থেকে পড়তে দিবেন এবং ভ্রমনের কাহিনী বলতে বলবেন। পাঠ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন-
    - আপা কী কী জিনিস সাথে নিতে বলেছিলেন?
    - লালবাগ কেল্লায় কী কী দেখতে পেয়েছিল?
    - কে মিলিকে সাহায্য করতে চেয়েছিল?
- শিক্ষক আজকের পাঠের অংশটুকু শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে ïb‡Z বলবেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের যুক্তবর্ণ খুঁজে বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলা যুক্তবর্ণগুলো বোর্ডে লিখবেন এবং শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলার অনুশীলন করাবেন। শিক্ষার্থীদের সহায়তা যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে দেখবেন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে পারগ শিক্ষার্থীদের Øviv cov Abykxjb Kiv‡eb। cieZ©x‡Z `‡ji mKj শিক্ষার্থীকে পড়া অনুশীলন করতে নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বিভিন্ন ধরনের বাংলা শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলার অনুশীলন করিয়ে শিক্ষার্থীদের বলতে দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের **অনুরোধজ্ঞাপক** বাক্য শুনিয়ে অনুশীলন করিয়ে অনুসরণ করতে দিবেন।

আমাকে একটু পানি দাও। দরজাটা একটু বন্ধ করে দিবে। অনুগ্রহ করে আমাকে বসতে দিবে। তোমার কলমটি আমাকে অল্প সময়ের জন্য দাও।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গল্পটি পড়তে দিবেন এবং গল্প পড়ে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের মতো করে গল্পটি বলবে। এভাবে নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গল্প বলতে দিবেন। এক্ষেত্র শিক্ষক নিজে গল্প শুরু করে যে কোনো শিক্ষার্থীকে (শিক্ষক যে পর্যন্ত বলবেন) এর পর থেকে বলতে বলবেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে গল্পটি ধারাবাহিকভাবে শেষ করতে বলবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে **সম্বোধনসহ অনুরোধমূলক ও সৌজন্যমূলক** বাক্য লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের তা বুঝিয়ে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের **সম্বোধনসহ অনুরোধমূলক** ও **সৌজন্যমূলক** বাক্য লিখতে দিবেন।
- শিক্ষক গল্প থেকে শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন।
- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ৪১

বিষয়বস্তু: পুনরালোচনা

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- নির্দেশমূলক শব্দ এবং বাক্য শুনে অনুসরণ করতে পারবে।
- উপদেশমূলক বাক্য শুনে অনুসরণ করতে পারবে।
- চিত্র, ছবি বা ছক সম্বলিত বর্ণনা এবং সাধারণ বর্ণনা শুনে বিষয়বস্তু বলতে ও লিখতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- রূপকথা, গল্প ও কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি/ভিডিয়ো, মূল্যায়ন টুলস, পাঠ্যবই, মাল্টিমিডিয়া।

পদ্ধতি/ কৌশল: নীরব পঠন, দলে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, মিলকরণ, শূন্যস্থান পূরণ

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।

- শিক্ষক লালবাগ কেল্লার ছবি (পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ছবি ব্যতীত)/ ভিডিয়ো শিক্ষার্থীদের দেখতে দিবেন এবং দলে আলোচনা করে তারা যা দেখতে পেয়েছে তা নিজেদের মতো করে লিখতে দিবেন। লেখা শেষ হলে পরস্পরের মধ্যে খাতা বদল করে একজনের খাতা অন্যজনকে দেখতে দিবেন।
- শিক্ষক শ্রেণি উপযোগী এ গল্পের অনুরূপ একটি বা দুইটি অনুচ্ছেদ তৈরি করে (যেখানে যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ থাকবে) শিক্ষার্থীদের পড়তে দিবেন। শিক্ষক এ অনুচ্ছেদ থেকে কোনো নির্দিষ্ট শব্দ বা বাক্য বলবেন যা শিক্ষার্থীরা শুনে শনাক্ত করবে। অতঃপর যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ শিক্ষার্থীদের ভেঙে লিখতে বলবেন। শিক্ষক বোর্ডে যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখে দিবেন যা দেখে শিক্ষার্থীদের তাদের খাতা মিলিয়ে নিবে।
- শিক্ষক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বোর্ডে (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক) বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবেন। অতঃপর বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে বলবেন। লেখা শেষে মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষক পাঠ্য বইয়ের যে কোনো অনুচ্ছেদ ধীরে ধীরে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের তা শুনে তাদের খাতায় লিখতে বলবেন। লেখা শেষে শিক্ষার্থীদের তাদের পাঠ্যবই খুলে মিলিয়ে নিয়ে মূল্যায়ন করতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে দিবেন এবং এ প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলবেন। লেখা শেষে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিবেন।

  – আনন্দের দিন গল্পে কার কার কার নাম উল্লেখ আছে?
  – এ গল্পে শিক্ষার নাম কী?

– মিলিকে কে সাহায্যের কথা বলেছিল?
– লালবাগ কেল্লা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখ।

- শিক্ষক নিম্নের মিলকরণের নমুনাটি বোর্ডে তুলে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলবেন তারা যেন এটি খাতায় তুলে বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিল করে লিখ।

বাম	ডান
ঠিক হলো পরের	আসতে হবে।
গাড়িতে সবাই অনেক	মলিকে নিয়ে।
স্কুলের পোশাক পরে	শনিবার যাওয়া হবে।
তুলি গাড়িতে উঠল	আনন্দ করল।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রদত্ত ছক থেকে খালি জায়গায় শব্দ বসিয়ে বাক্য লিখতে দিবেন। মৌখিক বা লিখিতভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।
- ডান পাশ থেকে শব্দ নিয়ে খালি জায়গায় বসাও

বাম	ডান

রওনা	লালবাগ কেল্লা ----- শেষ হলো।
গাড়িতে	গাড়ি আবার ------ হলো।
দেখা	সবাই সারি বেঁধে ------ উঠল।
হাঁটতে	আমি ঠিকমতো ------ পারি না।

- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ শেষ করবেন।

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০১.০১, ০১.০৩.০২.০১, ০১.০৩.০৪.০১, ০১.০৩.০৬.০১, ০১.০৩.০৭.০১, ০১.০৩.১২.০১, ০১.০৩.১৭.০১, ০১.০৩.১৮.০১, ০১.০৩.১৯.০১, ০১.০২.২৩.০১, ও ০১.০৩.২৪.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ১১
বালুচরে একদিন

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।

৫.১ বিভিন্ন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।

১৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।

১৬.১ পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে বা না দেখে লিখতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ৭

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড - ৪২	ঢাকা থেকে অনেক .... তোমাকে নিয়ে যাব।
পিরিয়ড - ৪৩	এক সকালে গণেশ .... তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।
পিরিয়ড - ৪৪	ঢাকা থেকে অনেক .... তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।
পিরিয়ড - ৪৫	নৌকা আবার চলতে .... খাওয়ার দাওয়াত দিলেন।
পিরিয়ড - ৪৬	গণেশ কাকা বললেন.................. এখন কী করছে।
পিরিয়ড - ৪৭	নৌকা আবার চলতে .... এখন কী করছে।
পিরিয়ড - ৪৮	পুনরালোচনা।

পিরিয়ড - ৪২

বিষয়বস্তু: ঢাকা থেকে অনেক .... তোমাকে নিয়ে যাব।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ ভেঙে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপাদান।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বধারণা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন-
    - স্কুল ছুটি হলে আমরা কেমন করে সময় কাটাই?
    - ছুটিতে কেউ কি বেড়াতে যাও?
    - ছুটিতে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা কেমন?
- যে সকল শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারবে তাদের হাত তুলতে বলবেন এবং তাদের মধ্য থেকে দুই এক জনকে উত্তর বলতে বলবেন। যারা উত্তর দিবে শিক্ষক তাদের উৎসাহিত করবেন। তারপর শিক্ষক পাঠ শিরোনাম ঘোষণা করে বলবেন আজ আমরা "বালুচরে একদিন" পাঠটি পড়ব। শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।
- তারপর শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে আজকের পাঠ বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা বের করতে না পারলে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন আমি তোমাদের আজকের পাঠের অংশটুকু পড়ে শোনাবো তোমরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে। অতঃপর আমার সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়বে। শিক্ষক পাঠটুকু ধীরে ধীরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে সমস্বরে পড়বেন। শিশুরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ (ছোট্ট, গ্রাম, গ্রীষ্ম, প্রকৃতি, সূর্য, মেলা) বোর্ডে লিখে অর্থ বলে বাক্যে শব্দের প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিবেন।
- পাঠের যুক্তবর্ণ (ছোট্ট, গ্রাম, গ্রীষ্ম, প্রকৃতি, সূর্য) ভেঙে বোর্ডে লিখে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন। যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন করে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ লিখতে দিবেন এবং পড়ে শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত শব্দ দিয়ে নিচের নমুনা অনুসরণ করে প্রতিটি শব্দ দিয়ে দুটি বাক্য লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদেও লেখা শেষ হলে পড়ে শোনাতে বলবেন।

প্রদত্ত শব্দ	নতুন বাক্য লিখি
গ্রাম	১.অচিনপুর ছোট্ট এক গ্রাম। ২. গ্রাম খুব সুন্দর।
প্রকৃতি	১. ২.
সূর্য	১. ২.
গল্প	১. ২.

- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়া ও লেখার ক্ষেত্র) করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য নিচের পারদর্শিতার সূচকভিত্তিক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পরিমাপ করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পিরিয়ড - ৪৩

বিষয়বস্তু: এক সকালে গণেশ .... তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ ভেঙে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপাদান।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।

- পূর্বের পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

  – তিথি কোথায় থাকে?
  – তিথিদের গ্রামের নাম কী?
  – কোথায় দেখা যায় শত শত পাখি?

- যে সকল শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারবে তাদের হাত তুলতে বলবেন এবং তাদের মধ্য থেকে দুই একজনকে উত্তর বলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে/উত্তর দিবে শিক্ষক তাদের উৎসাহিত করবেন।
- তারপর শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে আজকের পাঠ বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা বের করতে না পারলে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন আমি তোমাদের আজকের পাঠের অংশটুকু পড়ে শোনাব। তোমরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে। অতঃপর আমার সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়বে। শিক্ষক পাঠটুকু ধীরে ধীরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে সমস্বরে পড়বেন। শিশুরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ (গল্প, মিনার, মন্দির, বন্ধু, স্কুল, শিক্ষক) বোর্ডে লিখে অর্থ বলে বাক্যে শব্দের প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিবেন।
- পাঠের যুক্তবর্ণ (গল্প, মন্দির, বন্ধু, স্কুল, শিক্ষক) ভেঙে বোর্ডে লিখে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন। যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন করে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ লিখতে দিবেন এবং পড়ে শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ডান কলামে প্রদত্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করে বাম কলামের বাক্য সম্পূর্ণ করে লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে পড়ে শোনাতে বলবেন।

বাম	ডান
সুপারি গাছের সারি দিয়ে উঁকি দেয় ....।	বন্ধু
দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ....।	মেলা
মধু পাল বাবার ....।	মন্দির
নদীর চরে পাখিদের .... বসে।	সকালের সূর্য

- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়া ও লেখার ক্ষেত্র) করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ৪৪

বিষয়বস্তু: ঢাকা থেকে অনেক .... তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপাদান।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- পূর্বের পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন/অনুরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।
    - গণেশ কাকা তিথিকে কোথায় নিয়ে যাবেন?
    - মধু পাল কী করেন?
    - হামিদ চাচা কেন বললেন তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে?
- যে সকল শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারবে তাদের হাত তুলতে বলবেন এবং তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে উত্তর বলতে বলবেন।
- তারপর শিক্ষক বলবেন, আমরা গত দুই দিনের পড়া অংশটুকু আবার পড়ব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন আমি তোমাদের আজকের পাঠের অংশটুকু পড়ে শোনাব। তোমরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে। অতঃপর আমার সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়বে। শিক্ষক পাঠটুকু ধীরে ধীরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে সমস্বরে পড়বেন। শিশুদের বই দেখে শব্দ ধরে সমস্বরে পড়তে বলবেন। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ (উঁকি দেওয়া, মিনার, বাদল, চর, নলখাগড়া) বোর্ডে লিখে অর্থ বলে বাক্যে শব্দের প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক পাঠের যুক্তবর্ণগুলো ব্যবহার করে নিম্নোক্ত বাক্যটি বোর্ডে লিখে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে যুক্তবর্ণগুলো শনাক্ত করে ভেঙে লিখে পড়ে শোনাতে বলবেন। কোনো ভুল হলে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

বন্ধুরা মিলে চট্টগ্রামের অল্প দূরে সুন্দর এক দ্বীপে বেড়াতে যাচ্ছি, সাথে আমাদের স্কুলের একজন শিক্ষক।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত শব্দ দিয়ে নিচের নমুনা অনুসরণ করে প্রতিটি শব্দ দিয়ে দুটি বাক্য লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে পড়ে শোনাতে বলবেন।

প্রদত্ত শব্দ	নতুন বাক্য লিখি
মন্দির	১. দূর থেকে মন্দির দেখা যায়। ২. মন্দিরটি অনেক সুন্দর।
সিন্ধু	১. ২.
দ্বীপ	১. ২.
কক্ষ	১. ২.
ইচ্ছে	১. ২.

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়া ও লেখার ক্ষেত্র) করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে। তা পরিমাপের জন্য নিচের পারদর্শিতার সূচকভিত্তিক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পরিমাপ করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পিরিয়ড - ৪৫

বিষয়বস্তু: নৌকা আবার চলতে .... খাওয়ার দাওয়াত দিলেন।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ লিখতে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপাদান।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ ˆতরি করবেন।
- পূর্বের পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন/অনুরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

  – নদীর পানি কেমন ছিল?
  – নদীর বালুচরে দেখা কয়েকটি পাখির নাম বল।

- যে সকল শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারবে তাদের হাত তুলতে বলবেন এবং তাদের মধ্য থেকে দুই একজনকে উত্তর বলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে/উত্তর দিবে শিক্ষক তাদের উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে আজকের পাঠ বের করতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আমি তোমাদের আজকের পাঠের অংশটুকু পড়ে শোনাব। তোমরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে অতঃপর আমার সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়বে। শিক্ষক পাঠটুকু ধীরে ধীরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে সমস্বরে পড়বেন। শিশুরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিনবার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ (মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, ঘাঁটি, পাকবাহিনী, লঞ্চ, পশ্চিম) বোর্ডে লিখে অর্থ বলে বাক্যে শব্দের প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিবেন।
- পাঠের যুক্তবর্ণ (মুক্তিযুদ্ধ, লঞ্চ, পশ্চিম) ভেঙে বোর্ডে লিখে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন। যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন করে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ লিখতে দিবেন এবং পড়ে শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে

অন্যজন শুনবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

- শিক্ষক কিছু শব্দ বোর্ডে একটি ছকে লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিপরীত শব্দ লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে পড়ে শোনাতে বলবেন।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
সাদা	কালো
শীতল	
অল্প	
বাঁকা	
তাজা	
পশ্চিম	

- এরপর শিক্ষক 'গ্রামের প্রকৃতি' ও 'শখের হাঁড়ি' সম্পর্কে তিনটি করে বাক্য বলবেন। শিক্ষার্থীদের শুনে শুনে তা খাতায় লিখতে বলবেন। লেখা শেষে পরস্পর খাতা পরিবর্তন করে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়া ও লেখার ক্ষেত্র) করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য নিচের পারদর্শিতার সূচকভিত্তিক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পরিমাপ করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পিরিয়ড - ৪৬

বিষয়বস্তু: গণেশ কাকা বললেন .... এখন কী করছে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বিভিন্ন ধরনের বাংলা শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণযোগে গঠিত শব্দ শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ ব্যবহৃত বাক্য পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপাদান।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- পূর্বের পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে। তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন/অনুরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

  – 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দে কয়টি যুক্তবর্ণ আছে? ভেঙে দেখাও।
  – 'লঞ্চ' শব্দের 'ঞ্চ' যুক্তবর্ণে কী কী বর্ণ যুক্ত হয়েছে?
  – নাদের চাচা কী কী মাছ ধরেছিলেন?

- যে সকল শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারবে তাদের হাত তুলতে বলবেন এবং তাদের মধ্য থেকে দুই একজনকে উত্তর বলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে/উত্তর দিবে শিক্ষক তাদের উৎসাহিত করবেন।
- তারপর শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে আজকের পাঠ বের করতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আমি তোমাদের আজকের পাঠের অংশটুকু পড়ে শোনাব তোমরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে অতঃপর আমার সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়বে। শিক্ষক পাঠটুকু ধীরে ধীরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে সমস্বরে পড়বেন। শিশুরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিনবার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ (উত্তর-পূর্ব, ঠাণ্ডা, দ্রুত, বৈঠা) বোর্ডে লিখে অর্থ বলে বাক্যে শব্দের প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিবেন।
- পাঠের যুক্তবর্ণ (উত্তর-পূর্ব, ঠাণ্ডা, দ্রুত) ভেঙে বোর্ডে লিখে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন। যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন করে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ লিখতে দিবেন এবং পড়ে শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীর জোড়ায় পড়া শেষ হলে কয়েকজনকে সামনে এনে বিরামচিহ্ন অনুসরণ পড়তে বলবেন। অন্য সকল শিশুদের মনোযোগ দিয়ে পড়া ধরে শুনতে বলবেন। কোনো ভুল হলে অন্যদের সহায়তা করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়া ও লেখার ক্ষেত্র) করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ৪৭

বিষয়বস্তু: নৌকা আবার চলতে .... এখন কী করছে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।

- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণযোগে গঠিত শব্দ শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ ব্যবহৃত বাক্য পড়তে পারবে।
- পাঠের অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত গল্পের অনুচ্ছেদ দেখে দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণঃ পাঠের ছবি, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপাদান।

পদ্ধতি/কৌশলঃ প্রশ্নোত্তর, আলোচনা একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- পূর্বের পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন/অনুরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

  - কারা পাকবাহিনীর লঞ্চ ডুবিয়ে দিয়েছিল?
  - আকাশের কোন কোণে মেঘ জমেছিল?
  - তীরে পৌঁছে তিথি কী ভাবতে লাগল?

- যে সকল শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারবে তাদের হাত তুলতে বলবেন এবং তাদের মধ্য থেকে দুই এক জনকে উত্তর বলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে/উত্তর দিবে শিক্ষক তাদের উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন আমি তোমাদের আজকের পাঠের অংশটুকু পড়ে শোনাব। তোমরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে। অতঃপর আমার সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়বে। শিক্ষক পাঠটুকু ধীরে ধীরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে সমস্বরে পড়বেন। শিশুরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ (দ্বীপ, কাঁটাঝোপ, খাচ্ছে, দাওয়াত) বোর্ডে লিখে অর্থ বলে বাক্যে শব্দের প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) পাঠের অংশটুকু পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠের বিরামচিহ্নসমূহ দেখতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে 'বালুচরে একদিন' পাঠটিতে কত রকমের বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে তা নিচের ছকে তুলে তার নাম লিখতে এবং বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে দুটি করে বাক্য রচনা করতে বলবেন। প্রত্যেক দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

চিহ্ন	নাম	বাক্য

।	দাঁড়ি	১. পাখিরা মাছ ধরে। ২.
?		১. ২.
,		১. ২.
!		১. ২.

- অন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন কোথাও কোনো ভুল হলে অন্যদের সহায়তা করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়া ও লেখার ক্ষেত্র) করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য নিচের পারদর্শিতার সূচকভিত্তিক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পরিমাপ করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পিরিয়ড - ৪৮

বিষয়বস্তু: পুনরালোচনা।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণযোগে গঠিত শব্দ শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ ব্যবহৃত বাক্য পড়তে পারবে।
- পাঠের অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত গল্পের অনুচ্ছেদ দেখে দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপাদান।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- পূর্বপাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে। তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন/অনুরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

    - তিথির মন ভরে যায় কী দেখে?
    - নৌকায় করে তিথিরা কোথায় গিয়েছিল?
    - তীরে পৌঁছে তিথি কী ভাবতে লাগল?

- যে সকল শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারবে তাদের হাত তুলতে বলবেন এবং তাদের মধ্য থেকে দুই এক জনকে উত্তর বলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে/উত্তর দিবে শিক্ষক তাদের উৎসাহিত করবেন।
- তারপর শিক্ষক বলবেন আজ আমরা 'বালুচরে একদিন' সম্পূর্ণ পাঠটির পুনরালোচনা করব। শিক্ষক 'বালুচরে একদিন' পাঠটির সামগ্রিক বিষয়বস্তু আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। শিক্ষক প্রসঙ্গক্রমে 'গ্রামের প্রকৃতি', 'নদীর চর', 'শখের হাঁড়ি', 'মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিবেন।
- শিক্ষক এরপর শিক্ষার্থীদের নিজেদের ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া জায়গার বর্ণনা দিয়ে পাঁচটি বাক্য লিখতে বলবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পরস্পর খাতা পরিবর্তন করে পড়তে বলবেন। বাক্যগঠনে কোনো ভুল হলে শিক্ষক সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের বিরামচিহ্নসমূহ প্রয়োগ দেখতে বলবেন। নিম্নে প্রদত্ত বাক্যগুলো শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে নিম্নে প্রদত্ত বাক্যগুলোতে যথাযথ বিরামচিহ্ন বসাতে বলবেন।

    - তিথি চিৎকার করে উঠল বাবা কী সুন্দর
    - আহা আমি যদি পাখি হতে পারতাম
    - বাবা বললেন এদিকে এসো
    - কী মজা ছুটিতে কক্সবাজার যাবো

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকজনের খাতা দেখবেন এবং বোর্ডে শুদ্ধ প্রয়োগ লিখে দেখাবেন।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়া ও লেখার ক্ষেত্র) করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০১.০১, ০১.০৩.০৬.০১, ০১.০৩.১২.০১, ০১.০৩.১৮.০১ ও ০১.০৩.২৩.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ – ১২
আমদের গ্রাম

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে বলা ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

৮.১ চিত্র ও ছবি সম্বলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প সাবলীলভাবে বলতে পারা এবং বিষয়বস্তু বলতে পারা।

১২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প বিরামচিহ্ন মেনে, প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

১৬.১ পাঠের অন্তর্ভুক্ত, ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে বা না দেখে লিখতে পারা।

১৬.২ পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার মূলভাব এবং নিজ অভিজ্ঞতা/ মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ৪

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড – ৪৯	আমাদের ছোট .... সদা মোরা ডরি।
পিরিয়ড – ৫০	আমাদের ছোট .... করে ঝিকিমিকি।
পিরিয়ড – ৫১	সম্পূর্ণ কবিতা
পিরিয়ড – ৫২	সম্পূর্ণ কবিতা

পিরিয়ড – ৪৯

বিষয়বস্তু: আমাদের গ্রাম (আমাদের ছোট .... সদা মোরা ডরি।)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/ কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোনিবেশের জন্য প্রস্তুতিমূলক কিছু প্রশ্ন করবেন। যেমন–
    - আমরা কোথায় বাস করি?
    - আমাদের গ্রাম /শহর কেমন দেখতে?
    - আমরা স্কুলে / বিকালে কাদের সাথে খেলা করি?
    - কী কী খেলা করি?
    - আমরা তাদের সাথে গন্ডগোল করি কি না? কেন?
    - গন্ডগোল বা মারামারি করলে কী ক্ষতি হয়?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তর ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পরোক্ষ সহায়তা দিবেন। এরপর শিক্ষক বলবেন, আজকে আমরা **আমাদের গ্রাম** কবিতাটি পড়ব।
- পাঠের ছবিটি ভালোভাবে দেখতে বলবেন। ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে পরস্পর আলোচনা করতে বলবেন এবং কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ছবি সম্পর্কে বলতে বলবেন। কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে (ছবিতে কী কী আছে? এখানে কারা কী করছে? তোমরা এমন পরিবেশ বা ছবি দেখেছো কিনা? কোথায় দেখেছ? ইত্যাদি)। প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরে ছবি সম্পর্কে ধারণা প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক প্রথমে কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে শিক্ষার্থীদের বলবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক প্রথমে পুরো কবিতাটি স্পষ্ট উচ্চারণে বলবেন/আবৃত্তি করবেন। পরে আজকের পাঠের নির্ধারিত অংশ নির্দেশ করে ছন্দে এবং প্রয়োজনে অঙ্গভঙ্গি করে গানের সুরে কবিতাটি কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা সবাই আনন্দের সাথে কবিতাটি শুনছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের কতিপয় শব্দের (**গাঁয়ে, সেথা, পাঠশালা, হিংসা, সদা, ডরি**) উচ্চারণ ও অর্থ বলে দিবেন। প্রয়োজনে শব্দগুলো বোর্ডে লিখে দিবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের শব্দ ধরে আঙুল দিয়ে পড়া অনুসরণ করতে বলবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন - সকল শিক্ষার্থী আঙুল দিয়ে পাঠটি অনুসরণ করছে কি না এবং পাঠের বিশেষ শব্দগুলো (**গাঁয়ে, সেথা, পাঠশালা, হিংসা, সদা, ডরি**) সঠিভাবে উচ্চারণ করছে কিনা।
- শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে পাঠের অংশটি কয়েকবার আবৃত্তি করাবেন। আবৃত্তির সময় তালে ও সুরে শিক্ষার্থীদের সমবেতভাবে দলে, জোড়ায় ও এককভাবে কবিতাটি বলার ও আবৃত্তির অনুশীলন করাবেন। অনুশীলনের সময় শব্দের উচ্চারণে সমস্যা হলে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে পূর্বে লেখা শব্দগুলো (**গাঁয়ে, সেথা, পাঠশালা, হিংসা, সদা, ডরি**) নির্দেশ করবেন। শিক্ষক একটি করে শব্দ বলবেন এবং শব্দটি পাঠ থেকে খুঁজে বের করতে বলবেন। অতঃপর শিক্ষক বোর্ডে

শিক্ষার্থীকে শব্দগুলো নিজ খাতায় লিখে নিতে বলবেন।

- শিক্ষার্থীদের বোর্ডে লেখা প্রত্যেক শব্দ দিয়ে দলে আলোচনা করে দুটি করে বাক্য প্রথমে মুখে মুখে ও পরে খাতায় লিখতে বলবেন। প্রয়োজনে নিজে একটি উদাহরণ লিখে দিবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীরা বাক্য লিখছে কি না তা পর্যক্ষেণ করবেন ও সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের বাক্যগুলো বলতে বলবেন। বাক্য গঠনে সমস্যা রয়েছে এমন বাক্যগুলো সঠিকভাবে বলে/লিখে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের অংশটি দেখে দেখে লিখতে বলবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

পিরিয়ড – ৫০

বিষয়বস্তু: আমাদের গ্রাম (আমাদের ছোট .... করে ঝিকিমিকি)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়ার চরণ দেখে দেখে বা না দেখে লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত কবিতার চরণ দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোনিবেশের জন্য আগের দিনের পাঠের অংশটি একবার পড়তে বলবেন। পরে এই অংশের ওপর কিছু প্রশ্ন করবেন। যেমন–
  - আমাদের গ্রামটি কেমন?
  - এখানকার ঘরগুলো কেমন দেখতে?
  - আমরা কাদের সাথে খেলা করি?
  - আমরা সবাই মিলে স্কুলে যাই কেন?
  - আমাদের মধ্যে ঝগড়া হলে কী করি?
  - সবাইকে কেন মিলেমিশে থাকা উচিত?
- শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে উত্তর দিয়ে আলোচনা করবেন। পরে নিজেদের খাতায় উত্তরগুলো লিখতে বলবেন। প্রয়োজনে বই দেখে উত্তর লেখার সহায়তা নিতে বলবেন।

- শিক্ষক বলবেন, আমরা **আমাদের গ্রাম** কবিতার আরও একটু অংশ পড়ব। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক কবিতার অংশটুকু স্পষ্ট উচ্চারণে বলবেন/আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা সবাই আনন্দের সাথে কবিতাটি শুনছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আগের পাঠের মতো পূর্বে পড়া অংশসহ আজকের অংশটুকু শব্দ ধরে আঙুল দিয়ে পড়া অনুসরণ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার আবৃত্তি করাবেন। পরে শিক্ষার্থীদের সমবেতভাবে দলে, জোড়ায় ও এককভাবে কবিতাটি বলার ও আবৃত্তির অনুশীলন করাবেন। অনুশীলনের সময় শব্দের উচ্চারণে ও স্পষ্টতা নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক পাঠের অন্তর্ভুক্ত কবিতার চরণ বই দেখে লিখতে বলবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীরা বাক্য লিখছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবেন। লেখা শেষে পরস্পর খাতা বদল করে শিক্ষার্থীদের দিয়েই খাতা যাচাই করতে সহায়তা করবেন। প্রয়োজনে লেখার ক্ষেত্রে সাধারণ ভুল শনাক্ত করে শিক্ষার্থীদের সঠিক নির্দেশনা প্রদানে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতার অংশটি দেখে দেখে নিজেদের খাতায় লিখতে বলবেন। লেখা যাচাইয়ের সময় লাইন সোজা রাখা, এক শব্দ থেকে আরেক শব্দ কতটুকু ফাঁকা রাখতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দিবেন। প্রয়োজনে বাড়িতে পাঠের অংশটুকু লিখতে পরামর্শ দিবেন।
- পাঠের ওপর আরও কিছু প্রশ্ন করবেন এবং নিজ খাতায় লিখতে বলবেন।

    – মা আমার কাছে প্রিয় কেন?
    – খিদে লাগলে, অসুখ করলে মা আমার জন্য কী করেন?
    – গ্রাম আমাদের কীভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে?
    – আমরা ফসল, মাছ, মাংস কীভাবে গ্রাম থেকে পাই? ইত্যাদি।

- প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের পাঠ থেকে উত্তর খুঁজে বের করতে বলবেন। নিজে বা শিক্ষার্থীদের দিয়ে লেখা উত্তর যাচাই করার ব্যবস্থা করবেন।
- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

পিরিয়ড – ৫১

বিষয়বস্তু: আমাদের গ্রাম (সম্পূর্ণ কবিতা)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ছড়া বা কবিতা শুনে অন্ত্যমিল শনাক্ত করতে পারবে।
- ছড়া শুনে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে ও লিখতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে

বলতে পারবে।

- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পুর্বের পাঠের অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের জন্য কিছু প্রশ্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক প্রথমে পুরো কবিতাটি স্পষ্ট উচ্চারণে বলবেন/আবৃত্তি করবেন। এরপর কবিতার বাকি অংশের পুরোপুরি অনুশীলন করে পুরো কবিতা পড়তে ও আবৃত্তি করতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক এ পর্যায়ে আবৃত্তি/পঠনকালে কিছু শব্দ যেমন– **আত্মীয়, বাঁশঝাড়, সোনার রবি, আত্মীয় হেন** শব্দগুলোর উচ্চারণ ও অর্থ ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের শব্দ ধরে আঙুল দিয়ে পড়া অনুসরণ করতে বলবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন - সকল শিক্ষার্থী আঙুল দিয়ে পাঠটি অনুসরণ করছে কি না। পাঠের সাথে মিল রেখে কতিপয় প্রশ্ন করে করে অগ্রসর হবেন।
- শিক্ষার্থী সাথে নিয়ে কয়েকবার আবৃত্তি করাবেন। পরে শিক্ষার্থীদের সমবেতভাবে দলে, জোড়ায় ও এককভাবে সম্পূর্ণ কবিতাটি বলার ও আবৃত্তির অনুশীলন করাবেন। অনুশীলনের বিভিন্ন পর্যায়ে শব্দের উচ্চারণ ও স্পষ্টতা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ বই থেকে **শব্দ শিখি** এবং **বাক্য লিখি** অংশটি অনুশীলন করাবেন। এরপর **একই রকম শব্দ শিখি ও লিখি** কাজটিও শিক্ষার্থীদের দিয়ে অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষক পাঠের প্রস্তুতি পর্যায়ে যে সকল প্রশ্ন করেছিলেন তা বোর্ডে লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদের বই থেকে উত্তর খুঁজে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের দিয়ে লেখা যাচাই করাবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং পুনর্মূল্যায়ন করবেন।

পিরিয়ড – ৫২

বিষয়বস্তু: আমাদের গ্রাম (সম্পূর্ণ কবিতা)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ছড়া বা কবিতা শুনে অন্ত্যমিল শনাক্ত করতে পারবে।
- ছড়া শুনে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে ও লিখতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।

- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আনন্দদায়ক কাজের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোনিবেশের জন্য পূর্বের ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে এমন কিছু প্রশ্ন করবেন। উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- তারপর পুরো কবিতা বা কবিতার অংশ বিশেষ না দেখে লিখতে বলবেন। লেখা শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বই খুলতে বলবেন। নির্ধারিত পাঠ দেখে কী ভুল হয়েছে তা শনাক্ত করে নিজেকেই সংশোধন করে নিতে বলবেন।
- শিক্ষক সমমানের একটি কবিতা বোর্ডে লিখেবেন/ প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের কবিতাটি এককভাবে পড়তে বলবেন। এবার এই কবিতায় কী বলা হয়েছে তা চার বাক্যে নিজেদের খাতায় লিখতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চার/ছয় দলে ভাগ করে বসাবেন। লটারির মাধ্যমে তিনটি দলকে **গ্রাম** ও তিনটি দলকে **শহর** নির্বাচন করে দিবেন। আলোচনার মাধ্যমে তিনটি দলকে **গ্রাম কীভাবে আমাদের সহায়তা করে** এবং অন্য তিনটি দলকে **শহর কীভাবে আমাদের সহায়তা করে** তা আলোচনা করতে বলবেন।
- আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের দিয়ে বিতর্কের আয়োজন করবেন। উপস্থাপন শেষে শিক্ষক গ্রাম এবং শহর সম্পর্কে সাধারণ তথ্য ব্যাখ্যা করতে বলবেন। এরপর **আমাদের গ্রাম/আমাদের শহর** সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের লেখা পড়তে বলবেন। কারো নতুন কোনো ভালো বিষয় লিখলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন এবং সকলকে তা অনুসরণ করার আহ্বান করবেন।
- সবাইকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

মূল্যায়ন:

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০৫.০১, ০১.০৩.১১.০১, ০১.০৩.১৭.০১, ০১.০৩.২৩.০১ ও ০১.০৩.২৪.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ – ১৩
নদীর দেশ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।

৫.২ যুক্তবর্ণ ও ফলা যোগে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।

১৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।

১৫.১ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনামূলক ও তথ্যমূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখতে পারা।

১৫.২ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা পড়ে/ শুনে শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ লিখতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ৬

পিরিয়ড বিভাজন:

পিরিয়ড-৫৩	বাংলাদেশ নদীর ....বাংলাদেশে ঢুকেছে।
পিরিয়ড-৫৪	বাংলাদেশ নদীর .... গিয়ে মিশেছে মেঘনা।
পিরিয়ড-৫৫	বাংলাদেশ নদীর .... বেশ খরোস্রোতা।
পিরিয়ড-৫৬	বাংলাদেশের আরেকটি .... কী শক্তি।
পিরিয়ড-৫৭	বাংলাদেশের আরেকটি .... বাংলাদেশ বাঁচবে।
পিরিয়ড-৫৮	পুনরালোচনা।

পিরিয়ড – ৫৩

বিষয়বস্তু: বাংলাদেশ নদীর .... বাংলাদেশে ঢুকেছে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলীয় কাজ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষার্থীদের কেউ নদী দেখেছে কি না, নদী দেখতে গিয়েছে কি না, কোথায় গিয়েছে, নদীর নাম কী, কী দেখেছে, নদীর পানি কেমন দেখতে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রশ্ন করে এ সম্পর্কিত ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করবেন। অতঃপর আজকের পাঠটি কী নিয়ে হতে পারে সে সম্পর্কে অনুমান করতে দিবেন।
- পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা খুলতে সহায়তা দিয়ে পাঠের ছবি ভালোভাবে দেখতে বলবেন। পাশের শিক্ষার্থীদের সাথে ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন এবং কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ছবি সম্পর্কে বলতে বলবেন। প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরে ছবি সম্পর্কে ধারণা প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পাঠের শিরোনাম বলবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক প্রথমে পাঠের বিষয়বস্তু খুব সংক্ষেপে বলে দিবেন। এরপর পাঠের অংশটুকু স্পষ্ট উচ্চারণে পড়বেন। পড়ার সময় বিশেষ শব্দগুলোর অর্থ ও প্রয়োগ বলে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে পাঠের শব্দ ধরে ধরে অংশটুকু ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময়েই কতিপয় শব্দের (**কিন্তু, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, এঁকেবেঁকে, শান্ত, স্রোত, জন্ম, পর্বত**) উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন, যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করবেন এবং অর্থ বলে দিবেন। পরে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে সাথে নিয়ে পড়ার অনুশীলন করাবেন। পড়ার সময়ে ছোটো ছোটো প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন (যেমন, নদীগুলো কীভাবে ছড়িয়ে আছে? নদী কীভাবে চলে গেছে? ইত্যাদি)। যে সকল শিক্ষার্থীর পাঠের শব্দের উচ্চারণে সমস্যা রয়েছে তা তাদের পড়ার সময়েই সংশোধন করে দিবেন।
- শিক্ষক উপরে উল্লিখিত শব্দ বলবেন এবং বলা শব্দ পাঠের কোথায় আছে তা শিক্ষক খুঁজে বের করতে বলবেন এবং ওই শব্দগুলো খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক দলগত পঠনের জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার করে পড়ার সুযোগ পায় এবং একাধিকবার শোনার সুযোগ পায়। সকল শিক্ষার্থীর পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থীদের সাধারণ ভুলগুলো সংশোধন করে দিবেন এবং এককভাবে পড়তে দিবেন।
- শিক্ষক নিচের অনুচ্ছেদটি প্রদর্শন করবেন। এরপর শিক্ষক দৈবচয়নে শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।

> আজ বর্ণের জন্মদিন। তার শখ সে মেট্রোরেলে চড়বে। কান্তাও যাবে তাদের সাথে। বাবা তাদের বলেছেন মতিঝিল প্রান্ত থেকে মিরপুর ১০ পর্যন্ত তারা যাবে। ওরা পৌঁছে গেল মতিঝিল। কান্তা বলল, বাঃ, ভারি সুন্দর একটি পদ্মফুল। বাবা বললেন, না, ওটা দেখতে শাপলা ফুলের মতো। ওরা আজ খুব খুশি। আগামীকাল ওরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিরে যাবে।

  শিক্ষার্থীরা সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারছে কিনা তা যাচাই করবেন।

- নিম্নরূপ কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদের বলবেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর আজকের পাঠেই আছে। পাঠ থেকে উত্তর খুঁজে বের করে তা খাতায় লিখতে বলবেন।

– ৩টি নদীর নাম বলো?
– ব্রহ্মপুত্র নদী কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে?
– বাংলাদেশকে নদীর দেশ বলা হয় কেন?
– তোমার দেখা একটি নদীর নাম লিখ।

- শিক্ষার্থীদের উত্তর লেখার পর কয়েকজন অগ্রবর্তী শিক্ষার্থীর উত্তর যাচাই করে তাদের দিয়ে অপরাপর শিক্ষার্থীর খাতা যাচাই করতে বলবেন। শিক্ষক নিজে ও পারগ শিক্ষার্থীর দ্বারা শিক্ষার্থীর সাধারণ ভুলগুলো শনাক্ত করে তার ওপর ফলাবর্তন প্রদান করবেন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রনরায় মূল্যায়ন করবেন।

পিরিয়ড – ৫৪

বিষয়বস্তু: বাংলাদেশ নদীর .... গিয়ে মিশেছে মেঘনা।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ছবি, অনুচ্ছেদ লেখা চার্ট।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, অনুচ্ছেদ পড়া, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- গত ক্লাসে শিক্ষার্থীরা কী নতুন শব্দ শিখেছিল তা বলতে বলবেন। বলার সময় তারা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছে কি না তা শুনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- আগের দিনের অনুরূপে শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে পাঠের শব্দ ধরে ধরে আগের দিনে পড়া অংশসহ আজকের পাঠ্যাংশটি ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময় বিশেষ শব্দগুলো উচ্চারণ অর্থসহ বলে দিবেন। পরে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে সাথে নিয়ে পড়ার অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে, জোড়ায় ও এককভাবে পড়ার অনুশীলন করাবেন। এরপর বোর্ডে নিম্নরূপ প্রশ্ন লিখে দিবেন। এই প্রশ্নের উত্তর আজকের পাঠের মধ্যে আছে তা শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন। দলগতভাবে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে উত্তরগুলো প্রত্যেকের খাতায় লিখতে বলবেন।

  প্রশ্ন :

- পদ্মা নদী কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে?
- ঘড়িয়াল দেখতে কেমন?
- বাঘাইড় মাছ কোন নদীতে বেশি পাওয়া যায়?

- শিক্ষক এরপর আজকে পড়ার অংশ থেকে কিছু অংশ শ্রুতলিখনের ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাতা পরস্পর পরিবর্তন করে পাঠ দেখে শিক্ষার্থীদের অন্যের লেখা যাচাই করতে সহায়তা দিবেন। যাচাইয়ের সময় সংশ্লিষ্ট বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা, প্রশ্নবোধক) সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা দেখবেন।
- শিখন চাহিদা আছে এমন শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন।

পিরিয়ড – ৫৫

বিষয়বস্তু: বাংলাদেশ নদীর .... বেশ খরোস্রোতা।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, শব্দকার্ড।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- গত ক্লাসে শিক্ষার্থীরা কী নতুন শব্দ শিখেছিল তা বলতে বলবেন। বলার সময় তারা যথাযথ উচ্চারণ করতে পারছে কি না তা শুনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক একটি নদীর মানচিত্র প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করবেন। যেখানে পাঠের সাথে সম্পর্কযুক্ত নদী কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং কোথায় মিশেছে। শিক্ষার্থীদের মানচিত্র থেকে তা বর্ণনা করবেন।
- আগের দিনের অনুরূপে শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে পাঠের শব্দ ধরে ধরে আগের দিনে পড়া অংশসহ আজকের পাঠ্যাংশটি ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন। পাঠে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ ও যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত শব্দগুলোর (প্রতিবেশী, জন্ম, কর্ণফুলী, খরস্রোতা) উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন এবং অর্থ বলে দিবেন যাতে পড়ার সময় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে। পরে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে সাথে নিয়ে

পড়ার অনুশীলন করাবেন।

- পড়ার অনুশীলনে দলে, জোড়ায় ও এককভাবে অনুশীলন করতে সহায়তা করবেন। পড়ার অনুশীলনের সময় যে শব্দ সঠিক ও স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণে সমস্যা রয়েছে সেগুলো শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- পুবেই একটি পোস্টার পেপারে নিচের প্রশ্নগুলো চার্ট তৈরি করে শ্রেণিতে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের খাতায় প্রশ্নগুলো তুলে সঠিকটিতে টিক চিহ্ন দিতে বলবেন। এরপর শিক্ষক ঠিকভাবে পোস্টারে টিক চিহ্ন দিবেন এবং তা মিলিয়ে নিতে বলবেন। যারা ভুল করেছে তাদের ভুলের কারণ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

(ক) কোন বানানটি সঠিক– ১। আগুণ ২। মেগনা ৩। বাঁশঝাড় ৪। চাদ	(খ) কোন বাক্যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) ব্যবহৃত হবে– ১। আমি গান গাই ২। তোমার নাম কী ৩। বাহ! কী সুন্দর ৪। আমি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি
(গ) কোন শব্দটিতে দ ও ধ যুক্ত শব্দ আছে– ১। সদ্ব্যবহার ২। বন্দ ৩। ধ্বনি ৪। মুক্তিযুদ্ধ	(খ) নদীর তীর ধরে ...... চলছে। ফাঁকা জায়গায় কোন শব্দটি বসবে ১। শালিক ২। মেঘ ৩। নৌকা ৪। আকাশ

পরিকল্পিত কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের পাঠের অংশটি দেখে দেখে পরবর্তী দিনে খাতায় লিখে নিয়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড – ৫৬

বিষয়বস্তু: বাংলাদেশের আরেকটি .... কী শক্তি।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাঠের ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। শিক্ষার্থীদের আগের দিনে দেওয়া হাতের লেখা যাচাইয়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শিক্ষার্থীদের সুন্দর লেখা অন্যদের

দেখাবেন। কীভাবে লেখা সুন্দর করতে হয় তার নির্দেশনা প্রদান করবেন।

- গত ক্লাসে শিক্ষার্থীরা কী নতুন শব্দ শিখেছিল তা বলতে বলবেন। বলার সময় তারা যথাযথ উচ্চারণ করতে পারছে কি না তা শুনবেন। ওই শব্দ দিয়ে দলে বলার অনুশীলন করাবেন।
- আগের দিনের অনুরূপে শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে পাঠের শব্দ ধরে ধরে আজকের পাঠ্যাংশটি ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময় **প্রিয়, মা মাছ, কাঁকড়া, বলেশ্বর, প্রজাতি, শক্তি** ইত্যাদি শব্দগুলো বোর্ডে লিখে দিবেন। শব্দগুলোর উচ্চারণ অনুশীলন, অর্থ, যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখাবেন। পরে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে সাথে নিয়ে পড়ার অনুশীলন (দলগত, জোড়ায় ও এককভাবে) করাবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে নিম্নরূপ একটি অনুচ্ছেদ লিখবেন। বোর্ড লেখা **প্রজাতি, প্রিয়, বালুকণা, শক্তি** শব্দ দিয়ে অনুচ্ছেদটি পূরণ করতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

> আমি হাশিমপুরে থাকি। এই গ্রামটি আমার খুব ....। আমাদের উঠানের পাশেই বিভিন্ন........... ফুলের গাছ। গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে নদী। নদীর নাম ....। স্রোতের সাথে বালুকণা নিয়ে আসায় আমাদের নদীর ঘাটে কাদা নেই।

শিক্ষক পাঠসংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন লিখে দিবেন। এই প্রশ্নের উত্তর আজকের পাঠের মধ্যে আছে তা শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন। দলগতভাবে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে উত্তরগুলো প্রত্যেকের খাতায় লিখতে বলবেন।

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাতা পরস্পর পরিবর্তন করে পাঠ দেখে শিক্ষার্থীদের অন্যের লেখা যাচাই করতে সহায়তা দিবেন। শিখন চাহিদা আছে এমন শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন।

পিরিয়ড – ৫৭

বিষয়বস্তু: বাংলাদেশের আরেকটি .... বাংলাদেশ বাঁচবে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করে গত ক্লাসে শিক্ষার্থীরা কী নতুন শব্দ শিখেছিল তা বলতে বলবেন। বলার সময় তারা যথাযথ উচ্চারণ করতে পারছে কি না তা শুনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- আগের দিনের অনুরূপে শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে পাঠের শব্দ ধরে ধরে আগের দিনে পড়া অংশসহ আজকের পাঠ্যাংশটি ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময় **দুঃখ, দূষিত, ময়লা-আবর্জনা, উপযোগী, ভরাট** শব্দগুলোর সঠিক উচ্চারণ অনুশীলন, অর্থ বলে দিবেন। পরে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে সাথে নিয়ে দলগতভাবে, জোড়ায় ও এককভাবে পড়ার অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে বসতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলবেন আজ আমরা নিজেরাই পাঠ থেকে প্রশ্ন তৈরি করব। শিক্ষক একটি প্রশ্ন করে উদাহরণ দিয়ে দিবেন। যেমন, নদীর দেশ কোনটি?
- শিক্ষক এবার বই দেখে শিক্ষার্থীদের যত বেশি প্রশ্ন করা যায় তার নির্দেশনা দিবেন এবং প্রশ্নগুলো খাতায় লিখতে বলবেন। এর জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিবেন এবং সহায়তা করবেন। সময় শেষে পর্যায়ক্রমে অন্যদলের উদ্দেশে প্রশ্ন করতে ও উত্তর বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাতা পরস্পর পরিবর্তন করে পাঠ দেখে শিক্ষার্থীদের অন্যের লেখা যাচাই করতে সহায়তা দিবেন। শিখন চাহিদা আছে এমন শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন।

পিরিয়ড – ৫৮

বিষয়বস্তু: পুনরালোচনা

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বিভিন্ন ধরনের বাংলা শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।
- পাঠের অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, পরিকল্পনা করা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক পুরো গল্পটি ধারাবাহিকভাবে বলবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের সাথে ছোটো ছোটো *প্রশ্নের মাধ্যমে গল্পটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলার অনুশীলন করাবেন।*
- এরপর শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে ভাগ করে গল্পটি শিক্ষার্থীদের দিয়ে বলার অনুশীলন করাবেন এবং শেষে কয়েকজনকে বলতে দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ কয়েকটি প্রশ্ন করবেন।

  – তোমরা কোনো নদী দেখেছ কিনা?
  – কী নদী দেখেছ?
  – নদীতে স্রোত আছে কি না? কেন?
  – ওই নদীর পানির রং কেমন? কেন এমন হয়েছে?
  – নদীতে স্রোত নেই কেন?
  – নদী শুকিয়ে গেছে কেন? ইত্যাদি

- এরপর শিক্ষক এ পর্যায়ে নদী দূষিত হচ্ছে, নদী দখল হচ্ছে এবং অন্য কারণে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে এমন একটি ভিডিয়ো শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের ভিডিওটি ভালো দেখতে বলবেন। ভিডিয়ো দেখে পরস্পর আলোচনার সুযোগ দিয়ে নদীর এ অবস্থা সম্পর্কে বলতে বলুন।
- 'নদীকে বাঁচানোর জন্য আমরা যা যা করতে পারি' – বাক্যটি বোর্ডে লিখবেন। পূর্বে ভাগ করা ছোট দলে আলোচনা করে এ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা করতে বলবেন। প্রত্যেক দলকে একটি করে সাদা কাগজ বিতরণ করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক একটি উদাহরণ দিবেন (নদীতে পলিথিন ফেলবো না)। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের লেখা পরিকল্পনা বেঞ্চে রাখতে বলবেন। শ্রেণির সকলকে অন্যের লেখা ঘুরে ঘুরে দেখতে বলবেন। কে, কেমন পরিকল্পনা করেছে তা দেখতে বলবেন। পরিকল্পনায় কোন দল কী লিখেছে? নদী বাঁচাতে আমাদের করণীয় কী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের বলবেন, এখন আমরা আমাদের দেখা একটি নদীর ছবি আঁকব। নদীতে কী কী আছে/চলে তাও আঁকব। শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবিটি শ্রেণিতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন। নিজের আঁকা ছবি নিয়ে একটি গল্প লিখতে অনুপ্রাণিত করবেন।

মূল্যায়ন:

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০১.০১, ০১.০৩.০৭.০১, ০১.০৩.১২.০১, ০১.০৩.১৮.০১, ০১.০৩.২১.০১ ও ০১.০৩.২২.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ – ১৪
হারজিতের গল্প

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।

৫.১ বিভিন্ন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৫.২ যুক্তবর্ণ ও ফলা যোগে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।

১২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প বিরামচিহ্ন মেনে, প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা ও আনন্দলাভ করা

১৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ৬

পিরিয়ড বিভাজন:

পিরিয়ড-৫৯	স্যার, আসতে .... ভালো লাগলো রাশেদ।
পিরিয়ড-৬০	তিন দিন .... রাশেদ জিতেছে।
পিরিয়ড-৬১	এবার মোরগ .... খেলতে হবে।
পিরিয়ড-৬২	ঝিমিত এগিয়ে আসছে .... হারজিত বড়ো কথা নয়।
পিরিয়ড-৬৩	সম্পূর্ণ গল্প
পিরিয়ড-৬৪	পুনরালোচনা।

পিরিয়ড – ৫৯

বিষয়বস্তু: স্যার, আসতে .... ভালো লাগলো রাশেদ।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।

- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের গল্প পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ ভেঙে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলীয় কাজ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- নিম্নে প্রদত্ত কতিপয় প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানার চেষ্টা করবেন।

    – আমরা কীভাবে বিদ্যালয়ে এসেছি?
    – আমরা শরীরের কোন অঙ্গ দিয়ে হাঁটি?
    – যাদের পা নেই বা একটি পা আছে তারা কীসের সাহায্যে হাঁটে?

- শিক্ষক এ পর্যায়ে বলবেন, যারা হাঁটতে পারে না, চোখে কম দেখে, যার এমন কোনো সমস্যা রয়েছে তারাও আমাদের বন্ধু, তারাও আমাদের খেলা সাথী। সকলকে নিয়েই আমরা একসাথে চলব।
- শিক্ষক প্রথম কবিতা সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা থেকে ভালোভাবে দেখতে বলবেন। পাশের শিক্ষার্থীদের সাথে ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন এবং কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ছবি সম্পর্কে বলতে বলবেন। প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরে ছবি সম্পর্কে ধারণা প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পাঠের শিরোনাম বলবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক প্রথমে পাঠের বিষয়বস্তু খুব সংক্ষেপে বলে দিবেন। এরপর পাঠের নির্ধারিত অংশটুকু স্পষ্ট উচ্চারণে পড়বেন। পড়ার সময় বিশেষ শব্দগুলোর অর্থ ও প্রয়োগ বলে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে পাঠের শব্দ ধরে ধরে অংশটুকু ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময়েই কতিপয় শব্দের (ক্র্যাচ, ভর, চটপট, মেধাবী, ক্রীড়া) উচ্চারণ অনুশীলন ও যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করবেন এবং অর্থ বলে দিবেন।
- পরে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে সাথে নিয়ে পড়ার অনুশীলন করাবেন। পড়ার সময়ে ছোটো ছোটো প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন (যেমন, রাশেদ কীসে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল? স্যার ভর্তির দিন রাশেদকে কয়টি প্রশ্ন করেছিলেন? রাশেদ কোন বিষয়ে প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে? কেন সে দৌঁড়ে নাম দেয় নি? ইত্যাদি)।
- পড়ার সময় যে সকল শিক্ষার্থীর পাঠের শব্দের উচ্চারণে সমস্যা রয়েছে তা তাদের পড়ার সময়েই সংশোধন করে দিবেন।
- শিক্ষক উপরে উল্লিখিত শব্দ বলবেন এবং বলা শব্দ পাঠের কোথায় আছে তা শিক্ষক খুঁজে বের করতে বলবেন এবং ওই শব্দগুলো খাতায় লিখতে বলবেন।

- শিক্ষক দলগত পঠনের জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার করে পড়ার সুযোগ পায় এবং একাধিকবার শোনার সুযোগ পায়। সকল শিক্ষার্থীর পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থীদের সাধারণ ভুলগুলো সংশোধন করে দিবেন এবং এককভাবে পড়তে দিবেন।
- শিক্ষক নিচের অনুচ্ছেদটি প্রদর্শন করবেন। এরপর শিক্ষক দৈবচয়নে শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।

> সবাই দাঁড়িয়ে আছি লাইন দিয়ে। এমন সময় দেখি একজন ব্যক্তি এগিয়ে আসছেন। তার হাতে একটা ক্রিমের কৌটা। তিনি বললেন, আমার হাতে কী? কেউ বলতে পারবে? তিথি চটপট উত্তর দিলো। বলল, ক্রিম। আমরাও একই কথা বললাম। লোকটি কৌটা খুলে দেখাল। সেটা খালি।

- শিক্ষার্থীরা সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারছে কিনা তা যাচাই করবেন।
- নিম্নরূপ কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদের বলবেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর আজকের পাঠেই আছে। পাঠ থেকে উত্তর খুঁজে বের করে তা খাতায় লিখতে বলবেন।

  – রাশেদ কীসে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল?
  – স্যার ভর্তির দিন রাশেদকে কয়টি প্রশ্ন করেছিলেন?
  – রাশেদ কোন বিষয়ে প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে?
  – কেন সে দৌঁড়ে নাম দেয় নি?

- শিক্ষার্থীদের উত্তর লেখার পর কয়েকজন অগ্রবর্তী শিক্ষার্থীর উত্তর যাচাই করে তাদের দিয়ে অপরাপর শিক্ষার্থীর খাতা যাচাই করতে বলবেন। শিক্ষক নিজে ও পারগ শিক্ষার্থীর দ্বারা শিক্ষার্থীর সাধারণ ভুলগুলো শনাক্ত করে তার ওপর ফলাবর্তন প্রদান করবেন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

পিরিয়ড – ৬০

বিষয়বস্তু: তিন দিন .... রাশেদ জিতেছে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের গল্প পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- গত ক্লাসে শিক্ষার্থীরা কী নতুন শব্দ শিখেছিল তা বলতে বলবেন। বলার সময় তারা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছে কি না তা শুনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- সংশ্লিষ্ট যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের অনুরূপ যুক্তবর্ণ বিশিষ্ট শব্দ তৈরি করতে সহায়তা দিবেন।
- আগের দিনের অনুরূপে শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে পাঠের শব্দ ধরে ধরে আগের দিনে পড়া অংশসহ আজকের পাঠ্যাংশটি ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময় বিশেষ শব্দগুলো উচ্চারণ অর্থসহ বলে দিবেন। পরে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে সাথে নিয়ে পড়ার অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে, জোড়ায় ও এককভাবে পড়ার অনুশীলন করাবেন। এরপর বোর্ডে নিম্নরূপ প্রশ্ন লিখে দিবেন। এই প্রশ্নের উত্তর আজকের পাঠের মধ্যে আছে তা শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন। দলগতভাবে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে উত্তরগুলো প্রত্যেকের খাতায় লিখতে বলবেন।

প্রশ্ন :

– ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোন কোন বিষয় ছিল?
– মাঠ রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো হয়েছে কেন?
– প্রথমে কোন খেলাটা শুরু হয়েছিল?
– ৮৭ থেকে ৪৩ বাদ দিলে কত থাকে?
– চারদিকে হইচই পড়ে গেল কেন?

- শিক্ষক এরপর আজকে পড়ার অংশ থেকে কিছু অংশ শ্রুতলিখনের ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাতা পরস্পর পরিবর্তন করে পাঠ দেখে শিক্ষার্থীদের অন্যের লেখা যাচাই করতে সহায়তা দিবেন। যাচাইয়ের সময় সংশ্লিষ্ট বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা, প্রশ্নবোধক) সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা দেখবেন।
- শিখন চাহিদা আছে এমন শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন।

পিরিয়ড – ৬১

বিষয়বস্তু: এবার মোরগ .... খেলতে হবে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- গত ক্লাসে শিক্ষার্থীরা কী নতুন শব্দ শিখেছিল তা বলতে বলবেন। বলার সময় তারা যথাযথ উচ্চারণ করতে পারছে কি না তা শুনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- ৪১ পৃষ্ঠার ছবিটি সকলকে দেখতে দিয়ে দলে আলোচনা করতে বলবেন। শিক্ষক এ পর্যায়ে কিছু প্রশ্ন করবেন (ছবিতে কয়জন খেলায় অংশগ্রহণ করছে? এটা কোন খেলা? কীভাবে বুঝলে এটা? ইত্যাদি)। শিক্ষার্থীদের অনুমান করে বলতে বলবেন আজকের পাঠটি কী নিয়ে হতে পারে?
- আগের দিনের অনুরূপে শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে পাঠের শব্দ ধরে ধরে আগের দিনে পড়া অংশসহ আজকের পাঠ্যাংশটি ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন। পাঠে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ ও যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত শব্দগুলোর (লড়াই, ততক্ষণে, সীমানা, হইচই, পালা, আক্রমণ, উত্তেজনা) উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন এবং অর্থ বলে দিবেন যাতে পড়ার সময় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে। পরে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে সাথে নিয়ে পড়ার অনুশীলন করাবেন।
- পড়ার অনুশীলনে দলে, জোড়ায় ও এককভাবে অনুশীলন করতে সহায়তা করবেন। পড়ার অনুশীলনের সময় যে শব্দ সঠিক ও স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণে সমস্যা রয়েছে সেগুলো শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে কতিপয় শব্দ লিখবেন। যেমন– স্ত, ক্র, ক্ষ, ত্ত, ন্ড। শিক্ষার্থীদের এই যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন দুটো করে শব্দ দলে আলোচনা করে একজনের খাতায় লিখতে বলবেন। তারপর ওই শব্দ দিয়ে দুটো করে বাক্য বলতে ও লিখতে বলবেন। বাক্য বলার সময় দলে আলোচনা করার সুযোগ দিবেন।
- পরিকল্পিত কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের পাঠের অংশটি দেখে দেখে পরবর্তী দিনে খাতায় লিখে নিয়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড – ৬২

বিষয়বস্তু: ঝিমিত এগিয়ে আসছে .... হারজিত বড়ো কথা নয়।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ লিখতে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, চার্ট।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। শিক্ষার্থীদের আগের দিনে দেওয়া হাতের লেখা যাচাইয়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শিক্ষার্থীদের সুন্দর লেখা অন্যদের দেখাবেন। কীভাবে লেখা সুন্দর করতে হয় তার নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- গত ক্লাসে শিক্ষার্থীরা কী নতুন শব্দ শিখেছিল তা বলতে বলবেন। বলার সময় তারা যথাযথ উচ্চারণ করতে পারছে কি না তা শুনবেন। ওই শব্দ দিয়ে দলে বলার অনুশীলন করাবেন।
- আগের দিনের অনুরূপে শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে পাঠের শব্দ ধরে ধরে আজকের পাঠ্যাংশটি ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময় **মুখোমুখি, ধারাবর্ণনা, প্রতিহত, মনোবল, দৃঢ়, তীব্রবেগে, ভঙ্গি, ভারসাম্য** ইত্যাদি শব্দগুলো বোর্ডে লিখে দিবেন। শব্দগুলোর উচ্চারণ অনুশীলন, অর্থ, যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখাবেন। পরে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে সাথে নিয়ে পড়ার অনুশীলন (দলগত, জোড়ায় ও এককভাবে) করাবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে নিম্নরূপ একটি অনুচ্ছেদ লিখবেন। বোর্ড লেখা **মুখোমুখি, ধারাবর্ণনা, প্রতিহত, মনোবল, দৃঢ়, তীব্রবেগে, ভঙ্গি, ভারসাম্য** শব্দগুলো থেকে উপযুক্ত শব্দ দিয়ে অনুচ্ছেদটি পূরণ করতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে চিত্রা নদী। বর্ষার সময় .... ছুটে চলে এই নদীর পানি। নদীটি .... চলে গছে দক্ষিণ দিকে।

শিক্ষক পাঠসংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন লিখে দিবেন। এই প্রশ্নের উত্তর আজকের পাঠের মধ্যে আছে তা শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন। দলগতভাবে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে উত্তরগুলো প্রত্যেকের খাতায় লিখতে বলবেন।

- শিক্ষক নিচের ছকের অনুরূপ একটি চার্ট বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের দিয়ে মিল করতে বলবেন।

খুব তাড়াতাড়ি কিছু করা	ক্র্যাচ
অনেক জিনিস একত্রে পড়ে যাবার শব্দ	মেডেল
হাঁটার সমস্যায় ব্যবহার করা যায় এমন লাঠি	চটপট
কোনো কিছুর ধারাবাহিক বর্ণনা	হুড়মুড়
বিজয়ীদের দেওয়া হয় এমন পদক	ধারাবর্ণনা

শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাতা পরস্পর পরিবর্তন করে পাঠ দেখে শিক্ষার্থীদের অন্যের লেখা যাচাই করতে সহায়তা দিবেন। শিখন চাহিদা আছে এমন শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন।

পিরিয়ড – ৬৩

বিষয়বস্তু: সম্পূর্ণ গল্প।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বিভিন্ন ধরনের বাংলা শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণযোগে গঠিত শব্দ শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ ব্যবহৃত বাক্য পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত গল্পের অনুচ্ছেদ দেখে দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দিয়ে সুবিধা মতো দল গঠন করবেন। শিক্ষক প্রথমে গল্পটি ধারাবাহিকভাবে নিজের মতো করে বলবেন। বলার সময় ঘটনার সাথে মিল করে কণ্ঠস্বরের ওঠানামা ঠিক করে বলে দিবেন।
- প্রত্যেক দলে হারজিতের গল্পটি অনুরূপ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে একজনকে বলতে এবং অন্যদের শুনতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের দলে গল্প বলা অনুশীলনের পর সম্ভব হলে পরে কোনো একটি সময়ে বিদ্যালয় আঙিনায় মোরগ লড়াই ও অংক দৌড় এর পরিকল্পনা করতে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে তিনজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে পিছনে পিছনে দাঁড় করাবেন। অন্যদের দেখে বলতে বলবেন কে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। এরপর একজন

করে শিক্ষার্থী ওদের পেছনে দাঁড় করিয়ে পর্যায়ক্রমে দশম স্থান পর্যন্ত ক্রমবাচক শব্দ বলতে ও লিখতে সহায়তা করবেন।

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে বসতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলবেন আজ আমরা নিজেরাই পাঠ থেকে প্রশ্ন তৈরি করব। শিক্ষক একটি প্রশ্ন করে উদাহরণ দিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক এবার বই দেখে শিক্ষার্থীদের যত বেশি প্রশ্ন করা যায় তার নির্দেশনা দিবেন এবং প্রশ্নগুলো খাতায় লিখতে বলবেন। এর জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিবেন এবং সহায়তা করবেন। সময় শেষে পর্যায়ক্রমে অন্যদলের উদ্দেশে প্রশ্ন করতে ও উত্তর বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাতা পরস্পর পরিবর্তন করে পাঠ দেখে শিক্ষার্থীদের অন্যের লেখা যাচাই করতে সহায়তা দিবেন। শিখন চাহিদা আছে এমন শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন।

পিরিয়ড – ৬৪

বিষয়বস্তু: পুনরালোচনা

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণযোগে গঠিত শব্দ শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ ব্যবহৃত বাক্য পড়তে পারবে।
- পাঠের অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত গল্পের অনুচ্ছেদ দেখে দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ভিডিয়ো

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক পুরো গল্পটি ধারাবাহিকভাবে বলবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের সাথে ছোটো ছোটো প্রশ্নের মাধ্যমে গল্পটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলার অনুশীলন করাবেন।
- বইয়ের ৪৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ভাষিক কাজ (শব্দের খেলা খেলি) শিক্ষার্থীদের সাথে চর্চা করবেন। এরপ শিক্ষার্থীদের জোড়ায় এই শব্দ তৈরির খেলা অনুশীলন করাবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, শারীরিক সমস্যা রয়েছে বা চোখে সমস্যা রয়েছে এমন সহপাঠীদের আমরা কীভাবে সহায়তা করতে পারি? দলে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। এ পর্যায়ে এমন একটি ভিডিয়ো প্রদর্শন করতে পারেন যেখানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন একজন শিক্ষার্থী বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছে।

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০১.০১, ০১.০৩.০৬.০১, ০১.০৩.০৭.০১, ০১.০৩.১২.০১, ০১.০৩.১৭.০১ ও ০১.০৩.১৮.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ – ১৫
হাসি

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে বলা ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

৮.১ চিত্র ও ছবি সম্বলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প সাবলীলভাবে বলতে পারা এবং বিষয়বস্তু বলতে পারা।

১২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প বিরামচিহ্ন মেনে, প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

১৬.১ পাঠের অন্তর্ভুক্ত, ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে বা না দেখে লিখতে পারা।

১৬.২ পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার মূলভাব এবং নিজ অভিজ্ঞতা/ মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ৫

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড – ৬৫	হাসতে নাকি .... হাসেন পাতিহাঁস।
পিরিয়ড – ৬৬	হাসতে নাকি .... হাসেন পাতিহাঁস।
পিরিয়ড – ৬৭	হাসতে নাকি .... পিলে চমকে যায়।
পিরিয়ড – ৬৮	সম্পূর্ণ কবিতা
পিরিয়ড – ৬৯	সম্পূর্ণ কবিতা

পিরিয়ড – ৬৫

বিষয়বস্তু: হাসি (হাসতে নাকি .... হাসেন পাতিহাঁস।)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- পাঠের শুরুতে সবাইকে একসাথে হাসতে বলবেন। প্রয়োজনে নিজে হেসে শিক্ষার্থীদের আনন্দের উদ্রেক ঘটাবেন। সবাই হাসার সময় বলবেন, কে কেমন কনে হাসছে তা দেখতে। ১৫/২০ সেকেন্ড পর সবাইকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করবেন যে, সবার হাসি একরকম ছিল কিনা। কার হাসি তোমাদের ভালো লেগেছে? কেন? তার মতো আমরা হাসতে পারি কি না? ইত্যাদি।
- উত্তর পাওয়ার পর বলবেন, আজ আমরা **হাসি** কবিতাটি পড়ব। পাঠের ছবিটি প্রদর্শন করবেন। পাশের শিক্ষার্থীদের সাথে ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন এবং কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ছবি সম্পর্কে বলতে বলবেন। প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরে ছবি সম্পর্কে ধারণা প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক প্রথমে কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে শিক্ষার্থীদের বলবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক প্রথমে পুরো কবিতাটি স্পষ্ট উচ্চারণে বলবেন/আবৃত্তি করবেন। পরে আজকের পাঠের প্রথম দশ লাইন নির্দেশ করে ছন্দে ও তালে কবিতাটি কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা সবাই আনন্দের সাথে কবিতাটি শুনছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের কতিপয় শব্দের (**ফোকলা, কাজল বিল, শাপলা, খলসে মাছ, পাতিহাঁস**) অর্থ, উচ্চারণ বলে দিবেন। প্রয়োজনে শব্দগুলো বোর্ডে লিখে দেখাবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতার অংশটি শব্দ ধরে আঙুল দিয়ে পড়তে বলবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন সকল শিক্ষার্থী আঙুল দিয়ে পাঠটি অনুসরণ করছে কিনা এবং পাঠের বিশেষ শব্দগুলো ঠিকভাবে উচ্চারণ করছে কি না।
- শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে পাঠের অংশটি কয়েকবার আবৃত্তি করাবেন। পরে শিক্ষার্থীদের সমবেতভাবে দলে, জোড়ায় ও এককভাবে কবিতাটি বলার ও আবৃত্তির অনুশীলন করাবেন। অনুশীলনের বিভিন্ন পর্যায়ে শব্দের উচ্চারণ ও স্পষ্টতা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে পূর্বে লেখা শব্দ (**ফোকলা, কাজল বিল, শাপলা, খলসে মাছ, পাতিহাঁস**) লিখবেন। শিক্ষক একটি করে শব্দ বলবেন এবং শব্দটি পাঠ থেকে খুঁজে বের করতে বলবেন। অতঃপর শিক্ষক বোর্ডে শিক্ষার্থীকে শব্দগুলো নিম্নরূপভাবে নিজ খাতায় লিখে নিতে বলবেন।
- প্রতি বেঞ্চে বসা শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি করে দল গঠন করবেন। শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করে প্রত্যেক শব্দ দিয়ে খাতায় দুইটি করে বাক্য লিখতে বলবেন। প্রয়োজনে নিজে একটি উদাহরণ লিখে দিবেন।

গোমড়া	–	১। সে গোমড়া মুখে বসে আছে। ২। তোমার আজ গোমড়া মুখ কেন?

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীরা বাক্য লিখছে কিনা তা পর্যক্ষেণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের বাক্যগুলো বলতে বলবেন। বাক্য গঠনে সমস্যা রয়েছে এমন বাক্যগুলো সঠিকভাবে বলে/ লিখে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের অংশটি দেখে দেখে লিখতে বলবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

পিরিয়ড – ৬৬

বিষয়বস্তু: হাসি (হাসতে নাকি .... হাসেন পাতিহাঁস।)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, শব্দ অন্বেষণ, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোনিবেশের জন্য আগের দিনের কিছু প্রশ্ন করবেন। যেমন–
  - কবিতাটি কোন বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে?
  - খোকন কেমন করে হাসে?
  - খোকনের হাসির সাথে আর কে হাসে?
  - শাপলা কোথায় হাসে?
  - কার হাসি দেখে পাতিহাঁস হাসে?
  - কার হাসি তোমার কাছে বেশি ভালো লাগে? কেন?
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর বলতে বলবেন। তারপর বলবেন, আমরা **হাসি** কবিতার প্রথম দশ লাইন আজও পড়ব।
- পাঠের ছবিটি ভালোভাবে দেখতে বলবেন। পাশের শিক্ষার্থীদের সাথে ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা

করতে বলবেন এবং যারা আগের দিন বলার সুযোগ পায়নি তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে ছবি সম্পর্কে বলতে বলবেন। প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরে ছবি সম্পর্কে ধারণা প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক কবিতার অংশটুকু স্পষ্ট উচ্চারণে বলবেন/আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা সবাই আনন্দের সাথে কবিতাটি শুনছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের শব্দ ধরে আঙুল দিয়ে পড়া অনুসরণ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার আবৃত্তি করাবেন। পরে শিক্ষার্থীদের সমবেতভাবে দলে, জোড়ায় ও এককভাবে কবিতাটি বলার ও আবৃত্তির অনুশীলন করাবেন। অনুশীলনের বিভিন্ন পর্যায়ে শব্দের উচ্চারণ ও স্পষ্টতা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক নিচের অংশটি বোর্ড লিখে দিবেন। এরপর কিছু শব্দ যেমন– **শাপলা, ফোকলা, খলসে, সবুজ ঘাস, পাতিহাঁস, চাঁদ, কাজল** বোর্ডে লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শব্দ নিয়ে অংশটি পূরণ করে খাতায় লিখতে বলবেন। পরে বই দেখে নিজের লেখা নিজেকে যাচাই করাতে সহায়তা দিবেন।

খোকন হাসে .... দাঁতে .... হাসে তার সাথে সাথে,
.... বিলে .... হাসে .... ঘাস,
.... মাছের হাসি দেখে হাসেন ....।

শিক্ষক নিচের অনুরূপে আর একটি অংশ প্রদর্শন করবেন। আগের শব্দগুলো ব্যবহার করে অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণ করতে বরবেন।

আমাদরে পুকুরে .... পতিহাঁস সাঁতার কাটছে। পুকুরে ফুটেছে .... ফুল। পুকুরের পাড়ে.......... । গরুগুলো মজা করে তা খাচ্ছে। আজ মেঘলা আকাশ। তাই .... দেখা যাবে না।

- এবার শিক্ষার্থীদের কবিতার অংশটুকু দেখে দেখে নিজ খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের সহায়তায় একজনের খাতা অন্যজনকে দেখতে দিয়ে মূল্যায়ন করাবেন।
- শিক্ষার্থীদের কবিতায় মিলযুক্ত শব্দ শনাক্ত করতে বলবেন। যেমন – ভাই যাই, দাঁতে সাথে ইত্যাদি। কবিতা দেখে শিক্ষার্থীদের পাশের জনের সাথে আলোচনা করে এরূপ মিলযুক্ত শব্দ বাছাই করে নিজেদের খাতায় লিখতে বলবেন। এরপর শিক্ষক একটি শব্দ বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে শব্দ বলতে বলবেন। এক্ষেত্রে বইয়ের বাইরের শব্দও বলার সুযোগ দিবেন।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

পিরিয়ড – ৬৭

বিষয়বস্তু: হাসি (হাসতে নাকি .... পিলে চমকে যায়।)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়ার চরণ দেখে দেখে বা না দেখে লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত কবিতার চরণ দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, শব্দ অন্বেষণ, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পুর্বের পাঠের অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের জন্য কিছু প্রশ্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক প্রথমে কবিতাটির প্রথম তিন পঙক্তি (১৬ লাইন) স্পষ্ট উচ্চারণে বলবেন/আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা সবাই আনন্দের সাথে কবিতাটি শুনছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের শব্দ ধরে আঙুল দিয়ে পড়া অনুসরণ করতে বলবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন - সকল শিক্ষার্থী আঙুল দিয়ে পাঠটি অনুসরণ করছে কি না। পাঠের নতুন অংশের বিশেষ শব্দগুলো (**রাঙ্গা, পিলে, চমকে** ইত্যাদি) বোর্ডে লিখবেন। শব্দের অর্থ বলে ও লিখে দিবেন।
- শিক্ষার্থী সাথে নিয়ে কয়েকবার আবৃত্তি করাবেন। পরে শিক্ষার্থীদের সমবেতভাবে দলে, জোড়ায় ও এককভাবে কবিতাটি বলার ও আবৃত্তির অনুশীলন করাবেন। অনুশীলনের সময় শব্দের উচ্চারণে সমস্যা থাকলে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক পাঠের নির্ধারিত ও পাঠের পূর্বের পিরিয়ডে যে সকল প্রশ্ন করেছিলেন তা বোর্ডে লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদের প্রথমে বই থেকে উত্তর খুঁজে মুখেমুখে বলতে বলবেন এবং পরে উত্তরগুরো খাতায় লিখতে বলবেন।
- কবিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের তিনটি/চারটি বাক্য লিখতে বলবেন। লেখা যাচাই করবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং পুনর্মূল্যায়ন করবেন।

পিরিয়ড – ৬৮

বিষয়বস্তু: হাসি (সম্পূর্ণ কবিতা)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ছড়া বা কবিতা শুনে অন্ত্যমিল শনাক্ত করতে পারবে।
- ছড়া শুনে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে ও লিখতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আনন্দদায়ক কাজের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোনিবেশের জন্য পূর্বের ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে এমন কিছু প্রশ্ন করবেন। উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক বলবেন, এই কবিতার শেষ চার লাইনসহ পুরো কবিতা আজ আমরা পড়ব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের শব্দ ধরে আঙুল দিয়ে পড়তে সহায়তা দিবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন - সকল শিক্ষার্থী আঙুল দিয়ে পাঠটি অনুসরণ করছে কি না। এরপর দেখে দেখে কবিতাটির শেষ চার লাইন প্রথমে কয়েকবার পড়তে সহায়তা করবেন। পরে শব্দ ধরে পুরো কবিতা পড়ার অনুশীলন করাবেন।
- পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থীদের পুরো কবিতাটি প্রথমে দলে, জোড়ায় ও এককভাবে আবৃত্তির অনুশীলন করার সুযোগ দিবেন। আবৃত্তির ক্ষেত্রে এমন কৌশল কবিতাসংশ্লিষ্ট কতিপয় প্রশ্ন করে মুখে মুখে উত্তর যাচাই করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বই বন্ধ করতে বলবেন এবং খাতা খুলতে বলবেন। শিক্ষক কবিতার একটি অংশবিশেষ পড়বেন ও শিক্ষার্থীদের তা শুনে এবং দাঁড়ি বিরামচিহ্ন ব্যবহার ঠিক রেখে লিখতে বলবেন (শ্রুতলিপি লেখার অনুশীলন)।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজেদের খাতায় পাঁচটি পাখি ও পাঁচটি মাছের নাম লিখতে বলবেন। এরপর পাঠ্যবইয়ে

ছবি দেখে বাক্য বলি ও লিখি অংশে নিজের মতো করে লিখতে বলবেন। লেখা শেষে শিক্ষার্থীদের কাজ মূল্যায়ন করবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতার মূলভাব/সারসংক্ষেপ প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের নিজে নিজেদের খাতায় কবিতা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখতে বলবেন। লেখা শেষে সকলের লেখা যাচাই করবেন। কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
- সবাইকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড – ৬৯

বিষয়বস্তু: হাসি (সম্পূর্ণ কবিতা)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ছড়া বা কবিতা শুনে অন্ত্যমিল শনাক্ত করতে পারবে।
- ছড়া শুনে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে ও লিখতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আনন্দদায়ক কাজের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোনিবেশের জন্য পূর্বের ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে এমন কিছু প্রশ্ন করবেন। উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের শব্দ ধরে আঙুল দিয়ে পড়তে সহায়তা দিবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন - সকল শিক্ষার্থী আঙুল দিয়ে পাঠটি অনুসরণ করছে কি না। এরপর দেখে দেখে কবিতাটি শব্দ ধরে দলগতভাবে ও এককভাবে পড়ার অনুশীলন করাবেন।

- পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থীদের পুরো কবিতাটি প্রথমে দলে, জোড়ায় ও এককভাবে আবৃত্তির অনুশীলন করার সুযোগ দিবেন। কবিতা সংশ্লিষ্ট কতিপয় প্রশ্ন করে মুখে মুখে উত্তর যাচাই করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বই বন্ধ করতে বলবেন এবং খাতা খুলতে বলবেন। শিক্ষক কবিতার একটি অংশবিশেষ পড়বেন ও শিক্ষার্থীদের তা শুনে এবং দাঁড়ি বিরামচিহ্ন ব্যবহার ঠিক রেখে লিখতে বলবেন (শ্রুতলিপি লেখার অনুশীলন)।
- এবার শিক্ষার্থীদের এককভাবে নিচের অংশটি লিখে বিভিন্ন বিরামচিহ্ন অনুসরণ করে পড়তে বলবেন।

কী সুন্দর পাখি!
দেখে জুড়ায় আঁখি,
আঁকবো খাতায় পাখি।
দেখতে কি চাও তা কি?

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতার মূলভাব/সারসংক্ষেপ প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের কবিতা সম্পর্কে নিজেদের মতো করে বলতে বলবেন এবং পরে তা চারটি বাক্যে খাতায় লিখতে বলবেন। লেখা শেষে সকলের লেখা যাচাই করবেন। কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
- সবাইকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

মূল্যায়ন:

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০৫.০১, ০১.০৩.১১.০১, ০১.০৩.১৭.০১, ০১.০৩.২৩.০১ ও ০১.০৩.২৪.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ – ১৬
আমাদের উৎসব

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।

৫.১ বিভিন্ন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৫.২ যুক্তবর্ণ ও ফলা যোগে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।

১২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প বিরামচিহ্ন মেনে, প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা ও আনন্দলাভ করা।

১৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ৮

পিরিয়ড বিভাজন:

পিরিয়ড-৭০	উৎসব মানে .... উৎসব দেখা যায়।
পিরিয়ড-৭১	১লা বৈশাখ .... আয়োজন করা হয়।
পিরিয়ড-৭২	মুসলমানদের প্রধান .... কোলাকুলি করে।
পিরিয়ড-৭৩	হিন্দুদের সবচেয়ে .... আলপনা আঁকে।
পিরিয়ড-৭৪	খ্রিষ্টানরা .... উপহার দিয়ে যাবেন।
পিরিয়ড-৭৫	বৌদ্ধদের সবচেয়ে .... প্রদীপ জালায়।
পিরিয়ড-৭৬	সম্পূর্ণ পাঠ
পিরিয়ড-৭৭	পুনরালোচনা।

পিরিয়ড – ৭০

বিষয়বস্তু: উৎসব মানে .... উৎসব দেখা যায়।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।

২০২৪

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলীয় কাজ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- নিম্নে প্রদত্ত কতিপয় প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানার চেষ্টা করবেন।

  – আমরা কখন আনন্দ করি? (সম্ভাব্য উত্তর: জন্মদিনে, বিভিন্ন উৎসবে ইত্যাদি)
  – কোন কোন দিনে আমরা আনন্দ করি? (ঈদে, পূজায়, ১লা বৈশাখে, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে)
  – কোন উৎসব আমরা কীভাবে পালন করি? ইত্যাদি

- শিক্ষক এ পর্যায়ে বলবেন, বিভিন্ন দিন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা উদ্‌যাপন করলেও উৎসব আমাদের সবার।
- শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া এই গল্পের ছবিগুলো ভালোভাবে দেখতে বলবেন। পাশের শিক্ষার্থীদের সাথে ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন এবং কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ছবি সম্পর্কে বলতে বলবেন। এক্ষেত্রে নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন–

  – কয়টি ছবি আছে ?
  – কোনটি কীসের ছবি?
  – এসব উৎসবে তারা কী করছেন?
  – আমরা এই উৎসবে/দিনে কী করি? ইত্যাদি।

- প্রশ্নোত্তরে ছবি সম্পর্কে ধারণা প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পাঠের শিরোনাম বলবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক প্রথমে পাঠের বিষয়বস্তু খুব সংক্ষেপে বলে দিবেন। এরপর পাঠের নির্ধারিত অংশটুকু স্পষ্ট উচ্চারণে পড়বেন। পড়ার সময় বিশেষ শব্দগুলোর অর্থ ও প্রয়োগ বলে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে পাঠের শব্দ ধরে ধরে অংশটুকু ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময়েই কতিপয় শব্দের উচ্চারণ অনুশীলন ও যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করবেন এবং অর্থ বলে দিবেন।
- পরে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে সাথে নিয়ে পড়ার অনুশীলন করাবেন। পড়ার সময়ে ছোটো ছোটো প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন। পড়ার সময় যেসকল শিক্ষার্থীর পাঠের শব্দের উচ্চারণে সমস্যা রয়েছে তা তাদের পড়ার সময়েই সংশোধন করে দিবেন।

- শিক্ষক পাঠের ভিতর থেকে কিছু বিশেষ শব্দ বলবেন। শব্দগুলো পাঠের কোথায় আছে তা শিক্ষক খুঁজে বের করতে বলবেন এবং ওই শব্দগুলো খাতায় লিখতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক দলগত পঠনের জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার করে পড়ার সুযোগ পায় এবং একাধিকবার শোনার সুযোগ পায়। সকল শিক্ষার্থীর পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থীদের সাধারণ ভুলগুলো সংশোধন করে দিবেন এবং এককভাবে পড়তে দিবেন।
- শিক্ষার্থীরা সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারছে কিনা তা যাচাই করবেন।
- নিম্নরূপ কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদের বলবেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর আজকের পাঠেই আছে। পাঠ থেকে উত্তর খুঁজে বের করে তা খাতায় লিখতে বলবেন।

    – উৎসব মানে কী?
    – উৎসব কীভাবে পালন করা হয়?
    – দেশকে ভালোবেসে কোন কোন উৎসব পালন করা হয়?
    – আমরা কেন উৎসব পালন করি?

- শিক্ষার্থীদের উত্তর লেখার পর কয়েকজন অগ্রবর্তী শিক্ষার্থীর উত্তর যাচাই করে তাদের অপরাপর শিক্ষার্থীর খাতা যাচাই করতে বলবেন। শিক্ষক নিজে ও পারগ শিক্ষার্থীর দ্বারা শিক্ষার্থীর সাধারণ ভুলগুলো শনাক্ত করে তার ওপর ফলাবর্তন প্রদান করবেন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

পিরিয়ড – ৭১

বিষয়বস্তু: ১লা বৈশাখ .... আয়োজন করা হয়।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

- গত ক্লাসে শিক্ষার্থীরা কী নতুন শব্দ শিখেছিল তা বলতে বলবেন। বলার সময় তারা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছে কিনা তা শুনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক আজ বলবেন, ১লা বৈশাখে আমরা কী করি? কীভাবে দিনটি পালন করি? বিদ্যালয়ে দিনটি কীভাবে উদ্‌যাপন করা যায়? ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় আলোচনার সুযোগ দিয়ে বলতে বলবেন। এরপর ১লা বৈশাখ পালনের একটি ছবি/ভিডিয়ো প্রদর্শন করে ওই উৎসবে কী কী করা হয়েছে তা বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর আগের দিনের অনুরূপে শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে পাঠের শব্দ ধরে ধরে আগের দিনে পড়া অংশসহ আজকের পাঠ্যাংশটি ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময় বিশেষ শব্দগুলোর উচ্চারণ অর্থসহ বলে দিবেন। পরে সকল শিক্ষার্থীকে সাথে নিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে পড়ার অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে, জোড়ায় ও এককভাবে পড়ার অনুশীলন করাবেন। এরপর বোর্ডে নিম্নরূপ প্রশ্ন লিখে দিবেন। এই প্রশ্নের উত্তর আজকের পাঠের মধ্যে আছে তা শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন। দলগতভাবে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে উত্তরগুলো প্রত্যেকের খাতায় লিখতে বলবেন।

প্রশ্ন:

- বছরের প্রথম দিনকে আমরা কী বলি?
- নববর্ষে কোথায় মেলা বসে?
- মেলায় কী কী থাকে?
- মেলায় কী কী বিক্রি হয়?
- আমরা কেন নববর্ষ পালন করি?

- শিক্ষার্থীদের লেখা উত্তরগুলো শিক্ষক যাচাই করবেন। খেয়াল রাখবেন পাঠ্যবইয়ের উত্তর না লিখে যদি শিক্ষার্থী নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে উত্তর দেয় তা বিবেচনায় নিবেন।
- শিক্ষক এরপর 'আমরা ১লা বৈশাখে কী কী করি?'তা ৪টি বাক্যে লিখতে বলবেন।
- শিখন চাহিদা আছে এমন শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন।

পিরিয়ড – ৭২

বিষয়বস্তু: মুসলমানদের প্রধান .... কোলাকুলি করে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।

- পাঠের অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, সংশ্লিষ্ট ছবি, শব্দকার্ড।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, শ্রুতিলিখন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- গত ক্লাসে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম শিক্ষার্থীদের তা বলতে বলবেন। বলার সময় তারা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছে কিনা তা শুনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক আজ বলবেন, মুসলমানদের প্রধান উৎসব কী? উৎসব দুটির নাম কী? কীভাবে দিনটি পালন করি? ওইদিন আমরা কী কী করি? ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় আলোচনার সুযোগ দিয়ে বলতে বলবেন। এরপর সংশ্লিষ্ট ছবি প্রদর্শন করে ওই উৎসবে কী কী করা হয়েছে তা বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর আগের দিনের অনুরূপে শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে পাঠের শব্দ ধরে ধরে আগের দিনে পড়া অংশসহ আজকের পাঠ্যাংশটি ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময় বিশেষ শব্দগুলোরউচ্চারণ অর্থসহ বলে দিবেন। পরে সকল শিক্ষার্থীকে সাথে নিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে পড়ার অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে, জোড়ায় ও এককভাবে পড়ার অনুশীলন করাবেন। এরপর বোর্ডে নিম্নরূপ প্রশ্ন লিখে দিবেন। এই প্রশ্নের উত্তর আজকের পাঠের মধ্যে আছে তা শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন। দলগতভাবে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে উত্তরগুলো প্রত্যেকের খাতায় লিখতে বলবেন।

  প্রশ্ন:

  - মুসলমানদের প্রধান উৎসব কী?
  - উৎসব দুটির নাম কী?
  - কীভাবে দিনটি পালন করি?
  - ওইদিন আমরা কী কী করি?
  - ঈদের দিনে আমরা কোথায় যাই?
  - কেন আমরা ঈদের দিনে বড়োদের সালাম করব?

- শিক্ষার্থীদের লেখা উত্তরগুলো শিক্ষক যাচাই করবেন। খেয়াল রাখবেন পাঠ্যবইয়ের উত্তর না লিখে যদি শিক্ষার্থী নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে উত্তর দেয় তা বিবেচনায় নিবেন।
- শিক্ষক এরপর আজকে পড়ার অংশ থেকে কিছু অংশ শ্রুতলিখনের ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাতা পারস্পর পরিবর্তন করে পাঠ দেখে শিক্ষার্থীদের অন্যের লেখা যাচাই করতে সহায়তা দিবেন। যাচাইয়ের সময় সংশ্লিষ্ট বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা, প্রশ্নবোধক) সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা দেখবেন।
- শিখন চাহিদা আছে এমন শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন।

পিরিয়ড – ৭৩

বিষয়বস্তু: হিন্দুদের সবচেয়ে .... আলপনা আঁকে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাঠের ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- গত ক্লাসে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম শিক্ষার্থীদের তা বলতে বলবেন। বলার সময় তারা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছে কিনা তা শুনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক আজ বলবেন, হিন্দুদের প্রধান উৎসব কী? এই পূজা কোন ঋতুতে অনুষ্ঠিত হয়? হিন্দুদের আর কী কী উৎসব আছে? কীভাবে দিনটি পালন করা হয়? ওই দিন আমরা কী কী করি? ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় আলোচনার সুযোগ দিয়ে বলতে বলবেন। এরপর সংশ্লিষ্ট ছবি/ভিডিয়ো প্রদর্শন করে ওই উৎসবে কী কী করা হয়েছে তা বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর আগের দিনের অনুরূপে শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে পাঠের শব্দ ধরে ধরে আগের দিনে পড়া অংশসহ আজকের পাঠ্যাংশটি ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময় বিশেষ শব্দগুলো উচ্চারণ অর্থসহ বলে দিবেন। পরে সকল শিক্ষার্থীকে সাথে নিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে পড়ার অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে, জোড়ায় ও এককভাবে পড়ার অনুশীলন করাবেন। এরপর বোর্ডে নিম্নরূপ প্রশ্ন লিখে দিবেন। এই প্রশ্নের উত্তর আজকের পাঠের মধ্যে আছে তা শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন। দলগতভাবে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে উত্তরগুলো প্রত্যেকের খাতায় লিখতে বলবেন।

প্রশ্ন:

- হিন্দুদের প্রধান উৎসব কী?
- এই পূজা কোন ঋতুতে অনুষ্ঠিত হয়?
- হিন্দুদের আর কী কী উৎসব আছে?
- কীভাবে দিনটি পালন করা হয়?

– ওই দিন আমরা কী কী করি?

- শিক্ষার্থীদের লেখা উত্তরগুলো শিক্ষক যাচাই করবেন। খেয়াল রাখবেন পাঠ্যবইয়ের উত্তর না লিখে যদি শিক্ষার্থী নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে উত্তর দেয় তা বিবেচনায় নিবেন।
- শিক্ষক এ পর্যন্ত পড়া কতিপয় বিশেষ শব্দ বোর্ডে লিখে দিবেন। এরপর ওই শব্দ দিয়ে শিক্ষার্থীদের ২টি করে বাক্য লিখতে বলবেন।
- শিখন চাহিদা আছে এমন শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন।

পিরিয়ড – ৭৪

বিষয়বস্তু: খ্রিষ্টানরা .... উপহার দিয়ে যাবেন।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।

দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- গত ক্লাসে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম শিক্ষার্থীদের তা বলতে বলবেন। বলার সময় তারা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছে কিনা তা শুনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক আজ বলবেন, খ্রিষ্টানদের প্রধান উৎসবের নাম কী? কত তারিখে এই পালন করা হয়? এই দিন কীভাবে সাজানো হয়? বড়দিনে কোন রঙের পোশাক পরা হয়? কেন লাল রঙের পোশাক পরা হয়? ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় আলোচনার সুযোগ দিয়ে বলতে বলবেন। এরপর সংশ্লিষ্ট ছবি/ভিডিয়ো প্রদর্শন করে ওই উৎসবে কী কী করা হয়েছে তা বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর আগের দিনের অনুরূপে শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে পাঠের শব্দ ধরে ধরে আগের দিনে পড়া অংশসহ আজকের পাঠ্যাংশটি ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময় বিশেষ শব্দগুলোর উচ্চারণ অর্থসহ বলে দিবেন। পরে সকল শিক্ষার্থীকে সাথে নিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে পড়ার অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে, জোড়ায় ও এককভাবে পড়ার অনুশীলন করাবেন। এরপর বোর্ডে

নিম্নরূপ প্রশ্ন লিখে দিবেন। এই প্রশ্নের উত্তর আজকের পাঠের মধ্যে আছে তা শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন। দলগতভাবে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে উত্তরগুলো প্রত্যেকের খাতায় লিখতে বলবেন।

প্রশ্ন:

- খ্রিষ্টানদের প্রধান উৎসবের নাম কী?
- কত তারিখে এই পালন করা হয়?
- এই দিন কীভাবে সাজানো হয়?
- বড়োদিনে কোন রঙের পোশাক পরা হয়?
- কেন লাল রঙের পোশাক পরা হয়?
- বড়োদিনে শিশুদের জন্য কে উপহার নিয়ে আসেন?

- শিক্ষক লেখা উত্তরগুলো যাচাই করবেন। খেয়াল রাখবেন পাঠ্যবইয়ের উত্তর না লিখে যদি শিক্ষার্থী নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে উত্তর দেয় তা বিবেচনায় নিবেন।
- শিক্ষক এ পর্যন্ত পড়া কতিপয় বিশেষ শব্দ বোর্ডে লিখে দিবেন। এরপর ওই শব্দ দিয়ে শিক্ষার্থীদের ২টি করে বাক্য লিখতে বলবেন।
- শিখন চাহিদা আছে এমন শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন।

পিরিয়ড – ৭৫

বিষয়বস্তু: বৌদ্ধদের সবচেয়ে .... প্রদীপ জালায়।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বিভিন্ন ধরনের বাংলা শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।
- পাঠের অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, সংশ্লিষ্ট ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

- গত ক্লাসে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম শিক্ষার্থীদের তা বলতে বলবেন। বলার সময় তারা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছে কিনা তা শুনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক আজ বলবেন, বৌদ্ধদের প্রধান উৎসবের নাম কী? কখন এই উৎসব পালন করা হয়? এই দিন কীভাবে সাজানো হয়? ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় আলোচনার সুযোগ দিয়ে বলতে বলবেন। এরপর সংশ্লিষ্ট ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করে ওই উৎসবে কী কী করা হয়েছে তা বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর আগের দিনের অনুরূপে শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে পাঠের শব্দ ধরে ধরে আগের দিনে পড়া অংশসহ আজকের পাঠ্যাংশটি ২/৩ বার পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময় বিশেষ শব্দগুলোরউচ্চারণ অর্থসহ বলে দিবেন। পরে সকল শিক্ষার্থীকে সাথে নিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে পড়ার অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে, জোড়ায় ও এককভাবে পড়ার অনুশীলন করাবেন। এরপর বোর্ডে নিম্নরূপ প্রশ্ন লিখে দিবেন। এই প্রশ্নের উত্তর আজকের পাঠের মধ্যে আছে তা শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন। দলগতভাবে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে উত্তরগুলো প্রত্যেকের খাতায় লিখতে বলবেন।

  প্রশ্ন:

  - বৌদ্ধদের প্রধান উৎসবের নাম কী?
  - কখন এই উৎসব পালন করা হয়?
  - এই দিন কীভাবে সাজানো হয়?

- শিক্ষার্থীদের লেখা উত্তরগুলো শিক্ষক যাচাই করবেন। খেয়াল রাখবেন পাঠ্যবইয়ের উত্তর না লিখে যদি শিক্ষার্থী নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে উত্তর দেয় তাও বিবেচনায় নিবেন।
- এ পর্যায়ে পাঠ্য বইয়ের ৫০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ভাষিক কাজ (খালিঘর পূরণ এবং মিলকরণ কার্যক্রম) শিক্ষার্থীদের দিয়ে অনুশীলন করাবেন। শিখন চাহিদা আছে এমন শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন।

পিরিয়ড – ৭৬

বিষয়বস্তু: সম্পূর্ণ পাঠ

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বিভিন্ন ধরনের বাংলা শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।
- পাঠের অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক পুরো পাঠটি ধারাবাহিকভাবে বলবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের ছোটো ছোটো *প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলার অনুশীলন করাবেন।*
- বইয়ের ৫১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ভাষিক কাজ (বুঝে নিই, মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি, নিচের ছবি দেখি এবং কোনটি কোন উৎসবের ছবি তা বলি ও লিখি) অনুশীলন করাবেন। শিক্ষার্থীদের কাজ যাচাই করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঁচটি দলে ভাগ করবেন। প্রত্যেক দলকে নিম্নরূপ উৎসব আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়ার দায়িত্ব প্রদান করবেন। তাদের তালিকা তৈরি করতে সহায়তা করবেন।

দল	উৎসব	যা লাগবে
১	১লা বৈশাখ	
২	ঈদ	
৩	পূজা পার্বণ	
৪	বড়োদিন	
৫	বৌদ্ধ পূর্ণিমা	

- এরপর শিক্ষার্থীদের বলবেন, আগামীদিন শ্রেণিতে বিভিন্ন উৎসবের কর্নার/স্টল-এর আয়োজন করা হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আনার/সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করবেন। কী কী উপকরণ লাগবে তার একটি তালিকা তৈরিতে সহায়তা করবেন। তা স্কুলে আনার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন।

পিরিয়ড – ৭৭

বিষয়বস্তু: পুনরালোচনা

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বিভিন্ন ধরনের বাংলা শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।

- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।
- পাঠের অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক পুরো গল্পটি ধারাবাহিকভাবে বলবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা ৫টি স্থান নির্বাচন করে দিবেন। বলবেন, ১০ মিনিটের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী স্টল/কর্নার সাজাতে হবে। শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
- এবার নির্ধারিত সময় শেষে দলগতভাবে একদলের কর্নার অন্য দলকে পর্যায়ক্রমে পরিদর্শন করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠের বিষয়বস্তুর আলোকে এবং নিজ অভিজ্ঞতায় স্টল/কর্নার কতটা ভালো হয়েছে বা আর কী করা যেতোতা আলোচনার সুযোগ দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের নিকট জিজ্ঞেস করবেন, আমরা আর কী কী উৎসব পালন করি? (সম্ভাব্য উত্তর: জন্মদিন, বিয়ে ইত্যাদি)। শিক্ষার্থীদের এই পাঠের মূলবক্তব্য আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরবেন।

মূল্যায়ন:

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০১.০১, ০১.০৩.০৬.০১, ০১.০৩.০৭.০১, ০১.০৩.১২.০১, ০১.০৩.১৭.০১ ও ০১.০৩.১৮.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ১৭
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।

৫.১ বিভিন্ন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৫.২ যুক্তবর্ণ ও ফলা যোগে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।

১১.১ চিত্র ও ছক সম্বলিত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা, প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারা।

১৩.১, পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা-৬

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড – ৭৮	তখন ছিল .... করল আন্দোলন।
পিরিয়ড – ৭৯	১৯৫২ সালের .... বাংলা চাই।
পিরিয়ড – ৮০	পাকিস্তান সরকার ....সিদ্ধান্ত নিল।
পিরিয়ড – ৮১	মিছিলের প্রথম....................... লাল হয়ে গেল।
পিরিয়ড – ৮২	এই ঘটনার .... কয়েকজন।
পিরিয়ড – ৮৩	শেষ পর্যন্ত ...... পালন করা হয়।

পিরিয়ড - ৭৮

বিষয়বস্তু: তখন ছিল .... করল আন্দোলন।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠ দানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনোকাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি) করাবেন।
- শিক্ষক আগের দিনের পাঠের বিষয় এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

    – আমরা যে ভাষায় কথা বলি সে ভাষার নাম কী?
    – ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে আমরা কোথায় ফুল দিতে যাই?
    – সেদিন আমরা কোন গান গাই?

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, তারা গানটি জানে কিনা, তারপর একসাথে গাইবেন "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ....।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, এই গানটি আমাদের ভাষাশহিদদের জন্য রচিত হয়েছিল। এরপর আমাদের ভাষাশহিদদের নাম জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা না পারলে সহযোগিতা করবেন। (সালাম, বরকত,রফিক, জব্বার ....)।
- তারপর বলবেন এখন আমরা চমৎকার একটি ছবি দেখব। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ভাষা আন্দোলনের ছবি দেখিয়ে তাদের ভাবতে বলবেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

    – ছবিতে কী কী দেখতে পাচ্ছ?
    – ছবির মানুষগুলোর নাম জানো কি?
    – ছবির মানুষগুলোর নাম বলো।

- শিক্ষার্থীর উত্তর জানার পর শিক্ষক বলবেন, ছবির এই মানুষগুলো আমাদের বাংলা ভাষার জন্য লড়াই করে জীবন দিয়েছেন। তাঁরা বলেছিলেন "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" ।আজকের পাঠে আমরা সেকথা আরও ভালো করে জানতে পারব, বলেপাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখবেন।
- এরপর "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" পাঠটি সংক্ষেপে বলবেন। তারপর পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার

পড়বেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন -পাকিস্তানিরা কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল?

- তারপর পাঠে বৈচিত্র্য এনে আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে অনুসরণ করবে। শিক্ষক শব্দকার্ড দেখিয়ে শাসন, রাষ্ট্রভাষা, উর্দু শব্দগুলো অর্থসহ বুঝিয়ে বলবেন। শাসন অর্থ পরিচালনা করা। দেশ পরিচালনা করা। রাষ্ট্রভাষা অর্থ রাষ্ট্রের সকল কাজে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়।উর্দু হলো একটি ভাষার নাম। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হলো উর্দু। শিক্ষক বুঝিয়ে বলবেন। এরপর শিক্ষক উদাহরণ বোঝাতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন -পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম কী?
- তারপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে যুক্তবর্ণের ও ফলাচিহ্নের শব্দ খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। তিনি বলবেন পাকিস্তানের, রাষ্ট্রভাষা শব্দগুলোতে স, ষ বর্ণের সাথে যুক্তব্যঞ্জন আছে। আবার, ষ বর্ণের সাথে যুক্ত ট বর্ণের সাথে র-ফলা রয়েছে। আমরা উচ্চারণের সময় এগুলো খুব খেয়াল করে উচ্চারণ করব।
- র-ফলা উচ্চারণের অনুশীলন করার পর তিনি যুক্তবর্ণের শব্দ পাকিস্তানের, রাষ্ট্রভাষা শব্দকার্ড দেখিয়ে এর উচ্চারণ অনুশীলনের পর যুক্তবর্ণ আলাদা করে দেখাবেন।

স্ত	স	ত
”	ষ	ট
ষ্ট্র	ষ্ট	র-ফলা

- নতুন শব্দ তৈরিতে সহযোগিতা করবেন। গোস্ত, রাস্তা, নাস্তা ইত্যাদি।এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে দিবেন।যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো (উচ্চারণ, গতি, স্পষ্টতা ইত্যাদি) শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।
- আজ আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই গল্পে আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা বিষয়ে অনেক তথ্য জেনেছি। আগামী পাঠে আমরা আরও অনেক নতুন তথ্য জানতে পারব।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য নিচের পারদর্শিতার সূচকভিত্তিক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পরিমাপ করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পিরিয়ড - ৭৯

বিষয়বস্তু: ১৯৫২ সালের .... বাংলা চাই।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বাক্য লিখতে পারবে। উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাঠের ছবি, ভিডিও, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি /কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনোকাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক আগের দিনের পাঠের বিষয় এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

  – আমরা কোন ভাষায় কথা বলি?
  – পাকিস্তান আমলে আমাদের শাসন করত কারা?
  – বাঙালিরা কোন ভাষার জন্য আন্দোলন করেছিল?

- তারপর বলবেন এখন আমরা চমৎকার একটি ভিডিও দেখব। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ভাষা আন্দোলন ও শহিদ মিনারে ফুল দেওয়ার ভিডিয়ো দেখিয়ে তাদের ভাবতে বলবেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

  – ভিডিয়োতে কী কী দেখতে পাচ্ছো?
  – ভিডিয়োর মানুষগুলো কী করছে?
  – ভিডিয়োর মিনারটির নাম বলো।

- শিক্ষার্থীর উত্তর জানার পর শিক্ষক বলবেন, ভিডিওর এই মানুষগুলো আমাদের বাংলা ভাষার জন্য লড়াই করে জীবন দিয়েছেন।তাঁদের স্মরণে আমরা শহিদমিনারে ফুল দেই। তাঁরা বলেছিলেন "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।" আজকের পাঠে আমরা সেকথা আরও ভালো করে জানতে পারব, বলে আজকের পাঠের অংশটুকু

বলে দিবেন।

- তারপর পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক কয়েকবার পড়বেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশ্যে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন– পোস্টারে কী লেখা ছিল?
- তারপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে নতুন শব্দ খুঁজতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক শব্দকার্ড দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, পোস্টার শব্দগুলো অর্থসহ বুঝিয়ে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে যুক্তবর্ণের ও ফলাচিহ্নের শব্দ খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। তিনি বলবেন বিশ্ববিদ্যালয়, পোস্টার শব্দগুলোতে শ, স, বর্ণের সাথে যুক্তব্যঞ্জন আছে। আবার দ বর্ণের সাথে য-ফলা রয়েছে। আমরা উচ্চারণের সময় এগুলো খুব খেয়াল করে উচ্চারণ করবো। য-ফলা উচ্চারণের অনুশীলন করার পর তিনি যুক্তবর্ণের শব্দ বিশ্ববিদ্যালয়, পোস্টার শব্দকার্ড দেখিয়ে এর উচ্চারণ অনুশীলনের পর যুক্তবর্ণ আলাদা করে দেখাবেন। যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করতে বলবেন।

শ্ব	শ	ব
÷	স	ট
দ্য	দ	য-ফলা

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।

  – ১৯৫২ খ্রি. পোস্টারে কী লিখেছিল?
  – শ্ব, স্ট যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লেখ ও একটি করে নতুন শব্দ লিখ।
  – তোমার পাঠ্যবইয়ের ভাষিক কাজের বাক্য বলি ও লিখি অংশে পোস্টার শব্দটি দিয়ে একটি বাক্য লিখ।

- আজ আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই গল্পে আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা বিষয়ে অনেক তথ্য জেনেছি। আগামীতে আমরা আরও অনেক তথ্য জানতে পারব।

পিরিয়ড - ৮০

বিষয়বস্তু: পাকিস্তান সরকার ....সিদ্ধান্ত নিল।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।

- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠ দানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক আগের দিনের পাঠের বিষয় এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

  - কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ভাষা আন্দোলন করেছিল?
  - তারা আগের দিন রাতে কী লিখেছিল?
  - সেদিন কত তারিখ ছিল?

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, বলতো ভাষা আন্দোলন আমাদের জন্য প্রয়োজন ছিল কিনা? তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর বলবেন, হ্যাঁ, এই আন্দোলনের ফলেই আমরা বাংলা ভাষা পেয়েছি। এখন সবসময় আমরা বাংলায় কথা বলি। বলে পাঠের অংশটুকু বোর্ডে লিখবেন।
- তারপর পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন – কোন সরকার ভয় পেয়ে গিয়েছিল?
- তারপর পাঠে বৈচিত্র্য এনে প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল পড়তে বলবেন। শিক্ষক শব্দকার্ড দেখিয়ে একত্র, মিছিল শব্দগুলো অর্থসহ বুঝিয়ে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠ্যাংশ থেকে যুক্তবর্ণ আছে এমন শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ থেকে যুক্তবর্ণটি শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন এবং যুক্তবর্ণটি ভেঙে দেখাবেন।

দ্ধ	দ	ধ
ন্ত	ন	ত

- যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ তৈরিতে সহযোগিতা করবেন। যেমন- বদ্ধ, বুদ্ধ, সিদ্ধ, শান্ত, দুরন্ত ইত্যাদি। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে দিবেন। যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে

ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।

  - পাকিস্তান সরকার কী বলেছিল?
  - সিদ্ধান্ত শব্দে যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখ এবং একটি করে নতুন শব্দ তৈরি করো।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে বসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের জন্য একটি করে শ্লোগান লিখতে বলবেন।প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে কিনা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন।প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

পিরিয়ড - ৮১

বিষয়বস্তু: মিছিলের প্রথম........................ লাল হয়ে গেল।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করে আনন্দদায়ক পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক আগের দিনের পাঠের বিষয় এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সাথে মিল করতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

  - পাকিস্তান সরকার কী বলেছিল?
  - কারা কোনো বাধা মানল না?
  - ছাত্রছাত্রীরা কবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়ো হয়েছিল?

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, বলতো এই আন্দোলন কীসের জন্য হয়েছিল? শিক্ষক

শিক্ষার্থীদের উত্তর শুনবেন এবং পাঠের অংশটুকু বোর্ডে লিখবেন।

- শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে ধরতে বলবেন। এরপর শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন। বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশ্যে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন -

  – মিছিলের স্লোগানটি কী ছিল?

- শিক্ষক পাঠে বৈচিত্র্য এনে আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে অনুসরণ করবে। এরপর শিক্ষক বিশেষ শব্দ বাছাইয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শব্দকার্ড দেখিয়ে মুষ্টিবদ্ধ, স্লোগান, শহিদ শব্দগুলো অর্থসহ বুঝিয়ে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশ থেকে যুক্তবর্ণের শব্দ খুঁজতে বলবেন এবং এ কাজে সহায়তা করবেন। তিনি বলবেন মুষ্টিবদ্ধ, স্লোগান, জব্বার শব্দগুলোতে যুক্তবর্ণ রয়েছে। আমরা উচ্চারণের সময় এগুলো খুব খেয়াল করে উচ্চারণ করবো।
- উচ্চারণের অনুশীলন করার পর তিনি যুক্তবর্ণের শব্দ মুষ্টিবদ্ধ, স্লোগান, জব্বার শব্দকার্ডদেখিয়ে এর উচ্চারণ অনুশীলনের পর যুক্তবর্ণ আলাদা করে দেখাবেন।

ষ্ট	ষ	ট
দ্ধ	দ	ধ
শ্ল	শ	ল
ব্ব	ব	ব

- নতুন শব্দ তৈরিতে সহযোগিতা করবেন। কষ্ট, নষ্ট, সিদ্ধ, সংশ্লিষ্ট, আব্বা ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে দিবেন।যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো (উচ্চারণ, গতি, স্পষ্টতা ইত্যাদি) শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে প্রশ্ন করে তথ্য জানতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক সকলকে প্রশ্ন তৈরির জন্য তৈরি হতে বলবেন। তারপর সুস্পষ্টভাবে তিনি এর ধারণা দিবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং সাথে সাথে প্রস্তুতি নিবে। তারপর দলভিত্তিক প্রশ্ন করে আনন্দের সাথে তথ্য বিনিময় করবে। অন্যরা উপভোগ করবে। এবার চমৎকার দলীয় কাজের জন্য শিক্ষক সকলকে ধন্যবাদ দিবেন।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।

  – মিছিলের প্রথম দলটি কাদের ছিল?
  – একজন ভাষা শহিদের সম্পর্কে দুটি বাক্য লিখ।
  – খালিঘরে শব্দ বসাও। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে কিনা তা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মুল্যায়ন করবেন।
- আজ আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই পাঠে ছাত্র ছাত্রীদের মিছিলে পুলিশের গুলি আর রাজপথ রক্তে লাল হওয়ার তথ্য জেনেছি। আগামী পাঠে এই বিষয়ে আরো অনেক নতুন তথ্য জানতে পারব।

পিরিয়ড - ৮২

বিষয়বস্তু: এই ঘটনার .....কয়েক জন।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বিভিন্ন ধরনের বাংলা শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।
- পাঠের অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি) করাবেন।
- শিক্ষক আগের দিনের পাঠের বিষয় এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

  - ভাষাশহিদ কারা?
  - কয়েকজন ভাষাশহিদের নাম বলো।
  - কারা গুলি চালিয়েছিল?
  - মিছিলে স্লোগান কী ছিল?

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, বলতো ভাষার এই যুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দিল তাঁদের কী

বলা হয়? তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর বলবেন, হ্যাঁ, শহিদ বলা হয়। আমরা সবসময় তাঁদের শ্রদ্ধাভরে মনে রাখবো। আজ এই পাঠে ভাষা আন্দোলন বিষয়ে আমরা আরো অনেক তথ্য জানবো বলেই, পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখবেন।

- তারপর পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন -

   – পুলিশের ভয়ে এদেশের মানুষ কি থেমে গিয়েছিল?

- তারপর পাঠে বৈচিত্র্য এনে আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে অনুসরণ করবে। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নতুন শব্দ খুঁজে পেতে সহযোগিতা করবেন।শিক্ষক শব্দকার্ড দেখিয়ে ক্ষোভ, সমাবেশ, আক্রমণ শব্দগুলো অর্থসহ বুঝিয়ে বলবেন। ক্ষোভে অর্থ অস্থির হয়ে। সমাবেশ অর্থ একসাথে হওয়া বা একত্রে অবস্থান নেওয়া। আক্রমণ অর্থ হামলা। এখানে শিক্ষক বাস্তবে দেখিয়ে বুঝিয়ে বলবেন। এরপর শিক্ষক উদাহরণ বোঝাতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন –

   – এই পাঠে কারা ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল?

- তারপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে যুক্তবর্ণের ও ফলাচিহ্নের শব্দ খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। তিনি বলবেন আক্রমণ শব্দে ক বর্ণের সাথে র-ফলা রয়েছে। আমরা উচ্চারণের সময় এগুলো খুব খেয়াল করে উচ্চারণ করব। র-ফলা উচ্চারণের অনুশীলন করার পর তিনি কার্ডে ক বর্ণের র-ফলা দেখাবেন।
- নতুন শব্দ তৈরিতে সহযোগিতা করবেন। প্রান্ত, শ্রেণি, ছাত্র, ছাত্রী ইত্যাদি।এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে দিবেন। যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো (উচ্চারণ, গতি, স্পষ্টতা ইত্যাদি) শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে প্রশ্ন করে তথ্য জানতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক সকলকে প্রশ্ন তৈরির জন্য প্রস্তুত হতে বলবেন। তারপর সুস্পষ্টভাবে তিনি এর ধারণা দিবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং সাথে সাথে প্রস্তুতি নিবে। তারপর দলভিত্তিক প্রশ্ন করে আনন্দের সাথে তথ্য বিনিময় করবে। অন্যরা উপভোগ করবে। এবার চমৎকার দলীয় কাজের জন্য শিক্ষক সকলক ধন্যবাদ দিবেন।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।

   – কেন দেশের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল?

- খালিঘরে শব্দ বসাও।
- দাবি আদায়ের জন্য অনেক মানুষ একসাথে হয়ে.......করে।
- তোমার পাঠ্যবইয়ের ভাষিক কাজের, ছবি দেখে নাম বলি এবং একটি করে বৈশিষ্ট্য লিখিতে শেষ ছবিটির একটি বর্ণনা লিখ।
- একুশে ফেব্রুয়ারি বিষয়ে দুটি বাক্য লিখ।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে কিনা তা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।
- আজ আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই পাঠে সারা দেশের মানুষের ক্ষোভের তথ্য জেনেছি। আগামী পাঠে এই বিষয়ে আরো অনেক তথ্য জানতে পারব।

পিরিয়ড - ৮৩

বিষয়বস্তু: শেষ পর্যন্ত ...... করা হয়।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বিভিন্ন ধরনের বাংলা শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।
- পাঠের অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোন কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি) করবেন। শিক্ষক আগের দিনের পাঠের বিষয় এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

  - চারজন ভাষা শহিদের নাম বল।
  - কাদেরকে শহিদ বলা হয়? কেন?
  - "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" কোন আন্দোলনের স্লোগান ছিল?

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, ভাষার এই যুদ্ধে যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন তাদের কয়েকজনের নাম বল।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর বলবেন, হ্যাঁ, আমরা সবসময় তাঁদের শ্রদ্ধাভরে মনে রাখবো। আজ এই পাঠে ভাষা আন্দোলন বিষয়ে আমরা আরও অনেক তথ্য জানবো,বলেই পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখবেন।
- তারপর পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন -

    – পুলিশের ভয়ে এদেশের মানুষ কি থেমে গিয়েছিল?

- তারপর আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে অনুসরণ করবে। শিক্ষক শব্দকার্ড দেখিয়ে আন্তর্জাতিক শব্দটি অর্থসহ বুঝিয়ে বলবেন। আন্তর্জাতিক অর্থ নিজের দেশ ছাড়াও আরও অনেক দেশের নিয়ম রীতি।
- এরপর শিক্ষক উদাহরণ বোঝাতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন – ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা কোন দেশের খেলা? শিক্ষার্থীদের উত্তর জানার পর শিক্ষক বলবেন এগুলো আন্তর্জাতিক খেলা।
- তারপর বলবেন, এবার বলো – আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কত তারিখে পালিত হয়? তারপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে যুক্তবর্ণের ও ফলাচিহ্নের শব্দ খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। তিনি বলবেন ফেব্রুয়ারি শব্দে ক বর্ণের সাথে র-ফলা রয়েছে। আমরা উচ্চারণের সময় এগুলো খুব খেয়াল করে উচ্চারণ করব। র-ফলা উচ্চারণের অনুশীলন করার পর তিনি কার্ডে ব বর্ণের র-ফলা দেখাবেন।
- নতুন শব্দ তৈরিতে সহযোগিতা করবেন। প্রাপ্তি, প্রাপ্য ইত্যাদি।এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে দিবেন। যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো (উচ্চারণ, গতি, স্পষ্টতা ইত্যাদি) শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে প্রশ্ন করে তথ্য জানতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক সকলকে প্রশ্ন তৈরির জন্য প্রস্তুত হতে বলবেন। কীভাবে প্রশ্ন করতে হবে সেবিষয়ে একটি উদাহরণ দিবেন। প্রশ্নগুলো পুনরাবৃত্তি পরিহার করে বোর্ডে লিখবেন।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলোর উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন।

    – কোন দেশের মানুষ ভাষার জন্য যুদ্ধ করেছিল?
    – তোমার রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে দুটি বাক্য লিখ।

– কত তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়? তোমার বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রস্তুতি বিষয়ে দুইটি বাক্য লিখ।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে কিনা তা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০১.০১, ০১.০৩.০৬.০১, ০১.০৩.০৭.০১, ০১.০৩.১২.০১, ০১.০৩.১৬.০১ ও ০১.০৩.১৮.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ১৮
আজিকার শিশু

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে বলা ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

৮.১ চিত্র ও ছবি সম্বলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প সাবলীলভাবে বলতে পারা এবং বিষয়বস্তু বলতে পারা।

১২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প বিরামচিহ্ন মেনে, প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

১৬.১ পাঠের অন্তর্ভুক্ত, ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে বা না দেখে লিখতে পারা।

১৬.২ পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার মূলভাব এবং নিজ অভিজ্ঞতা/ মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ০৫

পিরিয়ড বিভাজন:

পিরিয়ড-৮৪	আমাদের যুগে --------গগন জুড়ি।
পিরিয়ড-৮৫	উত্তর মেরু ------------করিয়া হবে।
পিরিয়ড-৮৬	তোমাদের ঘরে -------বাঁধি প্রীতিডোর।
পিরিয়ড-৮৭	সম্পূর্ণ কবিতা।
পিরিয়ড-৮৮	সম্পূর্ণ কবিতা।

পিরিয়ড - ৮৪

বিষয়বস্তু: আমাদের যুগে --------গগন জুড়ি।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: দলগত আলোচনা, শব্দ অন্বেষণ, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষক পাঠের ছবিটি শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে দেখতে বলবেন এবং ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন–
    - ছবিতে কী দেখতে পাওয়া যায়?
    - ছবিতে কে কী করছে?
    - ছবিতে কী কী আছে?
- যে সকল শিক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে দুই একজনকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে শিক্ষক শিরোনামটি বোর্ডে লিখে দিবেন এবং কবিতা মূল বিষয় সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয় ভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন যাতে শিক্ষার্থীরা কবিতা শুনতে আগ্রহ বোধ করে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে প্রথমে পুরো কবিতাটি স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে বলবেন/আবৃত্তি করবেন। পরে আজকের পাঠের নির্ধারিত অংশ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে ছন্দের তালে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। সকল শিক্ষার্থী মনোযোগ দিয়ে কবিতাটি শুনছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- শিক্ষক পাঠের কতিপয় শব্দ (**গগন, জুড়ি, তলে, যুগে**) এর অর্থ, উচ্চারণ বলে দিবেন। প্রয়োজনে শব্দগুলো বোর্ডে লিখে বুঝিয়ে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের দ্বারা সঠিভাবে উচ্চারণ করাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের শব্দ ধরে আঙুল দিয়ে পড়া অনুসরণ করতে বলবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন- সকল শিক্ষার্থী আঙুল দিয়ে পড়া অনুসরণ করছে কি না এবং পাঠের বিশেষ শব্দগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করছে কি না।
- শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে পাঠের অংশটি কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। পরে শিক্ষার্থীদের সমবেতভাবে দলে, জোড়ায় ও এককভাবে বলার ও আবৃত্তির অনুশীলন করাবেন। অনুশীলনের বিভিন্ন পর্যায়ে শব্দের উচ্চারণ ও স্পষ্টতার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা বিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের অংশটুকু পাঠ্যবই দেখে লিখতে দিবেন এবং নির্দেশনা দিবেন যে শিক্ষার্থীরা যেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের লেখা শেষ করে।
- শিক্ষক আজকের পাঠ থেকে কয়েকটি শব্দর নির্বাচন করবেন এবং শব্দগুলো থেকে একটি একটি শব্দ বলবেন শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যবই থেকে খুজে বের করবে। প্রয়োজনে সহায়তা দেবেন।
- শিক্ষক নিম্নের নমুনা অনুসরণ করে বিষয়বস্তুটি লিখে বোর্ডে ঝুলিয়ে দিবেন/বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে দিবেন।

বাম পাশের দেওয়া শব্দ দিয়ে ডান পাশের শূন্যস্থান পুরণ করে খাতায় লিখ।

প্রদত্ত শব্দ	শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো
পুতুল, জাহাজ, উড়ায়েছি, লেখাপড়া, গগন, মেলা, ঘুড়ি, যুগে	আমাদের --- আমরা যখন খেলেছি ---- খেলা তোমরা যুগ সেই বয়সে ----- করো মেলা। আমরা যখন আকাশের তলে ------- শুধু ---- তোমরা এখন কলের ----- চালাও ----- জুড়ি।

- আজকের পাঠ্যাংশ থেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোটো ছোটো প্রশ্ন করবেন- যেমন
    - আজিকার শিশু কবিতা কে লিখেছেন?
    - কারা পুতুল খেলেছে?
    - কারা লেখাপড়া করে?
    - গগন জুড়ি কী চালায়?
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়ার ও লেখার ক্ষেত্র) করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ৮৫

বিষয়বস্তু: উত্তর মেরু ------------করিয়া হবে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যবই, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: দলগত আলোচনা, শব্দ অন্বেষণ, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।

- শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য দুই একটি প্রশ্ন করবেন বা পড়তে/আবৃত্তি করতে দিবেন। যেমন-

  – আগের দিনে শিশুরা কী কী করত?
  – তোমরা এখন কী কী করো?
  – কোন সময় তোমাদের ভালো লাগে?

- যে সকল শিক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন আমি তোমাদের আজকের পাঠের অংশটুকু আবৃত্তি করে শোনাব তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এরপর শিক্ষক পাঠটুকু ধীরে ধীরে আবৃত্তি করে শোনাবেন। এভাবে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে আবৃত্তি করবেন। কয়েকবার সমস্বরে আবৃত্তির পর শিক্ষক আবৃত্তি শুরু করে দিয়ে থেমে যাবেন এবং লক্ষ করবেন শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে আবৃত্তি করতে পারে কি না। যেখানে শিক্ষার্থীরা থেমে যাবে শিক্ষক সেখানে সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দলগত আবৃত্তি করতে দিবেন। দলগত অনুশীলনের পর একদল আবৃত্তি করবে অন্য দলগুলো শুনবে এভাবে নির্দেশনা দিবেন।
- আজকের পাঠের অংশটুকু শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে আবৃত্তি করতে বলবেন। একজন শিক্ষার্থী এক লাইন বলবে তার পাশের শিক্ষার্থী পরের লাইন এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থী আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করাবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের অংশটুকু শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে পড়াবেন। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ (জিন, পরি, দেও, দানা, পাতালপুরী, মেরু) বোর্ডে লিখে অর্থ ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করে দিবেন এবং তা শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- শিক্ষক জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে।
- শিক্ষার্থী জুটিতে পড়া শেষ হলে একজনকে সামনে এনে পড়তে বলবেন। অন্য সকল শিশুদের মনোযোগ দিয়ে পড়া ধরে শুনতে বলবেন কোথায় কোন ভুল হলে অন্যদের সহায়তা করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠ থেকে কোনো নির্দিষ্ট শব্দ বলবেন এবং তা শিক্ষার্থীদের দেখতে বলবেন।
- আজকের পাঠের অংশটুকু শিক্ষক শিক্ষার্থীদের না দেখে লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে পরস্পর খাতা বদল করে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। যাতে একজন অন্য জনের লেখা পড়তে পারে ও মূল্যায়ন করতে পারে।
- শিক্ষক বোর্ডে কয়েকটি শব্দ লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত প্রতিটি শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য লিখতে বলবেন।

প্রদত্ত শব্দ	বাক্য লিখি
পুতুল	১. এটা আমার পুতুল। ২. মিনি পুতুল খেলে।
ঘুড়ি	১. ২.
গগন	১. ২.
লেখাপড়া	১. ২.

পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ৮৬

বিষয়বস্তু: তোমাদের ঘরে --------বাঁধি প্রীতিডোর।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়ার চরণ দেখে দেখে বা না দেখে লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত কবিতার চরণ দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: দলগত আলোচনা, শব্দ অন্বেষণ, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য দুই একটি প্রশ্ন করবেন বা পড়তে/আবৃত্তি করতে দিবেন। যেমন-
    - জিন, পরি, দেও কোথায় আছে?
    - পাতালপুরী কোথায়?
    - আজকের শিশুরা কী কী জানে?

- যে সকল শিক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন আমি তোমাদের আজকের পাঠের অংশটুকু আবৃত্তি করে শোনাব তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এরপর শিক্ষক পাঠটুকু ধীরে ধীরে আবৃত্তি করে শোনাবেন। এভাবে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে আবৃত্তি করবেন। কয়েকবার সমস্বরে আবৃত্তি পর শিক্ষক আবৃত্তি শুরু করে দিয়ে থেমে যাবেন এবং লক্ষ করবেন শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে আবৃত্তি করতে পারে কি না। যেখানে শিক্ষার্থীরা থেমে যাবে শিক্ষক সেখানে সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দলগত আবৃত্তি করতে দিবেন। দলগত অনুশীলনের পর একদল আবৃত্তি করবে অন্য দলগুলো শুনবে এভাবে নির্দেশনা দিবেন।
- আজকের পাঠের অংশটুকু শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে আবৃত্তি করতে বলবেন। একজন শিক্ষার্থী এক লাইন বলবে তার পাশের শিক্ষার্থী পরের লাইন এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থী আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করাবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের অংশটুকু শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে পড়াবেন। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ (**বাঁধি, অন্ধকার, রাঙা, প্রীতিডোর**) বোর্ডে লিখে অর্থ ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করে দিবেন এবং তা শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- শিক্ষক জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে।
- শিক্ষার্থীরা জুটিতে পড়া শেষ হলে একজনকে সামনে এনে পড়তে বলবেন। অন্য সকল শিশুদের মনোযোগ দিয়ে পড়া ধরে শুনতে বলবেন কোথায় কোনো ভুল হলে অন্যদের সহায়তা করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠ থেকে কোনো নির্দিষ্ট শব্দ বলবেন এবং তা শিক্ষার্থীদের দেখতে বলবেন।
- আজকের পাঠের অংশটুকু শিক্ষক শিক্ষার্থীদের না দেখে লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে পরস্পর খাতা বদল করে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। যাতে একজন অন্য জনের লেখা পড়তে পারে ও মূল্যায়ন করতে পারে।
- শিক্ষক বোর্ডে নিম্নরূপ ছক এঁকে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে নির্দেশনা দিবেন।

ঘুড়ি	প্রীতি	পাখি	ফসল

১. ------ ও শুভেচ্ছা রইল।

২. গাছে -------- বাসা তৈরি করেছে।

৩. শিশুরা আকাশে ------- ওড়াচ্ছে।

৪. কৃষক মাঠে ------- কাটে।

- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ৮৭

বিষয়বস্তু: সম্পূর্ণ কবিতা।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়ার চরণ দেখে দেখে বা না দেখে লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত কবিতার চরণ দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্য বই, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: দলগত আলোচনা, শব্দ অন্বেষণ, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্বারা যে কোনো গান/ছড়া/কবিতা পরিবেশন করাতে পারেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন আমরা এর আগের ক্লাসে আজিকার শিশু কবিতাটি ছোটো ছোটো অংশে আবৃত্তি করেছি ও পড়েছি আজ আমরা পুরো কবিতাটি আবৃত্তি করব ও পড়ব। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে পুরো কবিতাটি স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করবেন। কবিতাটি শুনছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে কবিতাটি সমস্বরে আবৃত্তি করবেন। কয়েকবার সমস্বরে আবৃত্তি পর শিক্ষক আবৃত্তি শুরু করে দিয়ে থেমে যাবেন এবং লক্ষ করবেন শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে আবৃত্তি করতে পারে কিনা। যেখানে শিক্ষার্থীরা থেমে যাবে শিক্ষক সেখানে সহায়তা দিবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দলগত আবৃত্তি অনুশীলন করতে দিবেন। দলগত অনুশীলনের পর এক দল প্রথম চার লাইন আবৃত্তি করবে পরের দল পরবর্তী চার লাইন আবৃত্তি করতে বলবেন। এভাবে পুরো কবিতাটি কয়েকবার আবৃত্তি করতে নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষক কবিতার একটি লাইন/চরণ বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের পরবর্তী লাইন/ চরণ বলতে বা লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে আবৃত্তি করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন।
- আজকের পাঠের কবিতাটি থেকে শিক্ষক কিছু চরণ/লাইন বলবেন তা শুনে শিক্ষার্থীরা তাদের খাতায়

লিখবে। লেখা শেষ হলে শিক্ষার্থীদের খাতা বদল করে একজনের খাতা অন্যজনকে দিয়ে মূল্যায়ন করতে দিবেন।

- শিক্ষার্থীদের কবিতাটি পড়তে দিয়ে কবিতার পড়ে শিক্ষার্থীরা কী বুঝতে পেরেছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে তাদের খাতায় লিখতে দিবেন। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন।
- পাঠ্যবই এ প্রদত্ত একই অর্থের শব্দ শিখি অংশে পাঠ শিক্ষক বোর্ডে লিখে প্রদর্শন করবেন এবং বুঝিয়ে দিবেন। অনুরূপভাবে পাঠ বহির্ভূত এ ধরনের আরো কিছু শব্দ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন এবং এর সমার্থক শব্দ বলতে বলবেন। অতঃপর শিক্ষক চার্টে কিছু সমার্থক শব্দ লিখতে দিবেন।

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
মাতা	
সূর্য	
আগুন	

- শিক্ষক আজিকার শিশু কবিতা থেকে নিম্নের প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে মৌখিক বা লিখিতভাবে উত্তর নেবেন। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন। যেমন-
  - কলের জাহাজ কোথায় চলে?
  - কীভাবে অন্ধকার দূর করবে?
  - পাতালপুরি শব্দের অর্থ কী?
- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ৮৮

বিষয়বস্তু: সম্পূর্ণ কবিতা।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ছড়া বা কবিতা শুনে অন্ত্যমিল শনাক্ত করতে পারবে।
- ছড়া শুনে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে ও লিখতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যবই, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: দলগত আলোচনা, শব্দ অন্বেষণ, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে কবিতাটি সমস্বরে আবৃত্তি করবেন। কয়েকবার সমস্বরে আবৃত্তি পর শিক্ষক আবৃত্তি শুরু করে দিয়ে থেমে যাবেন এবং লক্ষ করবেন শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে আবৃত্তি করতে পারে কি না। যেখানে শিক্ষার্থীরা থেমে যাবে শিক্ষক সেখানে সহায়তা দিবেন।
- এবার শিক্ষক শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর উদ্দেশে প্রশ্ন করবেন কে কে পুরো কবিতাটি আবৃত্তি করতে পারে। যারা কবিতাটি আবৃত্তি করতে পারে তাদের মধ্য থেকে কয়েক জনের কাছ থেকে আবৃত্তি শুনবেন এবং যারা আবৃত্তি করতে পারে না তাদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। অপারগ শিক্ষার্থীদের আবৃত্তিতে সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতার প্রতি দুই লাইনের শেষ শব্দ জোড়ার মিল বিষয়ে বলবেন এবং দেখিয়ে দিবেন। যেমন- খেলা, মেলা।
- শিক্ষার্থীদের নিকট প্রশ্ন করবেন, খেলা ও মেলার অন্ত্যমিলযুক্ত নতুন কী কী শব্দ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন। না পারলে বলে দিবেন। যেমন- বেলা, হেলা, ভেলা।
- অতঃপর শিক্ষক নিম্নের ছকটি বোর্ডে লিখে বা চার্ট দেখিয়ে অন্ত্যমিলযুক্ত নতুন শব্দ শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে দিবেন।

কবিতায় প্রদত্ত অন্ত্যমিল শব্দ	অন্ত্যমিলযুক্ত নতুন শব্দ
ঘুড়ি জুড়ি	মুড়ি,
সবে হবে	
জানা দানা	

- শিক্ষক নিম্নের পার্থক্য ছকটি বোর্ডে তুলে দিবেন এবং ছকটি খাতায় তুলে আগের যুগের এবং বর্তমান যুগের পার্থক্য লিখতে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা প্রদান করবেন। শিক্ষার্থী লেখা শেষ হলে তা পড়ে শোনাতে বলবেন এবং কোনো সংযোজন থাকলে তা বলে দিবেন।

আগের যুগ	বর্তমান যুগ

১ ২ ৩ ৪	১ ২ ৩ ৪

- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য নিচের পারদর্শিতার সূচকভিত্তিক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পরিমাপ করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০৫.০১, ০১.০৩.১১.০১, ০১.০৩.১৭.০১, ০১.০৩.২৩.০১ ও ০১.০৩.২৪.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ১৯
ঢাকাই মসলিন

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।

৩.১ ছবি/চিত্র বা ছক দেখে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার পাঠ শুনে তথ্য, বিষয়বস্তু বুঝতে পারা।

৭.১ বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয়বস্তু বলতে পারা।

৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।

১১.১ চিত্র ও ছক সম্বলিত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা, প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারা।

১৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।

১৫.১ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনামূলক ও তথ্যমূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখতে পারা।

১৫.২ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা পড়ে/শুনে শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ লিখতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ০৬

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-৮৯	মিলি বই পড়ে ----- পত্রিকার লেখাটি পড়ি।
পিরিয়ড-৯০	দৈনিক সকাল------গলানো যেতো।
পিরিয়ড-৯১	বাংলার পুরোনো------তৈরির উপযোগী।
পিরিয়ড-৯২	আরব, ইরান ----- হারিয়ে যায় মসলিন।
পিরিয়ড-৯৩	আরব, ইরান ----- মসলিন আমাদের ঐতিহ্য।
পিরিয়ড-৯৪	ডান-বাম মিলকরণ, ছবি দেখে বাক্য লিখি।

পিরিয়ড - ৮৯

বিষয়বস্তু: মিলি বই পড়ে ----- পত্রিকার লেখাটি পড়ি।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে/শুনে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, সংবাদপত্র, মসলিন কাপড়ের ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করাবেন।
- শিক্ষক শ্রেণিতে পত্রিকা নিয়ে আসবেন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাদের কে কে পত্রিকা পড়েছ? পত্রিকায় কী থাকে? শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতো উত্তর দিবে।
- এবার শিক্ষক পত্রিকার শিশুদের পাতা বা সম্পূর্ণ পত্রিকা কয়েকটি দলে ভাগ করে পড়তে দিবেন। কিছুক্ষণ পড়ার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীদের পঠিত বিষয়বস্তু থেকে কোনো একটি বিশেষ প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে ওই প্রতিবেদনে কী কী বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে তা খুঁজে বের করতে বলবেন। শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থীরা প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবে।
- এবার শিক্ষক একটি মসলিন কাপড়ের ছবি দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিটি মনোযোগ সহকারে দেখতে বলবেন। এবার শিক্ষার্থীদের ছবিটি সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। এই ছবিটি কীসের ছবি? বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে মসলিন কাপড় পর্যন্ত নিয়ে আসবেন।
- এবার শিক্ষক মসলিন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাই করবেন। শিক্ষার্থীদের ধারণার সাথে শিক্ষক নতুন তথ্য দিয়ে মসলিন কাপড় ও এর ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের বাংলা বইয়ের পাঠ ১৯ খুলতে বলবেন। একজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠের অংশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা সরবে আজকের পাঠের অংশ পাঠ করবে। এবার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পাঠের বিষয়বস্তু কী তা বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তর শুনে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ৯০

বিষয়বস্তু: দৈনিক সকাল------গলানো যেতো।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- প্রতিবেদনমূলক লেখা বা রচনা শুনে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তু বলতে ও লিখতে পারবে।
- যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ ভেঙে লিখতে পারবে।

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, পত্রিকা।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করাবেন।
- পূর্বপাঠের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষক গত ক্লাসের আলোচনা পূনরাবৃত্তি করবেন বা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে কোনো দৈনিক পত্রিকার ছোটোদের পাতা অংশ সরবরাহ করবেন। এবার শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করে ছোটদের পাতার কোনো একটি প্রতিবেদন সম্পর্কে লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে পত্রিকার নাম বের করবে, এরপর পত্রিকার অংশ বের করবে, এরপর প্রতিবেদনের শিরোনাম বের করবে এবং সবশেষ প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে লিখবে। দলগত কাজ শেষে সবাই তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। দলগত কাজ করার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সহায়তা প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বই থেকে আজকের পাঠ্যাংশ খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠ্যাংশ সরবে পাঠ করতে বলবেন। পাঠ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পাঠের অভিজ্ঞতা যেমন, পড়া কেমন হলো? আরো ভালো করা যায় কিনা? কী সমস্যা নিজের কাছে মনে হয়েছে? তা বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মতামত শোনার পর শিক্ষক নিজে আজকের পাঠ্যাংশ আদর্শ পাঠ দিবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠের অংশ সরবে পাঠ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠের ক্ষেত্রে জড়তা বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠের নতুন শব্দগুলো শনাক্ত করে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক নিজে বা কোনো একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে নতুন শব্দগুলো বোর্ডে লেখাবেন। এবার শব্দগুলো অর্থ লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদেরকে নতুন শব্দগুলো ব্যবহার করে একটি করে বাক্য রচনা করতে দিবেন। সকলের লেখা বাক্য দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও সহায়তা দিবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ্যাংশের মধ্যে পত্রিকার নাম, পত্রিকার বিশেষ অংশ এবং প্রতিবেদনের শিরোনাম বের করে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে তা উপস্থাপন করতে বলবেন। শিক্ষক উত্তর বলে দিয়ে সবাইকে মিলিয়ে নিতে বলবেন এবং কীভাবে আমরা পত্রিকার নাম, প্রতিবেদনের শিরোনাম দেখে বুঝব তা বলে দিবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একজনকে আজকের পাঠ্যাংশ স্পষ্ট উচ্চারণে সরবে পড়তে বলবেন। অন্যরা সকলে মনোযোগের সাথে শুনবে। পড়া শেষে ধারাবাহিকভাবে আজকের পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু বলতে

বলবেন। কয়েকজনের কাছ থেকে শুনবেন। শোনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পিরিয়ডে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বলার মাধ্যমে যেন সকলেই বলার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করবেন।

- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ শনাক্ত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ তাদের খাতায় লিখবে। এবার শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে শব্দটি বোর্ডে লেখাবেন। সবাইকে শব্দ থেকে যুক্তবর্ণটি আলাদা করে লিখতে বলবেন। বোর্ডেও যুক্তবর্ণটি লিখবেন। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দটি উচ্চারণ করতে দিবেন। উচ্চারণে সমস্যা থাকলে সহায়তা করবেন ও বারবার অনুশীলন করাবেন। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন, এই যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ যুক্ত হয়েছে? শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শুনবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা দিয়ে সঠিক উত্তর বের করে আনবেন। এবার শিক্ষক যুক্তবর্ণটি ভেঙ্গে বোর্ডে লিখে দিবেন। সবাই তাদের নিজ নিজ খাতায় যুক্তবর্ণটি আলাদা করে লিখবে। এবার শিক্ষক এই যুক্তবর্ণটি ব্যবহার করে ২টি করে নতুন শব্দ লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শব্দ দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশ থেকে ফলাযুক্ত শব্দ বা বর্ণ শনাক্ত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের খাতায় ফলাযুক্ত শব্দ বা বর্ণটি লিখবে। শিক্ষক নিজে বোর্ডে লিখে দিবেন। এবার শিক্ষক ফলাযুক্ত বর্ণ বা শব্দে যুক্ত ফলাটির নাম জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা নাম বলবে। প্রয়োজনে শিক্ষক বলে দিবেন। এবার শিক্ষক ফলাযুক্ত বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণ জিজ্ঞাসা করবেন। কয়েকজনের কাছ থেকে শুনবেন এবং সঠিক উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন। এবার শিক্ষক আজকের পাঠের ফলাচিহ্ন ব্যবহার করে নতুন শব্দ গঠন করতে দিবেন। সকলে লেখা দেখবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ৯১

বিষয়বস্তু: বাংলার পুরোনো ------তৈরির উপযোগী।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে/শুনে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়ে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ লিখতে পারবে।

উপকরণ: প্রজেক্টর।

পদ্ধতি/কৌশল: বক্তৃতা, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, শ্রুতলিপি

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- পূর্বপাঠের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষক গত ক্লাসের আলোচনা পূনরাবৃত্তি করবেন বা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বই থেকে আজকের পাঠ্যাংশ খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠ্যাংশ সরবে পাঠ করতে বলবেন। পাঠ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পাঠের অভিজ্ঞতা যেমন, পড়া কেমন হলো? আরো ভালো করা যায় কিনা? কী সমস্যা নিজের কাছে মনে হয়েছে? তা বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মতামত শোনার পর শিক্ষক নিজে আজকের পাঠ্যাংশ আদর্শ পাঠ দিবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠের অংশ সরবে পাঠ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠের ক্ষেত্রে জড়তা বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠের নতুন শব্দগুলো শনাক্ত করে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক নিজে বা কোনো একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে নতুন শব্দগুলো বোর্ডে লেখাবেন। এবার শব্দগুলো অর্থ লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদেরকে নতুন শব্দগুলো ব্যবহার করে একটি করে বাক্য রচনা করতে দিবেন। সকলের লেখা বাক্য দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও সহায়তা দিবেন। ভাষিক কাজগুলো করার ক্ষেত্রে শিক্ষক অনুশীলনী/ এক্টিভিটি অংশ দেখেতে পারেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একজনকে আজকের পাঠ্যাংশ স্পষ্ট উচ্চারণে সরবে পড়তে বলবেন। অন্যরা সকলে মনোযোগের সাথে শুনবে। পড়া শেষে ধারাবাহিকভাবে আজকের পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু বলতে বলবেন। কয়েকজনের কাছ থেকে শুনবেন। শোনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্লাসে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বলার মাধ্যমে যেন সকলেই বলার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটি নীরবে পাঠ করার নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীরা নীরবে আজকের পাঠ্যাংশ পাঠ করে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তু বলবে। গত ক্লাসে যারা বলেনি তাদের কয়েকজনের কাছ থেকে শিক্ষক আজকের বর্ণনা শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের উপর একটি শ্রুতলিপি করাবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের কিছু অংশ স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পড়বেন শিক্ষার্থীরা বই থেকে না দেখে শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে শুনে লিখবে। লেখার সময় শিক্ষক যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো লিখে নিচে দাগ দিয়ে রাখতে বলবেন। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। সবাই বই দেখে নিজের বন্ধুর লেখা মূল্যায়ন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ থেকে যুক্তবর্ণ যুক্ত শব্দ শনাক্ত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ তাদের খাতায় লিখবে। এবার শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে শব্দটি বোর্ডে লেখাবেন। সবাইকে শব্দ থেকে যুক্তবর্ণটি আলাদা করে লিখতে বলবেন। বোর্ডেও যুক্তবর্ণটি লিখবেন। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দটি উচ্চারণ

করতে দিবেন। উচ্চারণে সমস্যা থাকলে সহায়তা করবেন ও বারবার অনুশীলন করাবেন। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন, এই যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ যুক্ত হয়েছে? শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শুনবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা দিয়ে সঠিক উত্তর বের করে আনবেন। এবার শিক্ষক যুক্তবর্ণটি ভেঙ্গে বোর্ডে লিখে দিবেন। সবাই তাদের নিজ নিজ খাতায় যুক্তবর্ণটি আলাদা করে লিখবে। এবার শিক্ষক এই যুক্তবর্ণটি ব্যবহার করে ২টি করে নতুন শব্দ লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শব্দ দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন। শিক্ষার্থীর ভাষা দক্ষতা বিকাশের জন্য এই কাজগুলো বাংলা পাঠদানের ক্ষেত্রে অব্যাহত রাখবেন।

- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশ থেকে ফলাযুক্ত শব্দ বা বর্ণ শনাক্ত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের খাতায় ফলাযুক্ত শব্দ বা বর্ণটি লিখবে। শিক্ষক নিজে বোর্ডে লিখে দিবেন। এবার শিক্ষক ফলাযুক্ত বর্ণ বা শব্দে যুক্ত ফলাটির নাম জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা নাম বলবে। প্রয়োজনে শিক্ষক বলে দিবেন। এবার শিক্ষক ফলাযুক্ত বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণ জিজ্ঞাসা করবেন। কয়েকজনের কাছ থেকে শুনবেন এবং সঠিক উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন। এবার শিক্ষক আজকের পাঠের ফলাচিহ্ন ব্যবহার করে নতুন শব্দ গঠন করতে দিবেন। সকলে লেখা দেখবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।
- আজকের পাঠের উদ্দেশ্য কতটা অর্জন হয়েছে তা নিচের পারদর্শিতার সূচক অনুসারে যাচাই করবেন, ফলাবর্তন দিবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ৯২

বিষয়বস্তু: আরব, ইরান ----- হারিয়ে যায় মসলিন।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়ে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।
- যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ ভেঙে লিখতে পারবে।
- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের

সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।

- পূর্বপাঠের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষক গত ক্লাসের আলোচনা পুনরাবৃত্তি করবেন বা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বই থেকে আজকের পাঠ্যাংশ খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠ্যাংশ সরবে পাঠ করতে বলবেন। পাঠ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পাঠের অভিজ্ঞতা যেমন, পড়া কেমন হলো? আরও ভালো করা যায় কিনা? কী সমস্যা নিজের কাছে মনে হয়েছে? তা বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মতামত শোনার পর শিক্ষক নিজে আজকের পাঠ্যাংশ আদর্শ পাঠ দিবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠের অংশ সরবে পাঠ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠের ক্ষেত্রে জড়তা বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠের নতুন শব্দগুলো শনাক্ত করে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক নিজে বা কোনো একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে নতুন শব্দগুলো বোর্ডে লেখাবেন। এবার শব্দগুলো অর্থ লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদেরকে নতুন শব্দগুলো ব্যবহার করে একটি করে বাক্য রচনা করতে দিবেন। সকলের লেখা বাক্য দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও সহায়তা দিবেন। ভাষিক কাজগুলো করার ক্ষেত্রে শিক্ষক অনুশীলনী/ এক্টিভিটি অংশ দেখেতে পারেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটি নীরবে পাঠ করার নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীরা নীরবে আজকের পাঠ্যাংশ পাঠ করে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তু লিখবে। লেখা শেষে শিক্ষক সকলের লেখা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। এবার শিক্ষক সঠিক ধারাবাহিকতা বললেন। প্রত্যেকেই তার কাছে থাকা খাতার লেখা শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে মূল্যায়ন করবে। বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দিবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের উপর একটি শ্রুতলিপি করাবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের কিছু অংশ স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পড়বেন শিক্ষার্থীরা বই থেকে না দেখে শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে শুনে লিখবে। লেখার সময় শিক্ষক বিরামচিহ্নগুলো সঠিকভাবে লিখে নিচে দাগ দিয়ে রাখতে বলবেন। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। সবাই বই দেখে নিজের বন্ধুর লেখা মূল্যায়ন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দিবেন।

  - আরব, ইরান থেকে কারা মসলিন কিনতে আসতেন?
  - কোন কাপড় একসময় বাজার দখল করে নেয়?
  - মসলিন কেন প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি?

এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ্যাংশ পড়ে উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করতে বলবেন।

- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ থেকে যুক্তবর্ণ যুক্ত শব্দ শনাক্ত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা

যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ তাদের খাতায় লিখবে। এবার শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে শব্দটি বোর্ডে লেখাবেন। সবাইকে শব্দ থেকে যুক্তবর্ণটি আলাদা করে লিখতে বলবেন। বোর্ডেও যুক্তবর্ণটি লিখবেন। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দটি উচ্চারণ করতে দিবেন। উচ্চারণে সমস্যা থাকলে সহায়তা করবেন ও বারবার অনুশীলন করাবেন। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন, এই যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ যুক্ত হয়েছে? শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শুনবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা দিয়ে সঠিক উত্তর বের করে আনবেন। এবার শিক্ষক যুক্তবর্ণটি ভেঙে বোর্ডে লিখে দিবেন। সবাই তাদের নিজ নিজ খাতায় যুক্তবর্ণটি আলাদা করে লিখবে। এবার শিক্ষক এই যুক্তবর্ণটি ব্যবহার করে ২টি করে নতুন শব্দ লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শব্দ দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন। শিক্ষার্থীর ভাষা দক্ষতা বিকাশের জন্য এই কাজগুলো বাংলা পাঠদানের ক্ষেত্রে অব্যাহত রাখবেন।

- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশ থেকে ফলাযুক্ত শব্দ বা বর্ণ শনাক্ত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের খাতায় ফলাযুক্ত শব্দ বা বর্ণটি লিখবে। শিক্ষক নিজে বোর্ডে লিখে দিবেন। এবার শিক্ষক ফলাযুক্ত বর্ণ বা শব্দে যুক্ত ফলাটির নাম জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা নাম বলবে। প্রয়োজনে শিক্ষক বলে দিবেন। এবার শিক্ষক ফলাযুক্ত বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণ জিজ্ঞাসা করবেন। কয়েকজনের কাছ থেকে শুনবেন এবং সঠিক উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন। এবার শিক্ষক আজকের পাঠের ফলাচিহ্ন ব্যবহার করে নতুন শব্দ গঠন করতে দিবেন। সকলে লেখা দেখবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।
- আজকের পাঠের উদ্দেশ্য কতটা অর্জন হয়েছে তা নিচের পারদর্শিতার সূচক অনুসারে যাচাই করবেন, ফলাবর্তন দিবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ৯৩

বিষয়বস্তু: আরব, ইরান ----- মসলিন আমাদের ঐতিহ্য।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়ে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- পাঠের অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পারবে।
- প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করে তথ্যমূলক রচনা লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- পূর্বপাঠের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষক গত ক্লাসের আলোচনা পূনরাবৃত্তি করবেন বা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বই থেকে আজকের পাঠ্যাংশ খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠ্যাংশ সরবে পাঠ করতে বলবেন। পাঠ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পাঠের অভিজ্ঞতা যেমন, পড়া কেমন হলো? আরো ভাল করা যায় কিনা? কী সমস্যা নিজের কাছে মনে হয়েছে? তা বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মতামত শোনার পর শিক্ষক নিজে আজকের পাঠ্যাংশ আদর্শ পাঠ দিবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠের অংশ সরবে পাঠ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠের ক্ষেত্রে জড়তা বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠের নতুন শব্দগুলো শনাক্ত করে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক নিজে বা কোনো একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে নতুন শব্দগুলো বোর্ডে লেখাবেন। এবার শব্দগুলো অর্থ লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদেরকে নতুন শব্দগুলো ব্যবহার করে একটি করে বাক্য রচনা করতে দিবেন। সকলের লেখা বাক্য দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও সহায়তা দিবেন। ভাষিক কাজগুলো করার ক্ষেত্রে শিক্ষক অনুশীলনী/ এক্টিভিটি অংশ দেখেতে পারেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটি নীরবে পাঠ করার নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীরা নীরবে আজকের পাঠ্যাংশ পাঠ করে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তু বলবে। গত ক্লাসে যারা বলেনি তাদের কয়েকজনের কাছ থেকে শিক্ষক আজকের বর্ণনা শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের উপর একটি শ্রুতলিপি করাবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের কিছু অংশ স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পড়বেন শিক্ষার্থীরা বই থেকে না দেখে শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে শুনে লিখবে। লেখার সময় শিক্ষক বিরামচিহ্নগুলো সঠিকভাবে লিখে নিচে দাগ দিয়ে রাখতে বলবেন। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। সবাই বই দেখে নিজের বন্ধুর লেখা মূল্যায়ন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দিবেন।

  - আরব, ইরানের বণিকরা কী কিনতে আসতেন?
  - কোন কাপড় আমাদের ঐতিহ্য?
  - কারা আবার মসলিন কাপড় নিয়ে এসেছেন?

এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ্যাংশ পড়ে উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা নীরবে পড়ে উত্তরগুলো খাতায় লিখবে। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। সবাই বই দেখে নিজের বন্ধুর লেখা উত্তর মূল্যায়ন করবে।

এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।

- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ফিরে এলো ঢাকাই মসলিনের মতো **বিদ্যালয়ে চালু হয়েছে সততার দোকান** এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা করতে দিবেন। শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করে একটি প্রতিবেদন রচনা করবে। প্রতিবেদনে বিষয়বস্তুর সাথে সাথে বিরামচিহ্নের ব্যবহারকে সচেতনভাবে করবে। লেখা শেষে শিক্ষক সকলের লেখা দেখবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা বা ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ থেকে যুক্তবর্ণ যুক্ত শব্দ শনাক্ত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ তাদের খাতায় লিখবে। এবার শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে শব্দটি বোর্ডে লেখাবেন। সবাইকে শব্দ থেকে যুক্তবর্ণটি আলাদা করে লিখতে বলবেন। বোর্ডেও যুক্তবর্ণটি লিখবেন। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দটি উচ্চারণ করতে দিবেন। উচ্চারণে সমস্যা থাকলে সহায়তা করবেন ও বারবার অনুশীলন করাবেন। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন, এই যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ যুক্ত হয়েছে? শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শুনবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা দিয়ে সঠিক উত্তর বের করে আনবেন। এবার শিক্ষক যুক্তবর্ণটি ভেঙ্গে বোর্ডে লিখে দিবেন। সবাই তাদের নিজ নিজ খাতায় যুক্তবর্ণটি আলাদা করে লিখবে। এবার শিক্ষক এই যুক্তবর্ণটি ব্যবহার করে ২টি করে নতুন শব্দ লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শব্দ দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন। শিক্ষার্থীর ভাষা দক্ষতা বিকাশের জন্য এই কাজগুলো বাংলা পাঠদানের ক্ষেত্রে অব্যাহত রাখবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশ থেকে ফলাযুক্ত শব্দ বা বর্ণ শনাক্ত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের খাতায় ফলাযুক্ত শব্দ বা বর্ণটি লিখবে। শিক্ষক নিজে বোর্ডে লিখে দিবেন। এবার শিক্ষক ফলাযুক্ত বর্ণ বা শব্দে যুক্ত ফলাটির নাম জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা নাম বলবে। প্রয়োজনে শিক্ষক বলে দিবেন। এবার শিক্ষক ফলাযুক্ত বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণ জিজ্ঞাসা করবেন। কয়েকজনের কাছ থেকে শুনবেন এবং সঠিক উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন। এবার শিক্ষক আজকের পাঠের ফলাচিহ্ন ব্যবহার করে নতুন শব্দ গঠন করতে দিবেন। সকলে লেখা দেখবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।
- আজকের পাঠের উদ্দেশ্য কতটা অর্জন হয়েছে তা নিচের পারদর্শিতার সূচক অনুসারে যাচাই করবেন, ফলাবর্তন দিবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ৯৪

বিষয়বস্তু: ডান-বাম মিলকরণ, ছবি দেখে বাক্য লিখি।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- পাঠের অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পারবে।

- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বই থেকে ঢাকাই মসলিন পাঠটি খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পাঠটি সরবে পাঠ করতে বলবেন। পাঠ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পাঠের অভিজ্ঞতা যেমন, পড়া কেমন হলো? আরো ভালো করা যায় কিনা? কী সমস্যা নিজের কাছে মনে হয়েছে? তা বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মতামত শোনার পর শিক্ষক নিজে আজকের পাঠ্যাংশ আদর্শ পাঠ দিবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পাঠটি সরবে পাঠ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠের ক্ষেত্রে জড়তা বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক এই পাঠটি নীরবে পড়ে পাঠের বিশেষ বিশেষ তথ্যগুলো শনাক্ত করে লিখতে দিবেন। লেখা শেষে শিক্ষক সকলের লেখা দেখবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের উপর একটি শ্রুতলিপি করাবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক ঢাকাই মসলিন পাঠের কিছু অংশ স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা বই থেকে না দেখে শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে শুনে লিখবে। লেখার সময় শিক্ষক বিরামচিহ্নগুলো সঠিকভাবে লিখে নিচে দাগ দিয়ে রাখতে বলবেন। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। সবাই বই দেখে নিজের বন্ধুর লেখা মূল্যায়ন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক ঢাকাই মসলিন পাঠের এক্টিভিটি ডান বাক্যের সঙ্গে বামদিকের শব্দ মিল করি অংশটি খাতায় লিখে মিল করতে বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীরা বইয়ের মত করে খাতায় তুনে নিবে, এরপর শিক্ষার্থীরা দাগ টেনে ডানবামের মিল করবে। মিল করা পর শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। শিক্ষক সঠিক উত্তর বলে দিবেন ও মূল্যায়নের জন্য নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে সবাই নিজের বন্ধুর লেখা মূল্যায়ন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।

- এবার শিক্ষক ছবি দেখে বাক্য লিখি অংশের ছবিটি পোস্টারে বা মাল্টিমিডিয়ায় দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিটি দেখে ছবি সম্পর্কে ভাবতে বলবেন। এবার শিক্ষার্থীদেরকে ছবি সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা সঠিক শব্দ, বাক্য ও বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখবে। লেখার সময় শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন এবং লেখা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের লেখা দেখবেন ও ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০১.০১, ০১.০৩.০৬.০১, ০১.০৩.১০.০১, ০১.০৩.১২.০১, ০১.০৩.১৬.০১, ০১.০৩.১৮.০১, ০১.০৩.২১.০১ ও ০১.০৩.২২.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ২০
হজরত আবু বকর (রা)

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।

৫.১ বিভিন্ন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৫.২ যুক্তবর্ণ ও ফলা যোগে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।

১৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ৭

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-৯৫	আরবের মরু প্রান্তর------ মনিব দাঁড়িয়ে আছে।
পিরিয়ড-৯৬	হজরত আবু বকর (রা) --------- তাই এই শাস্তি!'।
পিরিয়ড-৯৭	হজরত আবু বকর (রা) এর মনে -------- মুক্ত করে দিয়েছেন।
পিরিয়ড-৯৮	আবু বকর (রা) -------- ছিলেন আবু বকর (রা)।
পিরিয়ড-৯৯	আবু বকর (রা) ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ------ গরিব-দুঃখীর কল্যাণে।
পিরিয়ড-১০০	এই মহান খলিফা -------- তিনি খেয়াল রাখতেন।
পিরিয়ড-১০১	পুনরালোচনা

পিরিয়ড - ৯৫

বিষয়বস্তু: আরবের মরু প্রান্তর------ মনিব দাঁড়িয়ে আছে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ ভেঙে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, পাঠ্যবই, মাল্টিমিডিয়া ও শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: জোড়ায় পঠন, দলে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ শিক্ষক প্রশ্ন করবেন-
    - ইসলামের প্রথম খলিফার নাম কী?
    - তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
    - ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন কে ছিলেন?
    - আয়েশা (রা) কে ছিলেন?
    - ইসলামের প্রথম খলিফা কোনবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
- যেসকল শিক্ষার্থী প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের রেশ ধরে আজকের পাঠের কার্যক্রম আরম্ভ করবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের ছবি বোর্ডে টানিয়ে বা মাল্টিমিডিয়ায় প্রর্দশন করে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলবেন এবং অন্য শিক্ষাথ©xi সাথে ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের আলোচনা শেষ হলেছবি সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন-
    - ছবিতে কী কী দেখা যায়?
    - ছবিটি কোথায়/কোন এলাকার?
- যে সকল শিক্ষার্থীরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
- ছবি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে শিরোনামটি বোর্ডে লিখে দিবেন এবং পাঠ্যাংশের মূল বিষয় আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন যাতে শিক্ষার্থীরা গল্প শুনতে/ পড়তে আগ্রহ বোধ করে।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে আজকের পাঠ্যাংশ বের করতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন আমি তোমাদের আজকের পাঠ্যাংশটুকু পড়ে শোনাবো তোমরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবেএরপর আমার সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়বে। শিক্ষক পাঠটুকু স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ **(প্রান্তর, তপ্ত, উত্তপ্ত)** বোর্ডে লিখে অর্থ বলে বাক্যে শব্দের প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিবেন।
- পাঠের যুক্তবর্ণ (প্রান্তর, তপ্ত, উত্তপ্ত) ভেঙ্গে বোর্ডে লিখে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে

বলবেন। যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন করে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ লিখতে দিবেন এবং পড়ে শোনাতে বলবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীর জোড়ায় পড়া শেষ হলে কয়েকজনকে সামনে এনে বিরামচিহ্ন অনুসরণ পড়তে বলবেন। অন্য সকল শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পড়া ধরে শুনতে বলবেন কোথাও কোনো ভুল হলে অন্যদের সহায়তা করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত শব্দ দিয়ে নিচের নমুনা অনুসরণ করে দুটি করে বাক্য লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে পড়ে শোনাতে বলবেন।

প্রদত্ত শব্দ	নতুন বাক্য লিখি
কঠিন	১. আজকের পড়া কঠিন। ২. গণিতের সমাধানটি কঠিন।
প্রান্তর	১ ২
মনিব	১ ২
উত্তপ্ত	১ ২

- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে পারছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ৯৬

বিষয়বস্তু: হজরত আবু বকর (রা) --------- তাই এই শাস্তি!'।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ লিখতে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যবই, পাঠ বহির্ভূত অনুচ্ছেদ, মাল্টিমিডিয়া ও শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: জোড়ায় পঠন, দলে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পূর্বের পাঠের বিষয়বস্তু কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।
    - আরবের খোলা জায়গায় রোদে বালু কেমন হয়?
    - গরম বালুতে কে শুয়েছিল?
    - মনিব কোথায় দাঁড়িয়েছিল?
    - হজরত আবু বকর কে ছিলেন?
    - আগের পাঠের দুটি যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ বলো।
- যেসকল শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যবই বের করতে বলবেন এবং আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠ্যাংশটুকু পড়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়তে বলবেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করাবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন শিক্ষার্থীরা ঠিকভাবে শব্দ ধরতে পারছে কিনা। না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ যেমন- **শাস্তি, ক্রুদ্ধ, ক্রীতদাস** বোর্ডে লিখবেন। এবার শব্দ থেকে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে যুক্তবর্ণ শনাক্ত করবেন। শনাক্তকৃত যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ সহযোগে গঠিত তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। এবার শিক্ষক যুক্তবর্ণগুলো বোর্ডে ভেঙে লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের খাতায় লিখবে। এবার শিক্ষক শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করে দিবেন।
- শিক্ষক জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে।
- শিক্ষার্থীদের পড়া শেষ হলে কয়েকজনকে সামনে এসে পড়তে বলবেন। অন্য সকল শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পড়া ধরে শুনতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে নিচের অনুচ্ছেদটি প্রদর্শন করে শুদ্ধভাবে পড়তে বলবেন এবং পড়ে কী বুঝলো তা বলতে বলবেন।

ওদিকে বনে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসছে। খেঁকশেয়ালের মনমেজাজ খারাপ। রাগে গজগজ করছে সে। সারাদিন আঙুর পাওয়ার লোভে লাফিয়ে-ঝাঁফিয়ে পাগুলো ব্যথায় টনটন করছে। শরীরটা বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষুধাও বাড়ছে ধীরে ধীরে। শেষমেষ লাফ-ঝাঁফ সব থামাতে হলো শেয়ালটাকে।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের **দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক** বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখে দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদের লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে পরস্পরের মধ্যে খাতা বদল করে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। যাতে একজন অন্য জনের লেখা পড়ে মূল্যায়ন করতে পারে।
- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ৯৭

বিষয়বস্তু: আবু বকর (রা) এর মনে-------- মুক্ত করে দিয়েছেন।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ লিখতে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যবই, মাল্টিমিডিয়া ও শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: জোড়ায় পঠন, দলে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পূর্বের পাঠের বিষয়বস্তু কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।
  - যুবককে কেনো শাস্তি দেওয়া হয়েছিল?
  - যুবকের মনিব কী বলেছিল?
  - কী করেছে এই যুবক? এ কথা কে বলেছিলেন?
- যেসকল শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য

থেকে কয়েকজনকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।

- শিক্ষক পাঠ্যবই বের করতে বলবেন এবং আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠ্যাংশটুকু পড়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়তে বলবেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করাবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন শিক্ষার্থীরা ঠিকভাবে শব্দ ধরতে পারছে কিনা। না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে আজকের পাঠ্যাংশটি সমস্বরে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ যেমন-**মুক্ত, মুয়াজ্জিন, ধ্বনিত** বোর্ডে লিখবেন। এবার শব্দ থেকে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে যুক্তবর্ণ শনাক্ত করবেন। শনাক্তকৃত যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ সহযোগে গঠিত তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। এবার শিক্ষক যুক্তবর্ণগুলো বোর্ডে ভেঙে লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের খাতায় লিখবে। এবার শিক্ষক শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করে দিবেন।
- শিক্ষক জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে।
- শিক্ষার্থীদের পড়া শেষ হলে কয়েকজনকে সামনে এসে পড়তে বলবেন। অন্য সকল শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পড়া ধরে শুনতে বলবেন কোথাও কোনো ভুল হলে সহায়তা করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে নিচের অনুচ্ছেদটি প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীরা অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ উচ্চারণে পড়বে। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অনুচ্ছেদ থেকে যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্তবর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ শনাক্ত করে পড়তে বলবেন।

অনেক দিন আগের কথা। তখন যন্ত্রচালিত কোনো যানবাহন ছিল না। ছিল রাজায় রাজায় হানাহানি। ছিল যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। কে কার রাজ্য দখল করবে এ নিয়ে চিন্তা। তেমনি ছিল নিজের রাজ্য উন্নয়নের চিন্তা।

শিক্ষক নিচের নমুনা অনুসরণ করে পাঠ সংশ্লিষ্ট যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন একটি শব্দ গঠন করতে বলবেন। এবার যুক্তবর্ণটি ভেঙে লিখতে বলবেন। যেমন-**মুয়াজ্জিন - বিপজ্জনক জ্জ জ+জ**

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিপরীত শব্দ অনুশীলন করিয়ে নিম্নের ছকে শিক্ষার্থীদের বিপরীত শব্দ লিখতে দিবেন এবং তা পড়ে শোনাতে বলবেন।

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
উত্তপ্ত	ঠান্ডা
কঠিন	
ক্রুদ্ধ	
মুক্ত	

- শিক্ষক গল্পের যে অংশ পড়ানো হয়েছে তা বর্ণনাকারে শিক্ষার্থীদের সামনে বলবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগের সাথে শুনবে। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন এবং উত্তর লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে শিক্ষক দেখবেন এবং তা মূল্যায়ন করবেন।

  – তপ্ত বালুর উপর কাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল?
  – ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন কে?
  – ক্রীতদাসের প্রতি মনিবদের ব্যবহার কীরূপ ছিল?

- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ৯৮

বিষয়বস্তু: আবু বকর (রা) -------- ছিলেন আবু বকর (রা)।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বিভিন্ন ধরনের বাংলা শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণযোগে গঠিত শব্দ শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ ব্যবহৃত বাক্য পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যবই, মাল্টিমিডিয়া ও শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: জোড়ায় পঠন, দলে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্বারা যেকোনো গান/ছড়া/কবিতা পরিবেশন করাতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা পূর্বের পাঠের বিষয়বস্তু কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।

  – হজরত আবু বকর(রা) এর সময়ের আরবের একটি খারাপ প্রথার নাম বলো?
  – হজরত আবু বকর (রা) ক্রীতদাসের প্রতি কী ধরনের দয়া দেখিয়েছিলেন?
  – প্রথম আজান কে দিয়েছিলেন?
  – আগের পাঠের কোন বিষয়টি তোমার ভালো লেগেছে?

- যে সকল শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যবই বের করতে বলবেন এবং আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠ্যাংশটুকু পড়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়তে বলবেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করাবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন শিক্ষার্থীরা ঠিকভাবে শব্দ ধরতে পারছে কিনা। না পারলে সহায়তা করবেন ।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ (যেমন-ঘনিষ্ঠ, মুহম্মদ, মক্কা) বোর্ডে লিখবেন। এবার শব্দ থেকে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে যুক্তবর্ণ শনাক্ত করবেন। শনাক্তকৃত যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ সহযোগে গঠিত তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। এবার শিক্ষক যুক্তবর্ণগুলো বোর্ডে ভেঙে লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের খাতায় লিখবে। এবার শিক্ষক শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করে দিবেন।
- শিক্ষক জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে।
- শিক্ষার্থীর পড়া শেষ হলে কয়েকজনকে সামনে এনে পড়তে বলবেন। অন্য সকল শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পড়া ধরে শুনতে বলবেন প্রয়োজনে সহায়তা করতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে বলবেন। অতঃপর অনুচ্ছেদটি শিক্ষার্থীদের সামনে প্রদর্শন করে শুদ্ধভাবে পড়তে বলবেন এবং পড়ে শিক্ষার্থীরা কী বুঝলো তা বলতে বলবেন।

> রাজ্যের রাজা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাবার মৃত্যুর পরে রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা সামলাতে গিয়ে তিনি হিমসিম খাচ্ছিলেন। এক বছরের মধ্যে বিছানায় পড়ে গেলেন। সারাক্ষণ অসহ্য মাথা ব্যথা। কোনো কিছু খেতে পারে না।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের নমুনা অনুসরণ করে খালি জায়গায় শব্দ বসিয়ে বাক্য লিখতে দিবেন। মৌখিক বা লিখিতভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

বাম পাশ থেকে শব্দ নিয়ে ডান পাশের খালি জায়গায় বসাও

বাম	ডান
মুক্ত	দুপুর রোদে বালু --------------------------- হয়ে আছে।
আবু বকর(রা)	ইসলামের ------------------------ মুয়াজ্জিন বেলাল (রা)।
উত্তপ্ত	মুহাম্মদ (স) ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন ---------------------।
প্রথম	আবু বকর (রা) অনেক ক্রীতদাস কিনে ----- করে দিয়েছিলেন।

- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান

করবেন।

- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ৯৯

বিষয়বস্তু: আবু বকর (রা) ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ------ গরিব-দুঃখীর কল্যাণে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণযোগে গঠিত শব্দ শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ ব্যবহৃত বাক্য পড়তে পারবে।
- পাঠের অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত গল্পের অনুচ্ছেদ দেখে দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যবই, মাল্টিমিডিয়া ও শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: জোড়ায় পঠন, দলে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আজকের পাঠের গুরুত্বপূর্ণ অংশ শিক্ষার্থীদের নিকট এমনভাবে তুলে ধরবেন যাতে শিক্ষার্থীরা পাঠে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করে। যেমন- শিক্ষক বলবেন আজ আমি মুসলিম জাহানের প্রধান শাসক ইসলামের প্রথম খলিফার জীবন কাহিনী তোমাদের নিকট উপস্থাপন করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।
- এ পর্যায় শিক্ষক আবু বকর (রা) এর জন্ম, শিক্ষাকাল ও তার বেড়ে ওঠার বিষয় শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরবেন এবং আজকের পাঠ্যাংশ শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটুকু শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের যুক্তবর্ণ খুজে বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলা যুক্তবর্ণগুলো বোর্ডে লিখবেন এবং শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলার অনুশীলন করাবেন। শিক্ষার্থীদের সহায়তায় যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে পারগ শিক্ষার্থীদের দ্বারা পড়া অনুশীলন করাবেন। পরবর্তীতে দলের সকল শিক্ষার্থীরা পড়া অনুশীলন করার নির্দেশনা দিবেন।

- শিক্ষক বোর্ডে বিরামচিহ্ন ছাড়া একটি অনুচ্ছেদ লিখবেন বা মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের অনুচ্ছেদের সঠিক স্থানে সঠিক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে যথাযথ বিরামচিহ্নের অনুচ্ছেদটি প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের মিলিয়ে নিতে বলবেন।

সঠিক বিরামচিহ্ন বসিয়ে লিখ।

হজরত আবু বকর (রা) বললেন কী করেছে এই যুবক কেন তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যুবকের মনিব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'এ আমার ক্রীতদাস। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাই এই শাস্তি

- শিক্ষক বোর্ডে কয়েকটি প্রশ্ন লিখবেন এবং পাঠ্যাংশ পড়ে উত্তর খুঁজতে নির্দেশনা প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর খুঁজে খাতায় লিখবে।

  – খলিফা কাকে বলে?
  – গরিব দুঃখীর জন্য হজরত আবু বকর কী করেছিলেন?
  – হজরত আবু বকর (রা) কে কেন খলিফা নির্বাচন করা হয়েছিল?

- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ১০০

বিষয়বস্তু: এই মহান খলিফা -------- তিনি খেয়াল রাখতেন।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণযোগে গঠিত শব্দ শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ ব্যবহৃত বাক্য পড়তে পারবে।
- পাঠের অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত গল্পের অনুচ্ছেদ দেখে দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, পাঠ্যবই, মাল্টিমিডিয়া ও শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।
পদ্ধতি/কৌশল: জোড়ায় পঠন, দলে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আজকের পাঠের গুরুত্বপূর্ণ অংশ শিক্ষার্থীদের নিকট এমনভাবে তুলে ধরবেন যাতে শিক্ষার্থীরা পাঠে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করে। যেমন-শিক্ষক বলবেন

আজ আমি মুসলিম জাহানের প্রধান শাসকের ইসলামের প্রথম খলিফার চির বিদায়ের কাহিনী তোমাদের নিকট উপস্থাপন করবো। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

- এ পর্যায় শিক্ষক আবু বকর (রা)চির বিদায়ের সন, মেয়েকে দেওয়া ওসিয়াত ও দাসদের প্রতি তার ভালোবাসা শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরবেন এবং আজকের পাঠ্যাংশ শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটুকু শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের অন্তর্গত যুক্তবর্ণ খুজে বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলা যুক্তবর্ণগুলো বোর্ডে লিখবেন এবং শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলার অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে পারগ শিক্ষার্থীদের দ্বারা পড়া অনুশীলন করাবেন। পরবর্তীতে দলের সকল শিক্ষার্থীরা পড়া অনুশীলন করতে নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলার অনুশীলন করিয়ে শিক্ষার্থীদের বলতে দিবেন।
- শিক্ষক নিচের অনুচ্ছেদটি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়তে দিবেন এবং পড়া শেষে শিক্ষার্থীরা অনুচ্ছেদ পড়ে কী বুঝতে পেরেছে তা বলতে বলবেন বা প্রশ্ন-উত্তরে আলোচনা করবেন।

> রাজা অসুস্থ। প্রজাদের মন ভালো নেই। চারিদিকে লোক পাঠানো হলো। নীলমনি খোঁজার জন্য। এমন দয়ালু রাজা মারা গেলে। প্রজাদের প্রয়োজনে কে সাহায্য করবে। নীলমনি কোথায় আছে কেউ জানে না। তবুও খুঁজতেই হবে। নীলমনি স্পর্শ করলেই রাজা ভালো হয়ে যাবেন।

- শিক্ষক বোর্ডে নিচের ছকটি এঁকে দিয়ে ছকে উল্লেখিত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে বলবেন। লেখা শেষে মূল্যায়ন করবেন।

দাঁড়ি	১ ২
কমা	১ ২
প্রশ্নবোধক	১ ২
বিস্ময়সূচক	১ ২

- শিক্ষক গল্প থেকে শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন।
- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ১০১

বিষয়বস্তু: পুনরালোচনা

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণযোগে গঠিত শব্দ শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ ব্যবহৃত বাক্য পড়তে পারবে।
- পাঠের অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত গল্পের অনুচ্ছেদ দেখে দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছবি, মূল্যায়ন টুলস, পাঠ্যবই, মাল্টিমিডিয়া।

পদ্ধতি/কৌশল: নীরব পঠন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষক হজরত আবু বকর (রা) এর জীবন কাহিনী শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরবেন এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করবেন যাতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ অটুট থাকে।
- পাঠ্যবইয়ের হজরত আবু বকর(রা) এর জীবন কাহিনীর যেকোনো জায়গা থেকে শিক্ষার্থীদের পড়তে দিবেন। একজন শিক্ষার্থী যেখানে পড়া শেষ করবে পরের শিক্ষার্থী এর পর থেকে পড়তে বলবেন।
- শিক্ষক এ গল্পের অনুরূপ শ্রেণিউপযোগী একটি বা দুটি অনুচ্ছেদ তৈরি করে (যেখানে যুক্তবর্ণ থাকবে) শিক্ষার্থীদের পড়তে দিবেন। শিক্ষক এ অনুচ্ছেদ থেকে কোনো নির্দিষ্ট শব্দ বা বাক্য বলবেন যা শিক্ষার্থীরা শুনে শনাক্ত করবে। অতঃপর সেসমস্ত যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ শিক্ষার্থীদের ভেঙে লিখতে বলবেন।
- অতঃপর শিক্ষার্থীদের শনাক্তকৃত যুক্তবর্ণ দিয়ে দুই-তিনটি বাক্য লিখতে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের একজনের খাতা অন্যকে মূল্যায়ন করতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন বোর্ডে প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের ঠিক উত্তরটি মুখে বলতে বা খাতায় লিখতে দিবেন। লেখা শেষে শিক্ষক শুনে বা খাতা দেখে মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে দিবেন এবং এ প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলবেন। লেখা শেষে মূল্যায়ন করবেন এবং প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিবেন।

  – হজরত মুহম্মদ (স) কোথায় হিজরত করেন?
  – হজরত আবু বকর (রা) মৃত্যুর আগে মেয়েকে কী বলেছিলেন?

- হজরত বেলাল (রা) কে ছিলেন?
- মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা কে ছিলেন?

- শিক্ষক নিম্নের মিলকরণের নমুনাটি বোর্ডে তুলে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলবেন তারা যেন এটি খাতায় তুলে বাম পাশের অংশের সাথ ডান পাশের অংশ মিল করে লিখে।

বাম	ডান
ইসলামের প্রথম খলিফা	মদিনায় হিজরত করেন।
ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন	মনে দয়া হলো।
হজরত মুহম্মদ (স) মক্কা থেকে	হজরত আবু বকর (রা)।
হজরত আবু বকর (রা) এর	হজরত বেলাল (রা)।

- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ শেষ করবেন।

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- **০১.০৩.০১.০১, ০১.০৩.০৬.০১, ০১.০৩.০৭.০১, ০১.০৩.১২.০১ ও ০১.০৩.১৮.০১** অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ২১
আমার পণ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে বলা ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

৮.১ চিত্র ও ছবি সম্বলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প সাবলীলভাবে বলতে পারা এবং বিষয়বস্তু বলতে পারা।

১২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প বিরামচিহ্ন মেনে, প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

১৬.১ পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে বা না দেখে লিখতে পারা।

১৬.২ পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার মূলভাব এবং নিজ অভিজ্ঞতা/ মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ৫

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-১০২	সকালে উঠিয়া আমি .... করি ভালো মনে।
পিরিয়ড-১০৩	সকালে উঠিয়া আমি .... নাহি করি হেলা।
পিরিয়ড-১০৪	সুখী যেন নাহি .... বলি মনে মনে।
পিরিয়ড-১০৫	সম্পূর্ণ কবিতা
পিরিয়ড-১০৬	পুনরালোচনা

পিরিয়ড - ১০২

বিষয়বস্তু: সকালে উঠিয়া .... করি ভালো মনে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো

করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলে আলোচনা, একক অনুশীলন, শব্দ অন্বেষণ, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করার জন্য প্রস্তুতিমূলক কিছু প্রশ্ন করবেন। যেমন -
    - কেমন শিক্ষার্থীকে সবাই ভালোবাসে?
    - তুমি কি তেমন হতে চাও?
    - সেজন্য তোমাকে কী কী করতে হবে?
    - বড়ো হয়ে তুমি কী হতে চাও?
    - অথবা অনুরূপ প্রশ্ন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্য কবিতার শিরোনাম/বিষয়বস্তু অনুমান করার জন্য পরোক্ষ সহায়তা দিবেন। এরপর শিক্ষক বলবেন, আজকে আমরা আমার পণ কবিতাটি পড়ব।
- পাঠের ছবিটি ভালোভাবে দেখতে বলবেন। পাশের শিক্ষার্থীদের সাথে ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন এবং কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ছবি সম্পর্কে বলতে বলবেন। কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে (ছবিতে কী আছে? ছবিটি দিনের কোন সময়ের? ছবিটিতে কে, কী করছে? ইত্যাদি)।
- প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরে ছবি সম্পর্কে ধারণা প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক প্রথমে কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে শিক্ষার্থীদের বলবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক প্রথমে কবির নামসহ পুরো কবিতাটি স্পষ্ট উচ্চারণে বলবেন/আবৃত্তি করবেন। পরে আজকের পাঠের নির্ধারিত অংশ নির্দেশ করে নির্দিষ্ট ছন্দে কবিতাটি কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা সবাই আনন্দের সাথে কবিতাটি শুনছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের শব্দ আঙুল দিয়ে ধরে পড়া অনুসরণ করতে বলবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন - সকল শিক্ষার্থী আঙুল দিয়ে পাঠটি অনুসরণ করছে কিনা এবং পাঠের বিশেষ শব্দগুলো (মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পণ, আদেশ, মোর, গুরুজন) সঠিকভাবে উচ্চারণ করছে কিনা।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের খাতা খুলে বই দেখে কবির নামসহ 'আমার পণ' কবিতার আজকের পাঠ্যাংশটুকু লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের পরস্পর খাতা বদল করে মূল্যায়ন করতে বলবেন।
- প্রতি বেঞ্চে বসা শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি করে দল গঠন করবেন। শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করে কবিতার আজকের পঠিত অংশে কী বলা হয়েছে তা লিখতে বলবেন। প্রয়োজনে নিজে একটি উদাহরণ লিখে দিবেন।
- যেমন: আমাদের সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠা উচিত।

বাক্য-১:

বাক্য-২:

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী বাক্য লিখছে কিনা তা পর্যবেক্ষেণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের বাক্যগুলো বলতে বলবেন। বাক্য গঠনে সমস্যা রয়েছে এমন বাক্যগুলো সঠিকভাবে বলে/ লিখে দিবেন।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়ার ও লেখার ক্ষেত্র) করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ১০৩

বিষয়বস্তু: সকালে উঠিয়া .... নাহি করি হেলা।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, একক অনুশীলন, শব্দ অন্বেষণ, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা আগের পাঠ কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য দুই একটি প্রশ্ন করবেন বা পড়তে/আবৃত্তি করতে দিবেন। যেমন-
    - আমার পণ কবিতাটি কে লিখেছেন?
    - সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাদের চাওয়া কী হবে?
    - কাদের আদেশে আমরা কাজ করব?
    - অথবা অনুরূপ প্রশ্ন।
- যেসকল শিক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য

থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন আমি তোমাদের আজকের পাঠ্যাংশটুকু আবৃত্তি করে শোনাব তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এরপর শিক্ষক পাঠটুকু ধীরে ধীরে আবৃত্তি করে শোনাবেন। এভাবে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে আবৃত্তি করবেন। কয়েকবার সমস্বরে আবৃত্তি করার পর শিক্ষক আবৃত্তি শুরু করে দিয়ে থেমে যাবেন এবং লক্ষ করবেন শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে অন্ত্যমিল বজায় রেখে আবৃত্তি করতে পারছে কিনা। যেখানে শিক্ষার্থীরা থেমে যাবে শিক্ষক সেখানে সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে পড়াবেন। শিক্ষক এভাবে দুইতিনবার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ (পণ, আদেশ, মোর, গুরুজন, মিলেমিশি, হেলা) বোর্ডে লিখে অর্থ ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করে দিবেন এবং তা শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে এবং বিষয়বস্তু বলবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে।
- আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বই দেখে খাতায় লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে পরস্পরের মধ্যে খাতা বদল করে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। যাতে একজন অন্যজনের লেখা পড়তে পারে ও মূল্যায়ন করতে পারে।
- শিক্ষক বোর্ডে কয়েকটি শব্দ লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত প্রতিটি শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য লিখতে বলবেন।

প্রদত্ত শব্দ	বাক্য লিখি
সারাদিন	১. ২.
আদেশ	১. ২.
গুরুজন	১. ২.
হেলা	১. ২.

- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়ার ও লেখার ক্ষেত্র) করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ১০৪

বিষয়বস্তু: সুখী যেন নাহি .... বলি মনে মনে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়ার চরণ দেখে দেখে বা না দেখে লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত কবিতার চরণ দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাঠের ছবি, মাল্টিমিডিয়া, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: জোড়ায় পড়া, একক পাঠ, সমস্বরে পঠন, ছবি দেখা, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা আগের পাঠ কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য দুই একটি প্রশ্ন করবেন -
  - ‘আমার পণ’ কবিতায় কাদের সঙ্গে মেশার কথা বলা হয়েছে?
  - কখন কোনোরকম হেলা করা যাবে না?
  - ‘পণ’ কথাটি বুঝিয়ে বলো।

অথবা অনুরূপ প্রশ্ন।

- যে সকল শিক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- তারপর শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের বের করতে বলবেন। প্রয়োজনে পারলে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আমি তোমাদের আজকের পাঠের কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাব তোমরা আমার সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষার্থীরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। না পারলে ঠিকভাবে ধরিয়ে দিবেন।
- তারপর শিক্ষক পাঠের বিশেষ শব্দ (কভু, সামলিয়ে, ফাঁকি, সনে) বোর্ডে লিখে অর্থ ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করে দিবেন এবং তা শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতার প্রতি দুই লাইনের শেষ শব্দ জোড়ার মিল বিষয়ে বলবেন এবং অন্ত্যমিল যুক্ত শব্দ জোড়া বলতে এবং খাতায় লিখতে বলবেন। প্রতি জোড়ার অন্ত্যমিল যুক্ত শব্দের একটি করে নতুন শব্দ লিখতে বলবেন। যেমন -

কবিতার অন্ত্যমিলযুক্ত শব্দজোড়	অন্ত্যমিলযুক্ত নতুন শব্দ
বলি চলি	অলি, কলি, গলি

- শিক্ষক নিচের কবিতাংশটুকু বোর্ডে লিখে দিবেন বা মাল্টিমিডিয়ায় দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কয়েকবার পড়ার পর শিক্ষক সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করে শোনাবেন।

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,

সবার আমি ছাত্র,

নানান ভাবে নানান জিনিস

শিখছি দিবারাত্র।

এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়,

পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়

শিখছি সে সব কৌতূহলে,

নেই দ্বিধা লেশমাত্র। (সবার আমি ছাত্র - সুনির্মল বসু)

- শিক্ষার্থীরা এই কবিতা পড়ে কী বুঝতে পেরেছে, তা বলতে বলবেন। ভুল হলে শিক্ষক বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলবেন।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়ার ও লেখার ক্ষেত্র) করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ১০৫

বিষয়বস্তু: সম্পূর্ণ কবিতা

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়ার চরণ দেখে দেখে বা না দেখে লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত কবিতার চরণ দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: ছবি, পাঠ্যপুস্তক।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা একাকী চিন্তা, আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা আগের পাঠ কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য দুই একটি প্রশ্ন করবেন -
  - কখন ঘুম থেকে উঠতে হবে?
  - সারাদিন কীভাবে চলব?
  - কাদের আদেশ আমরা মেনে চলব?
  - কী দেখে সুখী হওয়া যাবে না?

  অথবা অনুরূপ প্রশ্ন।
- যে সকল শিক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন আমি তোমাদের পাঠের কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবো তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এরপর শিক্ষক পাঠটুকু ধীরে ধীরে আবৃত্তি করে শোনাবেন। এভাবে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে আবৃত্তি করবেন। কয়েকবার সমস্বরে আবৃত্তি করার পর শিক্ষক আবৃত্তি শুরু করে দিয়ে থেমে যাবেন এবং লক্ষ করবেন শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে অন্ত্যমিল বজায় রেখে আবৃত্তি করতে পারছে কিনা। যেখানে শিক্ষার্থীরা থেমে যাবে শিক্ষক সেখানে সহায়তা দিবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের তিনটি দলে ভাগ করে দিয়ে কবিতার তিনটি স্তবক তিন দলকে দিবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগের সাথে পড়ে এখানে কী কী কাজ করতে বলা হয়েছে আর কী কী কাজ করতে মানা করা হয়েছে তা খুঁজে বের করে খাতায় লিখতে বলবেন।

কী করব	কী করব না

- দলের ভাবনা এরপর উপস্থাপন করতে বলবেন। সবাইকে নীরবে শুনতে বলবেন। কোনো বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট না হলে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক কবিতার প্রথম আট লাইন শিক্ষার্থীদের না দেখে লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে পরস্পরের মধ্যে খাতা বদল করে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। যাতে একজন অন্য জনের লেখা পড়তে পারে ও মূল্যায়ন করতে পারে।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়ার ও লেখার ক্ষেত্র) করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ১০৬

বিষয়বস্তু: পুনরালোচনা

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ছড়া বা কবিতা শুনে অন্ত্যমিল শনাক্ত করতে পারবে।
- ছড়া শুনে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে ও লিখতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: ছবি, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা আগের পাঠ কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য একজনের পর একজনকে

কবিতার এক লাইন করে বলতে বলবেন। এভাবে শ্রেণির সব শিক্ষার্থী যেন একবার বলতে পারে। কোনো শিক্ষার্থী পরের লাইন বলতে না পারলে শিক্ষক সূত্র ধরিয়ে দিয়ে সহায়তা করবেন।

- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে কবিতাটি আবৃত্তি করবেন। কয়েকবার সমস্বরে আবৃত্তি করার পর শিক্ষক আবৃত্তি শুরু করে দিয়ে থেমে যাবেন এবং লক্ষ করবেন শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে অন্ত্যমিল বজায় রেখে আবৃত্তি করতে পারছে কিনা। যেখানে শিক্ষার্থীরা থেমে যাবে শিক্ষক সেখানে সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের ছকের বাম ও ডান কলামের বাক্যাংশ মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাক্য খাতায় লিখতে বলবেন।

বাম	ডান
সারাদিন আমি যেন	করি ভালো মনে
একসাথে থাকি যেন	সামলিয়ে থাকি
সাবধানে যেন লোভ	ভালো হয়ে চলি
আমি যেন সেই কাজ	যেন ভালোবাসি
ভাইবোন সকলেরে	সবে মিলেমিশি

শিক্ষার্থীদের পরস্পর খাতা পরিবর্তন করে বাক্যগুলো পড়ে শোনাতে বলবেন, প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দিবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিবেন। জোড়ায় আলোচনা করে নিচের প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন।

  - গুরুজনের সঙ্গে আমাদের আচরণ কেমন হবে?
  - ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে?
  - লোভ সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়ার ও লেখার ক্ষেত্র) করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০৫.০১, ০১.০৩.১১.০১, ০১.০৩.০৭.০১, ০১.০৩.১২.০১, ০১.০৩.১৭.০১ ও ০১.০৩.১৮.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ২২
মানব জয়ের গল্প

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।

৫.১ বিভিন্ন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৫.২ যুক্তবর্ণ ও ফলা যোগে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।

১৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।

১৬.১ পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে বা না দেখে লিখতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ৫

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-১০৭	অনেক অনেক দিন .... কষ্ট তিনি বুঝতেন।
পিরিয়ড-১০৮	বড় হয়ে তিনি .... নানা উপহার দিতেন।
পিরিয়ড-১০৯	তাঁর এই দানশীলতার................. খাবার খাওয়া হয়।
পিরিয়ড-১১০	অনেক অনেক .... খাবার খাওয়া হয়।
পিরিয়ড-১১১	পুনরালোচনা

পিরিয়ড - ১০৭

বিষয়বস্তু: অনেক অনেক দিন .... কষ্ট তিনি বুঝতেন।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: ছবি, পাঠ্যপুস্তক।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষক আজকের পাঠ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা জানার জন্য সান্টাক্লজ সেজে শিক্ষার্থীদের নানা উপহার প্রদানের বিষয়টি অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারেন। অথবা পাঠের ছবিটি বড়ো করে এঁকে বোর্ডে ঝুলিয়ে দিয়ে/ মাল্টিমিডিয়ায় দেখাতে পারেন। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন-

  - তোমরা কি জান, উপহার দেওয়া লোকটি কে?
  - তিনি কাদের উপহার দেন?
  - উপহার পেতে তোমাদের কেমন লাগে?

- যেসকল শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে ‘মানব জয়ের গল্প’ শিরোনামটি বোর্ডে লিখে দিবেন এবং গল্পের মূল বিষয় আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন যাতে শিক্ষার্থীরা গল্প শুনতে আগ্রহ বোধ করে।
- তারপর শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠ বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা বের করতে না পারলে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন আমি তোমাদের আজকের পাঠ্যাংশটুকু পড়ে শোনাব তোমরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে অতঃপর আমার সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়বে। শিক্ষক পাঠটুকু ধীরে ধীরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ (**তুরস্ক, পাতারা, সমুদ্রপার, নিকোলাস, এতিম**) বোর্ডে লিখে অর্থ বলে বাক্যে শব্দের প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিবেন।
- পাঠের যুক্তবর্ণ (**তুরস্ক, গ্রাম, সমুদ্র, জন্মগ্রহণ, অল্প**) ভেঙে বোর্ডে লিখে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন। যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন করে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ লিখতে দিবেন এবং পড়ে শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত শব্দ দিয়ে নিচের নমুনা অনুসরণ করে প্রতিটি শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে পড়ে শোনাতে বলবেন।

প্রদত্ত শব্দ	নতুন বাক্য লিখি
গ্রাম	১. পাতারা একটি গ্রাম। ২. গ্রাম আমার খুব ভালো লাগে।
ভদ্র	১. ২.
জন্ম	১. ২.
কল্পনা	১. ২.

- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়ার ও লেখার ক্ষেত্র) করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
	সাহায্য প্রয়োজন	ভালো	উত্তম
যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পেরেছে।			
ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পেরেছে।			
ফলাযুক্তবর্ণে গঠিত শব্দ লিখতে পেরেছে।			
যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ লিখতে পেরেছে।			
পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ দিয়ে বাক্য লিখতে পেরেছে।			

পিরিয়ড - ১০৮

বিষয়বস্তু: বড়ো হয়ে তিনি ....নানা উপহার দিতেন।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পূর্বের পাঠের বিষয়বস্তু কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।

  - নিকোলাস কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন?
  - নিকোলাস মানে কী?
  - এতিম কারা?

- যে সকল শিক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যবই বের করতে বলবেন এবং আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীরা বের করতে না পারলে শিক্ষক সহায়তা করে দেখিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠ্যাংশটুকু পড়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়তে বলবেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করাবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন শিক্ষার্থীরা ঠিকভাবে শব্দ ধরতে পারছে কিনা। না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিনবার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ (**সম্পত্তি, পছন্দ, বিভিন্ন, সন্ধান**) বোর্ডে লিখবেন। এবার শব্দ থেকে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে যুক্তবর্ণ শনাক্ত করবেন। শনাক্তকৃত যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ সহযোগে গঠিত তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। এবার শিক্ষক যুক্তবর্ণগুলো বোর্ডে ভেঙে লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের খাতায় লিখবে। এবার শিক্ষক শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করে দিবেন।
- শিক্ষক জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে উচ্চারণ শুনবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীর পড়া শেষ হলে কয়েকজনকে সামনে এনে পড়তে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পড়া ধরে শুনতে বলবেন কোথাও কোনো ভুল হলে অন্যদের সহায়তা করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে নির্দ্বিধায় অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ১০৯

বিষয়বস্তু: তাঁর এই দানশীলতার .... খাবার খাওয়া হয়।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পূর্বের পাঠের বিষয়বস্ত কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।
    - নিকোলাস কেমন মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন?
    - নিকোলাস কোথা থেকে সম্পত্তি পান?
    - নিকোলাস কী পছন্দ করতেন?
- যে সকল শিক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যবই বের করতে বলবেন এবং আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীরা বের করতে না পারলে শিক্ষক সহায়তা করে দেখিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠ্যাংশটুকু পড়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়তে বলবেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করাবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন শিক্ষার্থীরা ঠিকভাবে শব্দ ধরতে পারছে কিনা। না পারলে ঠিকভাবে ধরিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ **(ডিসেম্বর, মৃত্যু, আনন্দ)** বোর্ডে লিখবেন। এবার শব্দ থেকে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে যুক্তবর্ণ শনাক্ত করবেন। শনাক্তকৃত যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ সহযোগে গঠিত তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। এবার শিক্ষক যুক্তবর্ণগুলো বোর্ডে ভেঙে লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের খাতায় লিখবে। এবার শিক্ষক শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করে দিবেন।

- শিক্ষক জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে উচ্চারণ শুনবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে।
- শিক্ষক স্পষ্ট স্বরে ধীরে ধীরে পাঠের একটি অনুচ্ছেদ পড়বেন এবং শিক্ষার্থীদের তা শুনে খাতায় লিখতে বলবেন। লেখা শেষ হলে কয়েকজনকে সামনে এনে পড়তে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন, শব্দের বানান ও বাক্য কাঠামো ভুল হলে শিক্ষক ঠিক করতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দাঁড়ি,কমা, প্রশ্নবোধক ও বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখে দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদের নিচের ছকে প্রদত্ত বাক্যে সঠিক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে লিখতে বলবেন।

তুরস্কের একটি গ্রামের নাম পাতারা
তিনি বললেন শিক্ষার্থীদের আদর করবে
কখন ছুটি হবে
বাহ্ কলমটি খুব সুন্দর

শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে পরস্পরের মধ্যে খাতা বদল করে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। যাতে একজন অন্য জনের লেখা পড়ে মূল্যায়ন করতে পারে। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে নির্দ্বিধায় অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ১১০

বিষয়বস্তু: অনেক অনেক দিন .... খাবার খাওয়া হয়।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা, জোড়ায় আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পূর্বের পাঠের বিষয়বস্তু কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।

  – গরিব-দুঃখী মানুষের সন্ধান করতেন কে?
  – নিকোলাস ডে কয় তারিখে পালিত হয়?
  – নিকোলাস ডে-তে কী কী করা হয়?

- যে সকল শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যবই বের করতে বলবেন এবং বলবেন আজকে আমরা 'মানব জয়ের গল্প' সম্পূর্ণ পাঠ আলোচনা করব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ পাঠ পড়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের সাথে শব্দ ধরে নীরবে পড়তে বলবেন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করাবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন শিক্ষার্থীরা ঠিকভাবে শব্দ ধরতে পারছে কিনা। না পারলে ঠিকভাবে ধরিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা বই দেখে শব্দ ধরে শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষক জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) শিক্ষার্থীদের পাঠের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ছক অনুসারে খাতায় লিখে যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাতে এবং যুক্তবর্ণ ব্যবহার করে দুইটি করে শব্দ লিখতে বলবেন।

যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ	যুক্তবর্ণ	যুক্তবর্ণযুক্ত নতুন শব্দ
তুরস্ক	স্ক = স+ক	১. স্কুল ২. বিস্কুট
সমুদ্র		১. ২.
অল্প		১. ২.
কষ্ট		১. ২.
সন্ধান		১. ২.

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরস্পরের খাতা বদল করে পড়তে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন/উচ্চারণ শুনবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

- এরপর শিক্ষক 'নিকোলাস' সম্পর্কে তিনটি বাক্য বলবেন। শিক্ষার্থীদের শুনে শুনে তা খাতায় লিখতে

বলবেন। লেখা শেষে পরস্পর খাতা পরিবর্তন করে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে নির্দ্বিধায় অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ১১১

বিষয়বস্তু: (পুনরালোচনা।)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দে ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একাকী চিন্তা, দলে আলোচনা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পূর্বের পাঠের বিষয়বস্তু কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।

  – নিকোলাসের কোন গুণের কথা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে?
  – 'সম্পত্তি' শব্দের যুক্তবর্ণ দুটি বিশ্লেষণ করে দেখাও।
  – উচ্চারণ করো; সমুদ্র, অল্প, কষ্ট, সন্ধান।

- যেসকল শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যবই বের করতে বলবেন এবং বলবেন আজকের আমরা 'মানব জয়ের গল্প' সম্পূর্ণ পাঠের পুনরালোচনা করব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আজকে পাঠের সম্পূর্ণ অংশ পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে শব্দ পড়তে পারছে কিনা তা দেখবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের খাতা খুলে ছকের শব্দগুলো দিয়ে দুটি করে বাক্য রচনা করতে বলবেন।

প্রদত্ত শব্দ	নতুন বাক্য লিখি
এতিম	১. ২.
দয়ালু	১. ২.
উপকার	১. ২.
আনন্দ	১. ২.
পৃথিবী	১. ২.

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকজনের খাতা দেখবেন এবং ভুল হলে শুদ্ধরূপ লিখতে সহায়তা করবেন।

- শিক্ষক এরপর শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দিয়ে প্রত্যেক দলকে 'নিকোলাস ডে' সম্পর্কে পাঁচ বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে অনুচ্ছেদ লিখবে। পরে এক দলের খাতা অন্য দল পড়ে শোনাবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে শব্দের বানান ও বাক্যের কাঠামো শুদ্ধ করতে সহায়তা করবেন।
- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়ার ও লেখার ক্ষেত্র) করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০১.০১, ০১.০৩.০৬.০১, ০১.০৩.০৭.০১, ০১.০৩.১২.০১, ০১.০৩.১৮.০১ ও ০১.০৩.২৩.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ২৩
তালগাছ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।

৪.১ প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে বলা ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

৫.১ বিভিন্ন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৮.১ চিত্র ও ছবি সম্বলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প সাবলীলভাবে বলতে পারা এবং বিষয়বস্তু বলতে পারা।

৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।

১২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প বিরামচিহ্ন মেনে, প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

১৬.১ পাঠের অন্তর্ভুক্ত, ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে বা না দেখে লিখতে পারা।

১৬.২ পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার মূলভাব এবং নিজ অভিজ্ঞতা/ মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ৫

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-১১২	তালগাছ এক --------পাখা সে?
পিরিয়ড-১১৩	তাই তো সে---------- বাসাখানি।
পিরিয়ড-১১৪	সারাদিন ঝরঝর -------- যাবে ও।
পিরিয়ড-১১৫	তার পরে ---------- পৃথিবীর কোণটি।
পিরিয়ড-১১৬	সম্পূর্ণ কবিতা।

পিরিয়ড - ১১২

বিষয়বস্তু: তালগাছ এক --------পাখা সে?

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।

- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, পাঠ্যবই, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ

পদ্ধতি/কৌশল: দলগত আলোচনা, শব্দ অন্বেষণ, প্রশ্নোত্তর

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষক পাঠের ছবিটি শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে দেখতে বলবেন এবং ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন-
  - ছবিতে কী দেখতে পাওয়া যায়?
  - ছবিতে কী কী আছে?
  - কে কে তালগাছ দেখেছ?
  - তালগাছ দেখতে কেমন?
- যে সকল শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে শিক্ষক শিরোনামটি বোর্ডে লিখে দিবেন এবং কবিতার মূল বিষয় সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন যাতে শিক্ষার্থীরা কবিতা শুনতে আগ্রহবোধ করে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে প্রথমে পরো কবিতাটি স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে বলবেন/ আবৃত্তি করবেন। পরে আজকের পাঠের নির্ধারিত অংশ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে ছন্দের তালে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। সকল শিক্ষার্থীর মনোযোগ দিয়ে কবিতাটি শুনছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- শিক্ষক পাঠের কতিপয় শব্দ (উঁকি, ফুঁড়ে, উড়ে, পাখা) এর অর্থ, উচ্চারণ বলে দিবেন। প্রয়োজনে শব্দগুলো বোর্ডে লিখে বুঝিয়ে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের দ্বারা সঠিভাবে উচ্চারণ করাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে আবৃত্তি করবেন। কয়েকবার সমস্বরে আবৃত্তি পর শিক্ষক আবৃত্তি শুরু করে দিয়ে থেমে যাবেন এবং লক্ষ্য করবেন শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে আবৃত্তি করতে পারে কি না। যেখানে শিক্ষার্থীরা থেমে যাবে শিক্ষক সেখানে সহায়তা দিবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দলগত আবৃত্তি করতে দিবেন। দলগত অনুশীলনের পর একদল আবৃত্তি করবে অন্য দলগুলো শুনবে এভাবে নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে আবৃত্তি করতে বলবেন। একজন শিক্ষার্থী এক লাইন বলবে তার পাশের শিক্ষার্থী পরের লাইন এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থী আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করবে।

- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটুকু পড়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে পড়বেন। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন।
- এরপর শিক্ষক জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের জুটিতে পড়া শেষ হলে একজনকে সামনে এনে পড়তে বলবেন। অন্য সকল শিক্ষার্থীর মনোযোগ দিয়ে পড়া ধরে শুনতে বলবেন কোথাও কোনো ভুল হলে অন্যদের সহায়তা করতে বলবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ থেকে কয়েকটি শব্দর নির্বাচন করবেন এবং শব্দগুলো থেকে একটি একটি শব্দ বলবেন শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যবই থেকে খুঁজে বের করবে। প্রয়োজনে সহায়তা দেবেন।
- শিক্ষক নিম্নের নমুনা ছক বোর্ডে লিখে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের দাগ টেনে মিল করতে বলবেন।

তালগাছ	পাখা সে
কোথা পাবে	একেবারে উড়ে যায়
কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়	উঁকি মারে আকাশে
সব গাছ ছাড়িয়ে	এক পায়ে দাঁড়িয়ে

- আজকের পাঠ্যাংশ থেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোটো ছোটো প্রশ্ন করবেন- যেমন
  - তালগাছ কবিতা কে লিখেছেন?
  - তালগাছ কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে?
  - তালগাছের ইচ্ছা কী?

পিরিয়ড - ১১৩

বিষয়বস্তু: তাই তো সে ---------- বাসাখানি।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যবই, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: দলগত আলোচনা, শব্দ অন্বেষণ, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পূর্বের পাঠের কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য দুই একটি প্রশ্ন করবেন বা পড়তে/আবৃত্তি করতে দিবেন। যেমন-
    - তালগাছ কোথায় উঁকি মারে?
    - তালগাছের ইচ্ছা কী?
    - তালগাছ কবিতাটি কে লিখেছেন?
    - তালগাছের কী নাই?
- যে সকল শিক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের বলে দিয়ে পাঠ্যাংশটুকু আবৃত্তি করে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। এভাবে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে আবৃত্তি করবেন। কয়েকবার সমস্বরে আবৃত্তি পর শিক্ষক আবৃত্তি শুরু করে দিয়ে থেমে যাবেন এবং লক্ষ করবেন শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে আবৃত্তি করতে পারে কি না। যেখানে শিক্ষার্থীরা থেমে যাবে শিক্ষক সেখানে সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দলগত আবৃত্তি করতে দিবেন। দলগত অনুশীলনের পর একদল আবৃত্তি করবে অন্য দলগুলো শুনবে এভাবে নির্দেশনা দিবেন।
- আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে আবৃত্তি করতে বলবেন। একজন শিক্ষার্থী এক লাইন বলবে তার পাশের শিক্ষার্থী পরের লাইন এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থীকে আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করাবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের নিয়ে পড়বেন। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ (**ইচ্ছাটি, ডানা, ফেলে**) বোর্ডে লিখে অর্থ ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করে দিবেন এবং তা শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- শিক্ষক জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে।
- শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠের যুক্তবর্ণ খুঁজে বের করতে বলবেন এবং যুক্তবর্ণটি বোর্ডে লিখে দিয়ে তা ভেঙে দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণটি খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- ইচ্ছা যুক্তবর্ণটি দিয়ে শিক্ষার্থীদের দুটি বাক্য লিখতে দিবেন এবং তা পড়ে শোনাতে বলবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের **চ্ছ** যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন করতে দিবেন এবংতা মূল্যায়ন করবেন।

- আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষক শিক্ষার্থীদের না দেখে লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে পরস্পরের মধ্যে খাতা বদল করে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। যাতে একজন অন্য জনের লেখা পড়তে পারে ও মূল্যায়ন করতে পারে।
- শিক্ষক নিম্নের শব্দগুলো বলবেন। শিক্ষার্থীদের এ সকল শব্দ শুনে তা থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো শনাক্ত করতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন।

ঝরঝর, ইচ্ছা, কুসুম, ক্লাস, লালবাগ, কেল্লা, সকাল, সঙ্গে, জাহাজ, অন্ধকার

- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ১১৪

বিষয়বস্তু: সারাদিন ঝরঝর -------- যাবে ও।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়ার চরণ দেখে দেখে বা না দেখে লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত কবিতার চরণ দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যবই, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: দলগত আলোচনা, শব্দ অন্বেষণ, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা আগের পাঠ কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য দুই একটি প্রশ্ন করবেন বা পড়তে/আবৃত্তি করতে দিবেন। যেমন-
  - তালগাছের পাতা কেমন?
  - তালগাছ কাকে ডানা ভাবছে?
  - কী ফেলে তালগাছ উড়ে যাবে?
- যেসকল শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের বলে দিয়ে পাঠ্যাংশটুকু আবৃত্তি করে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের

মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। এভাবে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন।

- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে আবৃত্তি করবেন। কয়েকবার সমস্বরে আবৃত্তি পর শিক্ষক আবৃত্তি শুরু করে দিয়ে থেমে যাবেন এবং লক্ষ করবেন শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে আবৃত্তি করতে পারে কি না। যেখানে শিক্ষার্থীরা থেমে যাবে শিক্ষক সেখানে সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দলগত আবৃত্তি করতে দিবেন। দলগত অনুশীলনের পর একদল আবৃত্তি করবে অন্য দলগুলো শুনবে এভাবে নির্দেশনা দিবেন।
- আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে আবৃত্তি করতে বলবেন। একজন শিক্ষার্থী এক লাইন বলবে তার পাশের শিক্ষার্থী পরের লাইন এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থীকে আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করাবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে পড়াবেন। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ (**থত্থর, পত্তর, এড়িয়ে**) বোর্ডে লিখে অর্থ ও বাক্যে প্রয়োগ ব্যাখ্যা করে দিবেন এবং তা শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে।
- শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠের যুক্তবর্ণ খুঁজে বের করতে বলবেন এবং যুক্তবর্ণটি বোর্ডে লিখে দিয়ে তা ভেঙে দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণটি খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- **পত্তর** যুক্তবর্ণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের দুটি করে বাক্য লিখতে দিবেন এবং তা পড়ে শোনাতে বলবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের **ত্ত** যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন করতে দিবেন এবং তা মূল্যায়ন করবেন।
- আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষক শিক্ষার্থীদের না দেখে লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে পরস্পরের মধ্যে খাতা বদল করে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। যাতে একজন অন্য জনের লেখা পড়তে পারে ও মূল্যায়ন করতে পারে।
- শিক্ষক নিম্নের শব্দগুলো শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের এ সকল শব্দ শুনে তা থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো শনাক্ত করতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন।

হিজরত, শান্তি, কুসুম, জন্ম, উত্তপ্ত, কমলা, সকাল, সঙ্গে, জাহাজ, কেল্লায়, মুদ্রা, সোনালি

পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ (পড়ার ও লেখার ক্ষেত্র)করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

- শিক্ষক বোর্ডে নিম্নরুপ ছক অঙ্কন করে শিক্ষার্থীদের ঘরের ভিতর থেকে শব্দ নিয়ে খালি জায়গা পূরণ করে বাক্য বলতে ও লিখতে নির্দেশনা প্রদান করবেন।

ইচ্ছাটি	পত্তর	দাঁড়িয়ে	ফুঁড়ে

১. এক পায়ে -------

২. কালো মেঘ ----- যায়।

৩. ------- মালা তার।

৪. কাঁপে পাত ------।

- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ১১৫

বিষয়বস্তু: তার পরে ---------- পৃথিবীর কোণটি।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়ার চরণ দেখে দেখে বা না দেখে লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত কবিতার চরণ দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যবই, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: দলগত আলোচনা, শব্দ অন্বেষণ, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্বারা যেকোনো গান/ছড়া/কবিতা পরিবেশন করাতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা আগের পাঠ কতটুকু মনে রাখতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য দুই একটি প্রশ্ন করবেন বা পড়তে/আবৃত্তি করতে দিবেন। যেমন-

  - তালগাছের পাতা কী করে?
  - কবিতার কয়েকটি লাইন বলো।
  - তালগাছের কোথায় বেড়াতে ইচ্ছা করে?

- যেসকল শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাদের হাত তুলতে বলবেন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে বলতে বলবেন। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের বলে দিয়ে পাঠ্যাংশটুকু আবৃত্তি করে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। এভাবে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে আবৃত্তি করবেন। কয়েকবার সমস্বরে আবৃত্তি পর শিক্ষক আবৃত্তি শুরু করে দিয়ে থেমে যাবেন এবং লক্ষ করবেন শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে আবৃত্তি করতে পারে কি না। যেখানে শিক্ষার্থীরা থেমে যাবে শিক্ষক সেখানে সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দলগত আবৃত্তি করতে দিবেন। দলগত অনুশীলনের পর একদল আবৃত্তি করবে অন্য দলগুলো শুনবে এভাবে নির্দেশনা দিবেন।
- আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে আবৃত্তি করতে বলবেন। একজন শিক্ষার্থী এক লাইন বলবে তার পাশের শিক্ষার্থী পরের লাইন এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থী আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করাবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমস্বরে পড়াবেন। শিক্ষক এভাবে দুই তিন বার পড়া অনুশীলন করাবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ (**হাওয়া, কাঁপা, কোণটি**) বোর্ডে লিখে অর্থ ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করে দিবেন এবং তা শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- শিক্ষক জোড়া গঠন করে (পাশাপাশি দুজন) শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। জোড়ার একজন পড়বে অন্যজন শুনবে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে কয়েকটি শব্দ লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত প্রতিটি শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য লিখতে বলবেন।

প্রদত্ত শব্দ	বাক্য লিখি
পাতা	১. গাছের পাতা সবুজ। ২. গাছে পাতা আছে।
মাটি	১ ২
পৃথিবী	১ ২
তালগাছ	১ ২

আজকের পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষক শিক্ষার্থীদের না দেখে লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে পরস্পরের মধ্যে খাতা বদল করে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। যাতে একজন অন্য জনের লেখা পড়তে পারে ও মূল্যায়ন করতে পারে।

- কবিতাটি শিক্ষার্থীদের পড়তে দিবেন এবং কবিতাটি পড়ে শিক্ষার্থীদের তাদের নিজের মত করে বলতে দিবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পিরিয়ড - ১১৬

বিষয়বস্তু: সম্পূর্ণ কবিতা।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ছড়া বা কবিতা শুনে অন্ত্যমিল শনাক্ত করতে পারবে।
- ছড়া শুনে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে ও লিখতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের ছড়া পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যবই, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: দলগত আলোচনা, শব্দ অন্বেষণ, প্রশ্নোত্তর

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।
- সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে কবিতাটি সমস্বরে আবৃত্তি করবেন। কয়েকবার সমস্বরে আবৃত্তি পর শিক্ষক আবৃত্তি শুরু করে দিয়ে থেমে যাবেন এবং লক্ষ করবেন শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে আবৃত্তি করতে পারে কি না। যেখানে শিক্ষার্থীরা থেমে যাবে শিক্ষক সেখানে সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রশ্ন করবেন কে কে পুরো কবিতাটি আবৃত্তি করতে পারে। যারা কবিতাটি আবৃত্তি করতে পারে তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের কাছ থেকে আবৃত্তি শুনবেন এবং যারা আবৃত্তি করতে পারে না তাদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। অপারগ শিক্ষার্থীদের আবৃত্তিতে সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতার প্রতি দুই লাইনের শেষ শব্দ জোড়ার মিল বিষয়ে বলবেন এবং দেখিয়ে দিবেন। যেমন- খেলা, মেলা।
- শিক্ষার্থীদের নিকট প্রশ্ন করবেন ডানা ও মানা অন্ত্যমিলযুক্ত নতুন কী কী হতে পারে। শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন। না পারলে বলে দিবেন। যেমন- **কানা, মানা, হানা**।
- অতঃপর শিক্ষক নিম্নের ছকটি বোর্ডে লিখে বা চার্ট দেখিয়ে অন্ত্যমিলযুক্ত নতুন শব্দ শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে দিবেন।

কবিতায় প্রদত্ত অন্ত্যমিল শব্দ	অন্ত্যমিলযুক্ত নতুন শব্দ
দাঁড়িয়ে ছাড়িয়ে	বাড়িয়ে
উঁড়ে ফুঁড়ে	
মাতাতে পাতাতে	

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নের প্রশ্ন করে উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন।

  – কবিতাটির কবির নামকী?
  – তালগাছ কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে?
  – বাতাস হলে তালগাছের পাতা কেমন করে কাঁপে?
  – তালগাছ কাকে মনে মনে মা ভাবে?

- শিক্ষক নিচের ছকটি বোর্ডে লিখে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে এর উত্তর লিখতে বলবেন। উত্তর লেখা শেষ হলে প্রতি দল থেকে তাদের লেখা উত্তর পড়ে শোনাতে বলবেন।
- গাছ আমাদের কী কী উপকার করে তা লিখ।

১.

২.

৩.

- শিক্ষার্থীদের কবিতা দেখে দেখে লিখতে দেবেন এবং কবিতা পড়ে শিক্ষার্থীরা কবিতার বিষয় বুঝে নিজের মতো করে লিখতে/বলতে বলবেন।
- পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীরা পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ করছে কিনা তা দেখে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০১.০১, ০১.০৩.০৫.০১, ০১.০৩.০৬.০১, ০১.০৩.১১.০১, ০১.০৩.১২.০১, ০১.০৩.১৭.০১, ০১.০৩.২৩.০১ ও ০১.০৩.২৪.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ২৪
সেই সাহসী ছেলে

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ ছবি/চিত্র বা ছক দেখে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার পাঠ শুনে তথ্য, বিষয়বস্তু বুঝতে পারা।

৫.২ যুক্তবর্ণ ও ফলা যোগে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৭.১ বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয়বস্তু বলতে পারা।

৮.১ চিত্র ও ছবি সম্বলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প সাবলীলভাবে বলতে পারা এবং বিষয়বস্তু বলতে পারা।

৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।

১১.১ চিত্র ও ছক সম্বলিত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা, প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারা।

১৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।

১৫.১ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনামূলক ও তথ্যমূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখতে পারা।

১৫.২ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা পড়ে/শুনে শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ লিখতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ০৫

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-১১৭	সবার মধ্যে-------- সংবর্ধনা দেওয়া হবে।
পিরিয়ড-১১৮	সবার মধ্যে--------একটা কিছু করতে হবে।
পিরিয়ড-১১৯	অতিথিরা এলেন------ কাছে ডেকে নিলেন।
পিরিয়ড-১২০	অতিথিরা এলেন------স্বাধীনতার কথা।
পিরিয়ড-১২১	বিপরীত শব্দ, গুণবাচক শব্দ, সৃজনশীল লেখা।

পিরিয়ড - ১১৭

বিষয়বস্তু: সবার মধ্যে-------- সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের আলোচনা শুনে তথ্যমূলক রচনা শুনে প্রাসঙ্গিক তথ্য বলতে পারবে।
- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বিভিন্ন ধরনের বাংলা শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।

উপকরণ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ছবি প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবির ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে বলবেন। আলোচনা থেকে শিক্ষক বলবেন, আজকে আমাদের পাঠটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছেলে বেলার গল্প। এই পাঠের নাম হলো সেই সাহসী ছেলে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বই থেকে আজকের পাঠ্যাংশ খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠ্যাংশ সরবে পাঠ করতে বলবেন। পাঠ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পাঠের অভিজ্ঞতা যেমন, পড়া কেমন হলো? আরো ভাল করা যায় কিনা? কী সমস্যা নিজের কাছে মনে হয়েছে? তা বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মতামত শোনার পর শিক্ষক নিজে আজকের পাঠ্যাংশ আদর্শ পাঠ দিবেন। পড়ার সময় পাঠের বিশেষ শব্দের উচ্চারণ, অর্থ বলে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে, জোড়ায়, এককভাবে পড়ার অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন। পরে ধারাবাহিকভাবে পড়ার মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষক নিজে বা কোনো একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে নতুন শব্দগুলো বোর্ডে লেখাবেন। এবার শব্দগুলোর অর্থ লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদেরকে নতুন শব্দগুলোর ব্যবহার করে একটি করে বাক্য রচনা করতে দিবেন। সকলের লেখা বাক্য দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও সহায়তা দিবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দিবেন।

  – তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
  – অতিথিরা কোন স্কুল পরিদর্শনে আসবেন?
  – অন্য মন্ত্রীর নাম কী?

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ্যাংশ পড়ে উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা নীরবে পড়ে উত্তরগুলো খাতায় লিখবে। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশ থেকে ফলাযুক্ত শব্দ বা বর্ণ শনাক্ত করতে বলবেন। শিক্ষক নিজে বোর্ডে লিখে দিবেন। এবার শিক্ষক ফলাযুক্ত বর্ণ বা শব্দে যুক্ত ফলাটির নাম জানতে চাইবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলে দিবেন। এবার শিক্ষক ফলাযুক্ত বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণ জিজ্ঞাসা করবেন। কয়েকজনের কাছ থেকে

শুনবেন এবং সঠিক উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন। এবার শিক্ষক আজকের পাঠের ফলাচিহ্ন ব্যবহার করে নতুন শব্দ গঠন করতে দিবেন। সকলে লেখা দেখবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।

- আজকের পাঠের উদ্দেশ্য কতটা অর্জন হয়েছে তা নিচের পারদর্শিতার সূচক অনুসারে যাচাই করবেন, ফলাবর্তন দিবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ১১৮

বিষয়বস্তু: সবার মধ্যে---------একটা কিছু করতে হবে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- তথ্যমূলক রচনা পড়ে/শুনে প্রাসঙ্গিক তথ্য বলতে পারবে।
- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণযোগে গঠিত শব্দ শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- পূর্বপাঠের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষক গত ক্লাসের আলোচনা পূনরাবৃত্তি করবেন বা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বই থেকে আজকের পাঠ্যাংশ খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠ্যাংশ সরবে পাঠ করতে বলবেন। পাঠ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পাঠের অভিজ্ঞতা যেমন, পড়া কেমন হলো? আরও ভাল করা যায় কিনা? কী সমস্যা নিজের কাছে মনে হয়েছে? তা বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মতামত শোনার পর শিক্ষক নিজে আজকের পাঠ্যাংশ আদর্শ পাঠ দিবেন। পড়ার সময় পাঠের বিশেষ শব্দের উচ্চারণ, অর্থ বলে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে, জোড়ায়, এককভাবে পড়ার অনুশীলনের ব্যবস্থা করবে। পরে ধারাবাহিকভাবে পড়ার মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষক নিজে বা কোনো একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে নতুন শব্দগুলো বোর্ডে লেখাবেন। এবার শব্দগুলোর অর্থ লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদেরকে নতুন শব্দগুলোর ব্যবহার করে একটি করে বাক্য রচনা করতে দিবেন। সকলের লেখা বাক্য দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও সহায়তা দিবেন।

- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দিবেন।

  – সংবর্ধনার দায়িত্বে কে ছিলেন?
  – মিশন স্কুল কোন জেলায় ছিল?
  – শেখ মুজিব তখন কোথায় পড়তেন?

  এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ্যাংশ পড়ে উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা নীরবে পড়ে উত্তরগুলো খাতায় লিখবে। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। সবাই বই দেখে নিজের বন্ধুর লেখা উত্তর মূল্যায়ন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।

- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ থেকে যুক্তবর্ণ যুক্ত শব্দ শনাক্ত করতে বলবেন। এবার শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে শব্দটি বোর্ডে লেখাবেন। সবাইকে শব্দ থেকে যুক্তবর্ণটি আলাদা করে লিখতে বলবেন। বোর্ডেও যুক্তবর্ণটি লিখবেন। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দটি উচ্চারণ করতে দিবেন। উচ্চারণে সমস্যা থাকলে সহায়তা করবেন ও বারবার অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন, এই যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ যুক্ত হয়েছে? শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শুনবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা দিয়ে সঠিক উত্তর বের করে আনবেন। এবার শিক্ষক যুক্তবর্ণটি ভেঙে বোর্ডে লিখে দিবেন। সবাই তাদের নিজ নিজ খাতায় যুক্তবর্ণটি আলাদা করে লিখবে। এবার শিক্ষক এই যুক্তবর্ণটি ব্যবহার করে ২টি করে নতুন শব্দ লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শব্দ দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন। শিক্ষার্থীর ভাষা দক্ষতা বিকাশের জন্য এই কাজগুলো বাংলা পাঠদানের ক্ষেত্রে অব্যাহত রাখবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশ থেকে ফলাযুক্ত শব্দ বা বর্ণ শনাক্ত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের খাতায় ফলাযুক্ত শব্দ বা বর্ণটি লিখবে। শিক্ষক নিজে বোর্ডে লিখে দিবেন। এবার শিক্ষক ফলাযুক্ত বর্ণ বা শব্দে যুক্ত ফলাটির নাম জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা নাম বলবে। প্রয়োজনে শিক্ষক বলে দিবেন। এবার শিক্ষক ফলাযুক্ত বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণ জিজ্ঞাসা করবেন। কয়েকজনের কাছ থেকে শুনবেন এবং সঠিক উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন। এবার শিক্ষক আজকের পাঠের ফলাচিহ্ন ব্যবহার করে নতুন শব্দ গঠন করতে দিবেন। সকলে লেখা দেখবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ১১৯

বিষয়বস্তু: অতিথিরা এলেন------ কাছে ডেকে নিলেন।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- তথ্যমূলক রচনা পড়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য বলতে পারবে।

- যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ লিখতে পারবে।
- যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ ভেঙে লিখতে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- পূর্বপাঠের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষক গত ক্লাসের আলোচনা পূনরাবৃত্তি করবেন বা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বই থেকে আজকের পাঠ্যাংশ খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠ্যাংশ সরবে পাঠ করতে বলবেন। পাঠ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পাঠের অভিজ্ঞতা যেমন, পড়া কেমন হলো? আরো ভাল করা যায় কিনা? কী সমস্যা নিজের কাছে মনে হয়েছে? তা বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মতামত শোনার পর শিক্ষক নিজে আজকের পাঠ্যাংশ আদর্শ পাঠ দিবেন। পড়ার সময় পাঠের বিশেষ শব্দের উচ্চারণ, অর্থ বলে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে, জোড়ায়, এককভাবে পড়ার অনুশীলনের ব্যবস্থা করবে। পরে ধারাবাহিকভাবে পড়ার মূল্যায়ন করবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের উপর একটি শ্রুতলিপি করাবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের কিছু অংশ স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পড়বেন শিক্ষার্থীরা বই থেকে না দেখে শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে শুনে লিখবে। লেখার সময় শিক্ষক বিরামচিহ্নগুলো সঠিকভাবে লিখে নিচে দাগ দিয়ে রাখতে বলবেন। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। সবাই বই দেখে নিজের বন্ধুর লেখা মূল্যায়ন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দিবেন।

  - অতিথিদের কী সংবর্ধনা দেওয়া হলো?
  - শেখ মুজিব সহপাঠীদের নিয়ে কোন অতিথির সামনে দাঁড়ালেন?
  - স্কুলের কী কী সমস্যা ছিল?

  এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ্যাংশ পড়ে উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করতে বলবেন। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। সবাই বই দেখে নিজের বন্ধুর লেখা উত্তর মূল্যায়ন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।

- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিরোনামে একটি ৫ বাক্যের অনুচ্ছেদ লিখতে বলবেন। লেখার সময় অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তুর সাথে সাথে বিরামচিহ্নের ব্যবহারকে সচেতনভাবে করার নির্দেশনা দিবেন। লেখা শেষে শিক্ষক সকলের লেখা দেখবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা বা ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ থেকে যুক্তবর্ণ যুক্ত শব্দ শনাক্ত করতে বলবেন। এবার শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে শব্দটি বোর্ডে লেখাবেন। সবাইকে শব্দ থেকে যুক্তবর্ণটি আলাদা করে লিখতে বলবেন। বোর্ডেও যুক্তবর্ণটি লিখবেন। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দটি উচ্চারণ করতে দিবেন। উচ্চারণে সমস্যা থাকলে সহায়তা করবেন ও বারবার অনুশীলন করাবেন। আগের পাঠের অনুরূপে যুক্তবর্ণ নিয়ে কাজ করবেন।
- আজকের পাঠের উদ্দেশ্য কতটা অর্জন হয়েছে তা নিচের পারদর্শিতার সূচক অনুসারে যাচাই করবেন, ফলাবর্তন দিবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ১২০

বিষয়বস্তু: অতিথিরা এলেন------স্বাধীনতার ডাক।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করে তথ্যমূলক রচনা লিখতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।

উপকরণ: শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- পূর্বপাঠের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষক গত ক্লাসের আলোচনা পূনরাবৃত্তি করবেন বা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বই থেকে আজকের পাঠ্যাংশ খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠ্যাংশ সরবে পাঠ করতে বলবেন। পাঠ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পাঠের অভিজ্ঞতা যেমন, পড়া কেমন হলো? আরও ভাল করা যায় কিনা? কী সমস্যা নিজের কাছে মনে হয়েছে? তা বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মতামত শোনার পর শিক্ষক নিজে আজকের পাঠ্যাংশ আদর্শ পাঠ দিবেন। পড়ার সময় পাঠের

বিশেষ শব্দের উচ্চারণ, অর্থ বলে দিবেন।

- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে, জোড়ায়, এককভাবে পড়ার অনুশীলনের ব্যবস্থা করবে। পরে ধারাবাহিকভাবে পড়ার মূল্যায়ন করবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের উপর একটি শ্রুতলিপি করাবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের কিছু অংশ স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পড়বেন শিক্ষার্থীরা বই থেকে না দেখে শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে শুনে লিখবে। লেখার সময় শিক্ষক বিরামচিহ্নগুলো সঠিকভাবে লিখে নিচে দাগ দিয়ে রাখতে বলবেন। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। সবাই বই দেখে নিজের বন্ধুর লেখা মূল্যায়ন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দিবেন।

  - সোহরাওয়ার্দী সেদিন কাকে দেখতে পেয়েছেন?
  - শেখ মুজিবের সাথে হাঁটতে হাঁটতে কে কথা বলছিলেন?
  - বাংলার স্বাধীনতার কথা শোনালেন কে?

- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ্যাংশ পড়ে উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা নীরবে পড়ে উত্তরগুলো খাতায় লিখবে। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। সবাই বই দেখে নিজের বন্ধুর লেখা উত্তর মূল্যায়ন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সেই সাহসী ছেলে গল্পের তথ্য ব্যবহার করে **ছেলেবেলায় মুজিব** শিরোনামে একটি ১০ বাক্যের অনুচ্ছেদ লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করে অনুচ্ছেদ রচনা করবে। লেখার সময় অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তুর সাথে সাথে বিরামচিহ্নের ব্যবহারকে সচেতনভাবে করার নির্দেশনা দিবেন। লেখা শেষে শিক্ষক সকলের লেখা দেখবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা বা ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশ থেকে ফলাযুক্ত শব্দ বা বর্ণ শনাক্ত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের খাতায় ফলাযুক্ত শব্দ বা বর্ণটি লিখবে। শিক্ষক নিজে বোর্ডে লিখে দিবেন। এবার শিক্ষক ফলাযুক্ত বর্ণ বা শব্দে যুক্ত ফলাটির নাম জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা নাম বলবে। প্রয়োজনে শিক্ষক বলে দিবেন। এবার শিক্ষক ফলাযুক্ত বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণ জিজ্ঞাসা করবেন। কয়েকজনের কাছ থেকে শুনবেন এবং সঠিক উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন। এবার শিক্ষক আজকের পাঠের ফলাচিহ্ন ব্যবহার করে নতুন শব্দ গঠন করতে দিবেন। সকলে লেখা দেখবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ১২১

বিষয়বস্তু: বিপরীত শব্দ, গুণবাচক শব্দ, সৃজনশীল লেখা।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বিভিন্ন ধরনের বাংলা শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- তথ্যমূলক রচনা পড়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য বলতে পারবে।
- তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পারবে।

উপকরণ: শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- পূর্বপাঠের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষক গত ক্লাসের আলোচনা পুনরাবৃত্তি করবেন বা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দিবেন।

  – কারা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনার দায়িত্ব দিলেন?
  – বাংলার প্রধানমন্ত্রী গোপালগঞ্জে কেন এলেন?
  – কিশোর মুজিবের কী দেখে সোহরাওয়ার্দী অবাক হয়েছিলেন?

  এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ্যাংশ পড়ে উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা নীরবে পড়ে উত্তরগুলো খাতায় লিখবে। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের লেখা উত্তর বলতে বলবেন। উত্তর শুনে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের বিপরীত শব্দের ধারণা দিবেন। এবার এক্টিভিটি অংশের বিপরীত শব্দগুলোর মূল শব্দটি বোর্ডে লিখবেন। এবার একটি একটি করে শব্দের অর্থ বলবেন এবং বিপরীত শব্দ কী হতে পারে তা বলতে বলবেন। এভাবে সবকয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ বোর্ডে লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের খাতায় বিপরীত শব্দগুলো লিখে নিবে। এবার শিক্ষক এই শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে নিয়ে আসতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক গুণবাচক শব্দের ধারণা দিবেন। ধারণা দেয়ার পর পাঠ থেকে গুণবাচক শব্দ শনাক্ত করতে বলবেন। শনাক্ত করা শব্দের সাথে এক্টিভিটি অংশে প্রদত্ত গুণবাচক শব্দগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। গুণবাচক শব্দগুলো ব্যবহার করে বাক্য রচনা করতে বলবেন। বাক্য রচনা হলে শিক্ষক দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজেদের স্কুল সম্পর্কে ভাবতে বলবেন। স্কুলের কোথায় কোথায় কী সমস্যা আছে তা শনাক্ত করতে বলবেন। কী করলে স্কুলের সমস্যা সমাধান হবে বা স্কুল সুন্দর হবে তা খাতায় লিখতে বলবেন। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। শিক্ষকের নির্দেশনায় সকলে তার বন্ধুর লেখা মূল্যায়ন করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফলাবর্তন ও সহায়তা প্রদান করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- **০১.০৩.০৪.০১, ০১.০৩.০৭.০১, ০১.০৩.১০.০১, ০১.০৩.১১.০১, ০১.০৩.১২.০১, ০১.০৩.১৬.০১, ০১.০৩.১৮.০১, ০১.০৩.২১.০১ ও ০১.০৩.২২.০১** অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ২৫
আদর্শ ছেলে

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে বলা ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

৮.১ চিত্র ও ছবি সম্বলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প সাবলীলভাবে বলতে পারা এবং বিষয়বস্তু বলতে পারা।

১২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প বিরামচিহ্ন মেনে, প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

১৬.১ পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে বা না দেখে লিখতে পারা।

১৬.২ পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার মূলভাব এবং নিজ অভিজ্ঞতা/ মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ০৫

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-১২২	আমাদের দেশে------এই তার পণ।
পিরিয়ড-১২৩	আমাদের দেশে------সে কি পড়ে রয়?
পিরিয়ড-১২৪	বিপদ আসিলে কাছে------মানুষ যখন।
পিরিয়ড-১২৫	সে ছেলে কে চায় বল?-------- দেশের কল্যাণ।
পিরিয়ড-১২৬	ভালো কাজ খারাপ কাজ, সৃজনশীল লেখা।

পিরিয়ড - ১২২

বিষয়বস্তু: আমাদের দেশে------এই তার পণ।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- কবিতা শুনে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে ও লিখতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত কবিতার চরণ দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি, শ্রেণির সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, দলগত কাজ, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, তোমরা কে কয়টা কবিতা বা ছড়া জানো? শিক্ষার্থীরা তাদের মতো করে উত্তর দিবে। এবার শিক্ষক কয়েকজনকে তাদের জানা কবিতা বা ছড়া আবৃত্তি করে শোনাতে বলবেন। সবাইকে ধন্যবাদ দিবেন।
- এবার শিক্ষক বলবেন আমরা কবিতার মাধ্যমে আনন্দের সাথে অনেক বিষয় শিখি। আজকে আমরা পড়ব আদর্শ ছেলে কবিতাটি। এই কবিতাটি লিখেছেন কুসুম কুমারী দাশ।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বই থেকে আজকের পাঠ্যাংশ খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আদর্শ ছেলে কবিতাটি প্রমিত উচ্চারণে সরবে আবৃত্তি করতে বলবেন। আবৃত্তি শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের আবৃত্তির অভিজ্ঞতা যেমন, আবৃত্তি কেমন হলো? আরো ভাল করা যায় কিনা? কী সমস্যা নিজের কাছে মনে হয়েছে? তা বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন শোনার পর শিক্ষক নিজে কবিতাটি প্রমিত উচ্চারণে তাল, লয় ঠিক রেখে আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের আবৃত্তির ক্ষেত্রে জড়তা বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক এবার আজকের পাঠের ৪ লাইন কবিতা বৃন্দ আবৃত্তি করাবেন। এক্ষেত্রে ৬জন শিক্ষার্থীকে সামনে আনবেন। সবাই নিজেদের বই নিয়ে ক্লাসের দিকে মুখ করে পাশাপাশি দাঁড়াবে। ২জন ২জন করে এক দল হবে। এবার প্রথম দল সমস্বরে ১ম লাইন আবৃত্তি করবে, এরপর দ্বিতীয় দল ২য় লাইন, তৃতীয় দল ৩য় লাইন আবৃত্তি করবে। এরপর প্রথম দল ৪র্থ লাইন আবৃত্তি করবে। এভাবে প্রত্যেক দল কবিতার প্রথম ৪লাইন আবৃত্তি করা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে আবৃত্তি চলতে থাকবে। এই আবৃত্তি একেক পিরিয়ডে একেক দলকে সমনে আনবেন যেন সবাই সামনে এসে আবৃত্তির সুযোগ পায়।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের নতুন শব্দগুলো শনাক্ত করে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক নিজে বা কোনো একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে নতুন শব্দগুলো বোর্ডে লেখাবেন। এবার শব্দগুলো অর্থ লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদেরকে নতুন শব্দগুলো ব্যবহার করে একটি করে বাক্য রচনা করতে দিবেন। সকলের লেখা বাক্য দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও সহায়তা দিবেন। ভাষিক কাজগুলো করার ক্ষেত্রে শিক্ষক অনুশীলনী/এক্টিভিটি অংশ দেখতে পারেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটি নীরবে পাঠ করার নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীরা নীরবে আজকের পাঠ্যাংশ পাঠ করে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কবিতার বিষয়বস্তু বলবে। গত ক্লাসে যারা বলেনি তাদের কয়েকজনের কাছ থেকে শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন। এবার শিক্ষক নিজেই কবিতার আজকের পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ্যাংশটি দেখে দেখে লিখতে বলবেন। লেখার ক্ষেত্রে বিরামচিহ্ন এবং কবিতার গঠন সচেতনভাবে খেয়াল রাখতে বলবেন। লেখা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের খাতা পাশের

জনের সাথে বদল করতে বলবেন। এবার শিক্ষকের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীরা বই দেখে বন্ধুর লেখা মিলাবে। শিক্ষক এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান করবেন।

- এবার শিক্ষক কবিতার একলাইন লিখে পরের লাইন খালি রাখবেন। এভাবে পাঠ্যাংশের একেক লাইন খালি রেখে বোর্ডে লিখবেন বা মাল্টিমিডিয়ায় দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা বই না দেখে খালি লাইনে কবিতার সঠিক চরণটি লিখবে। লেখার পরে সবাই তার তার লেখা বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখবে। শিক্ষক এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ১২৩

বিষয়বস্তু: আমাদের দেশে------সে কি পড়ে রয়?

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পাঠের ও সমমানের কবিতা পড়ে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে পারবে।
- (২) পাঠের অন্তর্ভুক্ত কবিতার চরণ না দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি, শ্রেণির সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, তোমরা কে কয়টা কবিতা বা ছড়া জানো? শিক্ষার্থীরা তাদের মতো করে উত্তর দিবে। এবার শিক্ষক কয়েকজনকে তাদের জানা কবিতা বা ছড়া আবৃত্তি করে শোনাতে বলবেন। সবাইকে ধন্যবাদ দিবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বই থেকে আজকের পাঠ্যাংশ খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আদর্শ ছেলে কবিতাটির প্রথম ৮ লাইন প্রমিত উচ্চারণে সরবে আবৃত্তি করতে বলবেন। আবৃত্তি শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের আবৃত্তির অভিজ্ঞতা যেমন, আবৃত্তি কেমন হলো? আরো ভাল করা যায় কিনা? কী সমস্যা নিজের কাছে মনে হয়েছে? তা বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন শোনার পর শিক্ষক নিজে কবিতাটির প্রথম ৮লাইন প্রমিত উচ্চারণে তাল, লয় ঠিক রেখে আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের আবৃত্তির ক্ষেত্রে জড়তা বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক এবার আজকের পাঠের ৮ লাইন কবিতা বৃন্দ-আবৃত্তি করাবেন। এক্ষেত্রে ৬জন শিক্ষার্থীকে সামনে

আনবেন। সবাই নিজেদের বই নিয়ে ক্লাসের দিকে মুখ করে পাশাপাশি দাঁড়াবে। ২জন ২জন করে এক দল হবে। এবার প্রথম দল সমস্বরে ১ম ও ২য় লাইন আবৃত্তি করবে, এরপর দ্বিতীয় দল ৩য় ও ৪র্থ লাইন, তৃতীয় দল ৫ম ও ৬ষ্ঠ লাইন আবৃত্তি করবে। এরপর প্রথম দল ৭ম ও ৮ম লাইন আবৃত্তি করবে। এভাবে প্রত্যেক দল কবিতার প্রথম ৮লাইন আবৃত্তি করা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে আবৃত্তি চলতে থাকবে। এই আবৃত্তি একেক পিরিয়ডে একেক দলকে সমনে আনবেন যেন সবাই সামনে এসে আবৃত্তির সুযোগ পায়।

- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের নতুন শব্দগুলো শনাক্ত করে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক নিজে বা কোনো একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে নতুন শব্দগুলো বোর্ডে লেখাবেন। এবার শব্দগুলো অর্থ লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদেরকে নতুন শব্দগুলো ব্যবহার করে একটি করে বাক্য রচনা করতে দিবেন। সকলের লেখা বাক্য দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও সহায়তা দিবেন। ভাষিক কাজগুলো করার ক্ষেত্রে শিক্ষক অনুশীলনী/ এক্টিভিটি অংশ দেখতে পারেন।
- এবার শিক্ষক পাঠের যুক্তবর্ণ, ফলাচিহ্ন শনাক্ত করাবেন। যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দেখাবেন এবং যুক্তবর্ণ ও ফলাচিহ্নগুলো ব্যবহার করে বাক্য রচনা করতে দিবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটি নীরবে পাঠ করার নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীরা নীরবে আজকের পাঠ্যাংশ পাঠ করে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কবিতার বিষয়বস্তু বলবে। গত ক্লাসে যারা বলেনি তাদের কয়েকজনের কাছ থেকে শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন। এবার শিক্ষক নিজেই কবিতার আজকের পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ্যাংশটি না দেখে লেখার অনুশীলন করাবেন। এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের উপর একটি শ্রুতলিপি করাবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক আজকের কবিতার নির্দিষ্ট অংশ স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পড়বেন শিক্ষার্থীরা বই থেকে না দেখে শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে শুনে লিখবে। লেখার সময় শিক্ষক বিরামচিহ্ন এবং কবিতার গঠন সচেতনভাবে খেয়াল করে সঠিকভাবে লিখে নিচে দাগ দিয়ে রাখতে বলবেন। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। সবাই বই দেখে নিজের বন্ধুর লেখা মূল্যায়ন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ১২৪

বিষয়বস্তু: বিপদ আসিলে কাছে------মানুষ যখন।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।

- পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার বিষয় বুঝে নিজের মতো করে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, শ্রেণির সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, তোমরা কে কয়টা কবিতা বা ছড়া জানো? শিক্ষার্থীরা তাদের মতো করে উত্তর দিবে। এবার শিক্ষক কয়েকজনকে তাদের জানা কবিতা বা ছড়া আবৃত্তি করে শোনাতে বলবেন। সবাইকে ধন্যবাদ দিবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বই থেকে আজকের পাঠ্যাংশ খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আদর্শ ছেলে কবিতাটির ৫ম থেকে ১২তম লাইন প্রমিত উচ্চারণে সরবে আবৃত্তি করতে বলবেন। আবৃত্তি শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের আবৃত্তির অভিজ্ঞতা যেমন, আবৃত্তি কেমন হলো? আরো ভাল করা যায় কিনা? কী সমস্যা নিজের কাছে মনে হয়েছে? তা বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন শোনার পর শিক্ষক নিজে কবিতাটির ৫ম থেকে ১২তম লাইন প্রমিত উচ্চারণে তাল, লয় ঠিক রেখে আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের আবৃত্তির ক্ষেত্রে জড়তা বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক এবার আজকের পাঠের ৫ম থেকে ১২তম লাইন কবিতা বৃন্দ আবৃত্তি করাবেন। এক্ষেত্রে ৬জন শিক্ষার্থীকে সামনে আনবেন। সবাই নিজেদের বই নিয়ে ক্লাসের দিকে মুখ করে পাশাপাশি দাঁড়াবে। ২জন ২জন করে এক দল হবে। এবার প্রথম দল সমস্বরে আজকের পাঠ্যাংশের ১ম ও ২য় লাইন আবৃত্তি করবে, এরপর দ্বিতীয় দল ৩য় ও ৪র্থ লাইন, তৃতীয় দল ৫ম ও ৬ষ্ঠ লাইন আবৃত্তি করবে। এরপর প্রথম দল ৭ম ও ৮ম লাইন আবৃত্তি করবে। এভাবে প্রত্যেক দল কবিতার ৫ম থেকে ১২তম লাইন আবৃত্তি করা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে আবৃত্তি চলতে থাকবে। এই আবৃত্তিতিতে একেক ক্লাসে একেক দলকে সমনে আনবেন যেন সবাই সামনে এসে আবৃত্তির সুযোগ পায়।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের নতুন শব্দগুলো শনাক্ত করে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক নিজে বা কোনো একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে নতুন শব্দগুলো বোর্ডে লেখাবেন। এবার শব্দগুলো অর্থ লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদেরকে নতুন শব্দগুলো ব্যবহার করে একটি করে বাক্য রচনা করতে দিবেন। সকলের লেখা বাক্য দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও সহায়তা দিবেন। ভাষিক কাজগুলো করার ক্ষেত্রে শিক্ষক অনুশীলনী/ এক্টিভিটি অংশ দেখতে পারেন।
- এবার শিক্ষক পাঠের যুক্তবর্ণ, ফলাচিহ্ন শনাক্ত করাবেন। যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দেখাবেন এবং যুক্তবর্ণ ও ফলাচিহ্নগুলো ব্যবহার করে বাক্য রচনা করতে দিবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটি নীরবে পাঠ করার নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীরা নীরবে আজকের পাঠ্যাংশ পাঠ করে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কবিতার বিষয়বস্তু বলবে। গত ক্লাসে যারা বলেনি তাদের

কয়েকজনের কাছ থেকে শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন। এবার শিক্ষক নিজেই কবিতার আজকের পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।

- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ্যাংশটি না দেখে লেখার অনুশীলন করাবেন। এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের উপর একটি শ্রুতলিপি করাবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক আজকের কবিতার নির্দিষ্ট অংশ স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পড়বেন শিক্ষার্থীরা বই থেকে না দেখে শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে শুনে লিখবে। লেখার সময় শিক্ষক বিরামচিহ্ন এবং কবিতার গঠন সচেতনভাবে খেয়াল করে সঠিকভাবে লিখে নিচে দাগ দিয়ে রাখতে বলবেন। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। সবাই বই দেখে নিজের বন্ধুর লেখা মূল্যায়ন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীরা নীরবে আজকের পাঠ্যাংশ পাঠ করে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কবিতার বিষয়বস্তু নিজের মতো করে লিখবে। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। এবার শিক্ষক নিজেকবিতার আজকের পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন। সবাই শিক্ষকের নির্দেশনা শুনে নিজের বন্ধুর লেখা মূল্যায়ন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ১২৫

বিষয়বস্তু: সে ছেলে কে চায় বল?-------- দেশের কল্যাণ।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ছড়া বা কবিতা শুনে অন্ত্যমিল শনাক্ত করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার বিষয় বুঝে নিজের মতো করে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি, শ্রেণির সাধারণ উপকরণ

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, তোমরা কে কয়টা কবিতা বা ছড়া জানো? শিক্ষার্থীরা তাদের মতো করে উত্তর দিবে। এবার শিক্ষক কয়েকজনকে তাদের জানা কবিতা বা ছড়া আবৃত্তি করে শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষক পূর্বের পাঠেরে থেকে নিম্নের প্রশ্ন করবেন–

- হাত পা সবার আছে, মিছে কেন ভয়? এর পরের লাইন কী?
- পণ অর্থ কী?
- বিপদ এলে কী করতে বলছে?

- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বই থেকে আজকের পাঠ্যাংশ খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আদর্শ ছেলে কবিতাটির শেষ ৮ লাইন লাইন প্রমিত উচ্চারণে সরবে আবৃত্তি করতে বলবেন। আবৃত্তি শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের আবৃত্তির অভিজ্ঞতা যেমন, আবৃত্তি কেমন হলো? আরও ভাল করা যায় কিনা? কী সমস্যা নিজের কাছে মনে হয়েছে? তা বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন শোনার পর শিক্ষক নিজে কবিতাটির শেষ ৮লাইন প্রমিত উচ্চারণে তাল, লয় ঠিক রেখে আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের আবৃত্তির ক্ষেত্রে জড়তা বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক এবার কবিতার শেষ ৮লাইন লাইন কবিতা বৃন্দ আবৃত্তি করাবেন। এক্ষেত্রে ৬জন শিক্ষার্থীকে সামনে আনবেন। সবাই নিজেদের বই নিয়ে ক্লাসের দিকে মুখ করে পাশাপাশি দাঁড়াবে। ২জন ২জন করে এক দল হবে। এবার প্রথম দল সমস্বরে আজকের পাঠ্যাংশের ১ম ও ২য় লাইন আবৃত্তি করবে, এরপর দ্বিতীয় দল ৩য় ও ৪র্থ লাইন, তৃতীয় দল ৫ম ও ৬ষ্ঠ লাইন আবৃত্তি করবে। এরপর প্রথম দল ৭ম ও ৮ম লাইন আবৃত্তি করবে। এভাবে প্রত্যেক দল কবিতার শেষ ৮লাইন আবৃত্তি করা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে আবৃত্তি চলতে থাকবে। এই আবৃত্তিতে একেক ক্লাসে একেক দলকে সমনে আনবেন যেন সবাই সামনে এসে আবৃত্তির সুযোগ পায়।
- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের নতুন শব্দগুলো শনাক্ত করে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক নিজে বা কোনো একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে নতুন শব্দগুলো বোর্ডে লেখাবেন। এবার শব্দগুলো অর্থ লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদেরকে নতুন শব্দগুলো ব্যবহার করে একটি করে বাক্য রচনা করতে দিবেন। সকলের লেখা বাক্য দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও সহায়তা দিবেন। ভাষিক কাজগুলো করার ক্ষেত্রে শিক্ষক অনুশীলনী/ এক্টিভিটি অংশ দেখেতে পারেন।
- এবার শিক্ষক পাঠের যুক্তবর্ণ, ফলাচিহ্ন শনাক্ত করাবেন। যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দেখাবেন এবং যুক্তবর্ণ ও ফলাচিহ্নগুলো ব্যবহার করে বাক্য রচনা করতে দিবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটি নীরবে পাঠ করার নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীরা নীরবে আজকের পাঠ্যাংশ পাঠ করে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কবিতার বিষয়বস্তু বলবে। গত ক্লাসে যারা বলেনি তাদের কয়েকজনের কাছ থেকে শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন। এবার শিক্ষক নিজেই কবিতার আজকের পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে **বলি ও লিখি** এক্টিভিটির প্রশ্নোত্তরগুলো বলতে ও লিখতে দিবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই কাজ সম্পাদনে সহায়তা করবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ্যাংশটি না দেখে লেখার অনুশীলন করাবেন। এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশের উপর একটি শ্রুতলিপি করাবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক আজকের কবিতার নির্দিষ্ট অংশ স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পড়বেন শিক্ষার্থীরা বই থেকে না দেখে শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে শুনে

লিখবে। লেখার সময় শিক্ষক **কবিতার লাইনের শেষ শব্দটি** সচেতনভাবে খেয়াল করে সঠিকভাবে লিখে নিচে দাগ দিয়ে রাখতে বলবেন। সবার লেখা শেষে শিক্ষক সকলকে তাদের খাতা পাশের জনের সাথে বদল করতে বলবেন। সবাই বই দেখে নিজের বন্ধুর লেখা মূল্যায়ন করবে।

- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের খাতায় ডানপাশে উপর নিচ করে কবিতার অন্ত্যমিল শব্দগুলো লিখতে বলবেন। লেখা হয়ে গেলে শিক্ষক সবাইকে অন্ত্যমিল শব্দগুলোর আগে এমন কিছু শব্দ যোগ করতে বলবেন যেন সেই শব্দগুলোর সাথে শেষ শব্দ হিসেবে মিলে একটি ছন্দ তৈরি হয়।

যেমন,	পারবোনা বলোনা কথায় কথায়
যায়	.. . .
পণ-	. .. .
যখন।	. . . .

শিক্ষার্থীদের লেখা হলে সবার লেখা দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।

- আজকের পাঠের উদ্দেশ্য কতটা অর্জন হয়েছে তা নিচের পারদর্শিতার সূচক অনুসারে যাচাই করবেন, ফলাবর্তন দিবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড - ১২৬

বিষয়বস্তু: ভালো কাজ খারাপ কাজ, সৃজনশীল লেখা।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ছড়া বা কবিতা শুনে অন্ত্যমিল শনাক্ত করতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত কবিতার চরণ দেখে লিখতে পারবে।
- রূপকথা, গল্প ও কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, পাঠ্যবই, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করে আজকের পাঠ আরম্ভ করবেন।
- এবার শিক্ষক আদর্শ ছেলে সম্পূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করার অনুশীলন করাবেন। শিক্ষার্থীদের একে একে

সম্পূর্ণ কবিতাটি প্রমিত উচ্চারণে তাল, লয় ঠিক রেখে আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়তা ও ফলাবর্তন দিবেন।

- শিক্ষক কবিতার একলাইন লিখে পরের লাইন খালি রাখবেন। এভাবে কবিতার বিভিন্ন অংশের একেক লাইন খালি রেখে বোর্ডে লিখবেন বা মাল্টিমিডিয়ায় দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা বই না দেখে খালি লাইনে কবিতার সঠিক চরণটি লিখবে। লেখার পরে সবাই তার তার লেখা বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখবে। শিক্ষক এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বসে ভাবতে বলবেন। কীভাবে দেশের কল্যাণ করা যায়। শিক্ষার্থীরা দেশের কল্যাণের বিষয়ে ভেবে ৫ বাক্যে তা লিখবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল লেখা দেখবেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন।
- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদেরকে কবিতার এক্টিভিটি **মিলিয়ে পড়ি ও লিখি** অংশটি অনুশীলন করাবেন। এই অংশটি শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন বা মাল্টিমিডিয়ায় দেখাবেন। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা শেষ দুটি শব্দের মধ্য থেকে সঠিক শব্দটি দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করে বাক্যটি পূর্ণ করবে। সবার লেখা শেষ হলে শিক্ষক একটি একটি করে বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন। কে কোন শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করেছে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। কারো লেখা সঠিক না হলে কেন হয়নি তা নিজে ব্যাখ্যা করবেন বা অন্য শিক্ষার্থীদের দিয়ে ব্যাখ্যা করাবেন।
- শিক্ষক **কোনটি ভালো কাজ কোনটি খারাপ কাজ** এক্টিভিটির ছবিগুলো প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীরা স্ক্রিনে বা বইয়ে দেখবে। জোড়ায় বসে ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। শিক্ষক জানতে চাইবেন কোন ছবিতে কী হচ্ছে? এবার শিক্ষার্থীরা তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে উত্তর দিবে। উত্তর নিশ্চিত হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কোন ছবির কাজটি ভালো এবং কোনটি খারাপ তা শনাক্ত করে লিখতে বলবেন। লেখা শেষে পাশের জনের সাথে খাতা বদল করতে বলবেন। শিক্ষক সঠিক উত্তর বলবেন বা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে ভালো কাজ এবং খারাপ কাজের সিদ্ধান্ত নিবেন এবং সবাইকে তার বন্ধুর খাতা নির্দেশনা মোতাবেক মূল্যায়ন করতে বলবেন।
- আজকের পাঠের উদ্দেশ্য কতটা অর্জন হয়েছে তা নিচের পারদর্শিতার সূচক অনুসারে যাচাই করবেন, ফলাবর্তন দিবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০৫.০১, ০১.০৩.১১.০১, ০১.০৩.১৭.০১, ০১.০৩.২৩.০১ ও ০১.০৩.২৪.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ – ২৬
মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।

২.১ প্রমিত বাংলায় বলা প্রশ্ন, সাধারণ নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর ঘোষণা ও সংকেত শুনে বুঝতে পারা।

৩.১ ছবি/চিত্র বা ছক দেখে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার পাঠ শুনে তথ্য, বিষয়বস্তু বুঝতে পারা।

৪.১ প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে বলা ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

৫.১ বিভিন্ন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৬.১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে প্রশ্নোত্তর, অনুজ্ঞা, সম্বোধন করতে পারা এবং সংকেত, বিজ্ঞপ্তি বুঝে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৭.১ বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয়বস্তু বলতে পারা।

৮.১ চিত্র ও ছবি সম্বলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প সাবলীলভাবে বলতে পারা এবং বিষয়বস্তু বলতে পারা।

৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।

১৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।

১৪.১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে সাধারণ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুজ্ঞা সূচক বাক্য, সংকেত, ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তির বিষয় ও কথোপকথন বুঝে প্রমিত বাংলায় লিখতে পারা।

১৬.১ পাঠের অন্তর্ভুক্ত, ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে বা না দেখে লিখতে পারা।

১৬.২ পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার মূলভাব এবং নিজ অভিজ্ঞতা/ মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যাঃ ০৬

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড–১২৭	ঢাকার রাজারবাগে............................ করা হয়েছে।
পিরিয়ড–১২৮	এক ছুটির দিনে .... বই পড়া যায়।
পিরিয়ড–১২৯	সিঁড়ি দিয়ে .... দেখল।
পিরিয়ড–১৩০	মামা ওদের .... সতর্ক করে ছিল।
পিরিয়ড–১৩১	মামা বললেন........................ শহিদ হন।
পিরিয়ড–১৩২	মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের .... স্বাধীন বাংলাদেশ।

পিরিয়ড - ১২৭

বিষয়বস্তু: ঢাকার রাজারবাগে.................করা হয়েছে।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- রূপকথা, গল্প ও কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, মডেল, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠ দানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক আগের দিনের পাঠের বিষয় এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

    – যে যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীন হয়েছি সে যুদ্ধের নাম কী?
    – এই যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল?
    – আমাদের কোনো সমস্যা হলে কারা সহায়তা করে?

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, তারা বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর নাম জানে কিনা, না জানলে শিক্ষক তাদের সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, পুলিশ বাহিনী আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অনেক অবদান রেখেছে। এখন আমরা চমৎকার একটি ছবি /মডেল দেখব। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পুলিশ বাহিনীর ও রাজারবাগের জাদুঘরের ছবি/মডেল দেখিয়ে তাদের ভাবতে বলবেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

    – ছবিতে কী কী দেখতে পাচ্ছ?
    – ছবির মানুষগুলোর পেশা কী?
    – ছবির ভবনটির নাম বলো।

- শিক্ষার্থীর উত্তর জানার পর শিক্ষক বলবেন, ছবির এই মানুষগুলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জন্য লড়াই করে জীবন দিয়েছেন।তাঁরা আমাদের স্বাধীনতায় অবদান রেখেছেন। আজকের পাঠে আমরা সেকথা আরো ভালো করে জানতে পারব, বলেই পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- এরপর "মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ" পাঠটি সংক্ষেপে বলবেন। তারপর পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যাক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতুহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন -

  – পাকিস্তানিরা কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল?

- তারপর আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে অনুসরণ করবে। শিক্ষক শব্দকার্ড দেখিয়ে বীরত্ব, স্মৃতি, স্মরণ শব্দগুলো অর্থসহ বুঝিয়ে বলবেন। বীরত্ব অর্থ সাহসিকতা, স্মৃতি অর্থ মস্তিষ্কে ধারণ করা। স্মরণ অর্থ পুনরাবৃত্তি করা। শিক্ষক বুঝিয়ে বলবেন। এরপর শিক্ষক উদাহরণ বোঝাতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন - কোনো কিছু দেখলে বা জানলে আমরা মনে রাখি এটা হলো স্মৃতি আর সেগুলো যখন আবার বলি তখন তাকে স্মরণ করা বলে।
- তারপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে যুক্তবর্ণের ও ফলাচিহ্নের শব্দ খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। তিনি বলবেন বীরত্ব, স্মৃতি, স্মরণ শব্দগুলোতে, স, স বর্ণের সাথে যুক্তব্যঞ্জন আছে। ত বর্ণের সাথে ব ফলা আছে। উচ্চারণের সময় এগুলো খুব খেয়াল করে উচ্চারণ করবেন।
- ব ফলা উচ্চারণের অনুশীলন করার পর তিনি শব্দকার্ড দেখিয়ে এর উচ্চারণ অনুশীলনের পর যুক্তবর্ণ ও ফলাচিহ্ন আলাদা করে দেখাবেন।

স্ম	স	ম
ত্ব	ত	ব ফলা

- নতুন শব্দ তৈরিতে সহযোগিতা করবেন। নতুন শব্দ চত্বর, স্বত্ব, বিস্ময়, স্মারক ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে দিবেন।যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো (উচ্চারণ গতি, স্পষ্টতা ইত্যাদি) শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে প্রশ্ন করে পাঠের তথ্য বিনিময় করতে বলবেন। শিক্ষক সকলকে তৈরি হতে বলবেন। তারপর সুস্পষ্টভাবে তিনি প্রশ্ন করার ধারণা দিবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে

শুনবে এবং সাথে সাথে প্রস্তুতি নিবে।

- তারপর দলভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করে আনন্দের সাথে অংশ নিবে। এবার চমৎকার প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য শিক্ষক সকলকে ধন্যবাদ দিবেন। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।

  - পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কোথায় আছে?
  - র ফলা ও স্বযুক্তবর্ণ ব্যবহার করে নতুন শব্দ লিখ।
  - তোমার পাঠ্যবইয়ের ভাষিক কাজের, **বাক্য লিখি** অংশে মুক্তিযুদ্ধ, জাদুঘর শব্দ দিয়ে একটি করে বাক্য লিখ।
  - রাজারবাগ নিয়ে দুটি বাক্য লেখ।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে কিনা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।
- আজ আমরা মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ গল্পে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের অবদান বিষয়ে অনেক তথ্য জেনেছি। আগামীতে আমরা আরও অনেক তথ্য জানতে পারব।

পিরিয়ড - ১২৮

বিষয়বস্তু: এক ছুটির দিনে .... রাজারবাগে গেল।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত শব্দে গঠিত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ ভেঙে লিখতে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- রূপকথা, গল্প ও কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায়

আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি) করবেন।

- শিক্ষক আগের দিনের পাঠের বিষয় এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

  – পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কোথায় আছে?
  – রিতা কার কাছে এই জাদুঘরের গল্প শুনেছিল?
  – এই জাদুঘরে কীসের স্মৃতি আছে?

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, তারা কোনো জাদুঘর দেখেছে কিনা?
- তারপর শিক্ষক সহযোগিতা করবেন। তারপর বলবেন এখন আমরা চমৎকার একটি ছবি /মডেল দেখব। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জিনিসের ছবি/মডেল দেখিয়ে তাদের ভাবতে বলবেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর নিচের প্রশ্নগুলো করবেন–

  – ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
  – এগুলো কোথায় ব্যবহার করা হত?
  – এগুলো জাদুঘরে কেন রাখা আছে?
  – এই জিনিসগুলোর সাথে বাংলাদেশের কোনো বিশেষ ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে?

- শিক্ষার্থীর উত্তর জানার পর শিক্ষক বলবেন, ছবির এই জিনিসগুলো, এই জাদুঘর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার অনেক স্মৃতি বহন করে।আজকের পাঠে আমরা সে-কথা আরো ভালো করে জানতে পারব, বলেই পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখবেন।
- তারপর পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতুহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন–

  – জাদুঘরের ভেতরের গ্যালারির নাম কী?

- তারপর আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে অনুসরণ করবে। শিক্ষক শব্দকার্ড দেখিয়ে পরিপাটি, গ্যালারি শব্দগুলো অর্থসহ বুঝিয়ে বলবেন। পরিপাটি অর্থ সুন্দর করে সাজানো। গ্যালারি অর্থ প্রদর্শনী ঘর। যেখানে সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সাজানো থাকে। এরপর শিক্ষক উদাহরণ বোঝাতে শিক্ষার্থীদের বলবেন– গ্যালারিতে বঙ্গবন্ধুর ছবি রয়েছে।
- তারপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে যুক্তবর্ণের ও ফলাচিহ্নের শব্দ খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। তিনি বলবেন মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, বিক্রয়কেন্দ্র শব্দগুলোতে ক,দ, ন বর্ণের সাথে যুক্তব্যঞ্জন আছে। আবার, ক বর্ণের সাথে র ফলা রয়েছে। উচ্চারণের সময় এগুলো খুব খেয়াল করে উচ্চারণ করবেন।
- র ফলা উচ্চারণ অনুশীলন করার পর তিনি যুক্তবর্ণের শব্দ মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, বিক্রয়কেন্দ্র শব্দকার্ড দেখিয়ে

এর উচ্চারণ অনুশীলনের পর যুক্তবর্ণ আলাদা করে দেখাবেন।

ক্ত	ক	ত
ঙ্গ	ঙ	গ
ন্ধ	ন	ধ
ক্র	ক	র ফলা

- নতুন শব্দ তৈরিতে সহযোগিতা করবেন। রক্ত, শক্ত, ভক্ত, রূদ্ধ, বদ্ধ, রঙ্গ, বন্ধ, সন্ধ্যা, ক্রম, ক্রমিক, ক্রিয়া ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে দিবেন।যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো (উচ্চারণ, গতি, স্পষ্টতা ইত্যাদি) শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে প্রশ্ন করে পাঠের তথ্য বিনিময় করতে বলবেন।
- শিক্ষক সকলকে তৈরি হতে বলবেন। তারপর সুস্পষ্টভাবে তিনি প্রশ্ন করার ধারণা দিবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং সাথে সাথে প্রস্তুতি নিবে। তারপর দলভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করে আনন্দের সাথে অংশ নিবে। এবার চমৎকার প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য শিক্ষক সকলকে ধন্যবাদ দিবেন।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।

    - জাদুঘরে ঢুকতেই প্রথমে কী চোখে পরে?
    - ন্ধ যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে লেখ ও দুইটি নতুন শব্দ লিখ।
    - খালিঘরে সঠিক শব্দ বসাও। আমাদের বিদ্যালয়টি ....করে সাজানো।
    - দুইটি বাক্যে গ্যালারি শব্দটি বুঝিয়ে লিখে বিরামচিহ্ন বসাও।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে কিনা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।
- আজ আমরা মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ গল্পে আমাদের স্বাধীনতায় পুলিশের অবদান বিষয়ে অনেক তথ্য জেনেছি। আগামীতে আমরা আরও অনেক তথ্য জানতে পারব।

পিরিয়ড - ১২৯

বিষয়বস্তু: সিঁড়ি দিয়ে ....বন্দুক দেখলো।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে পারবে।
- অনুরোধজ্ঞাপক বাক্য শুনে সাড়া দিতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ ভেঙে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক আগের দিনের পাঠের বিষয় এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

  - আমাদের বিদ্যালয়ের গ্যালারিতে কী কী আছে?
  - জাদুঘরের গ্যালারির নাম কী?
  - জাদুঘরে কোথায় বসে বই পড়া যায়?

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, তারা পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য বই পড়ে কি না?
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আমরা যত বেশি বই পড়ব তত বেশি জানতে পারব। তারপর বলবেন এখন আমরা চমৎকার একটি ছবি /মডেল দেখব। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পুলিশের পোশাকের ছবি/মডেল দেখিয়ে তাদের ভাবতে বলবেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

  - ছবিতে কী কী দেখতে পাচ্ছ?
  - ছবির এই পোশাক কারা ব্যবহার করে?
  - তাঁদের আমরা কী নামে চিনি?

- শিক্ষার্থীর উত্তর জানার পর শিক্ষক বলবেন, পুলিশ বাহিনী আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন।

আজকের পাঠে আমরা সেকথা আরও ভালো করে জানতে পারব, বলেই পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখবেন।

- তারপর পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন।
- এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন -

  – রবিন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কী দেখল?

- তারপর আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক শব্দকার্ড দেখিয়ে হাতিয়ার শব্দটি অর্থসহ বুঝিয়ে বলবেন। হাতিয়ার অর্থ হাতে বহন করা যায় এমন যন্ত্রপাতি। এরপর শিক্ষক উদাহরণ বোঝাতে শিক্ষার্থীদের বলবেন – মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত হাতিয়ার জাদুঘরে রাখা আছে।
- তারপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে যুক্তবর্ণের ও ফলাচিহ্নের শব্দ খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। তিনি বলবেন জিনিসপত্র শব্দটিতে ত বর্ণের সাথে র ফলা রয়েছে। আমরা উচ্চারণের সময় এগুলো খুব খেয়াল করে উচ্চারণ করবো।
- র ফলা উচ্চারণের অনুশীলন করার পর তিনি জিনিসপত্র শব্দকার্ড দেখিয়ে এর উচ্চারণ অনুশীলনের পর যুক্তবর্ণ আলাদা করে দেখাবেন।

ত্র	ত	র ফলা

- নতুন শব্দ তৈরিতে সহযোগিতা করবেন। মিত্র, নেত্র, গোত্র ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে দিবেন।যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারন ভুলগুলো (উচ্চারণ, গতি, স্পষ্টতা ইত্যাদি) শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে প্রশ্ন করে পাঠের তথ্য বিনিময় করতে বলবেন। শিক্ষক সকলকে তৈরি হতে বলবেন। তারপর সুস্পষ্টভাবে তিনি প্রশ্ন করার ধারণা দিবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং সাথে সাথে প্রস্তুতি নিবে। তারপর দলভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করে আনন্দের সাথে অংশ নিবে। এবার চমৎকার প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য শিক্ষক সকলকে ধন্যবাদ দিবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মজার একটি খেলার পরিবেশ তৈরি করবেন। খেলার নাম শব্দ মিলাই।শিক্ষার্থীরা খেলাটি দলে খেলবে। একজন একটি শব্দ বলবে আরেকজন ওই শব্দের সাথে মিল/সম্পর্ক রেখে শব্দ বলবে। যেমন মুক্তিযুদ্ধ – জাদুঘর, বই – পাঠাগার, ইত্যাদি। এই খেলায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত

করতে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।

  – মূল জাদুঘরটি কোথায় অবস্থিত?
  – জাদুঘরে রাখা জিনিসের তালিকা লিখ।
  – তোমার পাঠ্যবইয়ের ভাষিক কাজ **বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দ জোড়া দিয়ে নতুন শব্দ বানাই** অংশে প্রথম তিনজোড়া শব্দ নিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করে খালি জায়গায় লিখ।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে কিনা তা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।
- আজ আমরা 'মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ' পাঠে আমাদের জাদুঘর বিষয়ে অনেক তথ্য জেনেছি। আগামীতে আমরা আরও অনেক তথ্য জানতে পারব।'

পিরিয়ড - ১৩০

বিষয়বস্তু: মামা ওদের .... সতর্ক করেছিল।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বিজ্ঞপ্তির বিষয় বুঝে বলতে পারবে।
- আদেশ নির্দেশমূলক বাক্য প্রমিত বাংলায় লিখতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক আগের দিনের পাঠের বিষয় এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

  – রবিন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কী দেখেছিল?

– সেখানে কী কী আছে?

- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, রাজারবাগ জাদুঘরের জিনিসপত্র কোন সময়ের স্মৃতি ধারণ করে?
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন এরকম আরও অনেক জাদুঘর রয়েছে আমাদের দেশে। যেমন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ২৫শে মার্চের ছবি/ভিডিয়ো দেখিয়ে তাদের ভাবতে বলবেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

  – ছবিতে কী কী দেখতে পাচ্ছ?
  – এই ছবি /ভিডিয়োটি কোন সময়ের?
  – এই ছবি /ভিডিয়োটিতে কাদের উপর নির্যাতনের তথ্য পাওয়া যায়?

- শিক্ষার্থীর উত্তর জানার পর শিক্ষক বলবেন, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনেও পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ করেছিল। আজকের পাঠে আমরা সেকথা আরও ভালো করে জানতে পারব, বলেই পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখবেন। এরপর "মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ " আজকের পাঠটি সংক্ষেপে বলবেন।
- তারপর পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন –

  – রাজারবাগে কী বাজিয়ে পুলিশকে সতর্ক করেছিল?

- তারপর আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক শব্দকার্ড দেখিয়ে বেতারযন্ত্র, পাগলা ঘণ্টা শব্দগুলো অর্থসহ বুঝিয়ে বলবেন। বেতারযন্ত্র অর্থ বিনা তারে খবর পাঠানোর যন্ত্র। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিচিত বেতারযন্ত্রের নাম জানতে চাইবেন। পাগলা ঘণ্টা অর্থ সতর্ক করার ঘন্টা। এটা বিপদের সময় বাজানো হয়।
- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রশ্ন করবেন – এই ঘণ্টা বাজানো হয় এমন কয়েকটি বিপদের নাম বলো তো? শিক্ষার্থীরা বলতে চেষ্টা করবে প্রয়োজনে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে যুক্তবর্ণের ও ফলাচিহ্নের শব্দ খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। তিনি বলবেন বেতারযন্ত্র, ঘণ্টা শব্দগুলোতে ন, ণ বর্ণের সাথে যুক্তব্যঞ্জন আছে। আমরা উচ্চারণের সময় এগুলো খুব খেয়াল করে উচ্চারণ করব।
- যুক্তবর্ণের শব্দ বেতারযন্ত্র, ঘণ্টা শব্দকার্ড দেখিয়ে এর উচ্চারণ অনুশীলনের পর যুক্তবর্ণ আলাদা করে দেখাবেন।

ন্ত্র	ন	র ফলা
ন্ট	ণ	ট

- নতুন শব্দ তৈরিতে সহযোগিতা করবেন। তন্ত্র, মন্ত্র, মন্ত্রী, কণ্ঠ, গণ্ডগোল, ঘণ্ট ইত্যাদি। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে দিবেন। যাতে সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে একবার পড়ার সুযোগ ও কয়েকবার শোনার সুযোগ পায়। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো (উচ্চারণ গতি, স্পষ্টতা ইত্যাদি) শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে প্রশ্ন করে পাঠের তথ্য বিনিময় করতে বলবেন। শিক্ষক সকলকে তৈরি হতে বলবেন। তারপর সুস্পষ্টভাবে তিনি প্রশ্ন করার ধারণা দিবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং সাথে সাথে প্রস্তুতি নিবে। তারপর দলভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করে আনন্দের সাথে অংশ নিবে।
- এরপর শিক্ষক তথ্য বিনিময়ের মজার খেলার পরিবেশ তৈরি করবেন। শিক্ষার্থীদের লাইনে দাঁড় করিয়ে একজনের কানে চুপি চুপি বলবেন – 'মামা ওদের দুটি জিনিস দেখালেন। একটি হলো বেতারযন্ত্র, আরেকটি হলো পাগলা ঘণ্টা।' এমনভাবে বলবেন যেন একজন ছাড়া আর কেউ তা শুনতে না পায়।
- এরপর শিক্ষক এই শিক্ষার্থীকে বলবেন সে তার পরের জনের কানে চুপি চুপি বলবে এভাবে একজনের পর আরেকজনের কানে তথ্যটি জানাবে। এরপর সর্বশেষ শিক্ষার্থী শোনার পরে বলবে সে কী শুনেছে। তারপর প্রথম শিক্ষার্থী মিলিয়ে নিবে সে কী বলেছে। শিক্ষক তাকে সহযোগিতা করবেন।
- মজার খেলাটিতে অংশ নেওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক বলবেন, কোনো তথ্য সঠিকভাবে না বললে মনোযোগ দিয়ে না শুনলে তথ্য ভুল হতে পারে।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।

  – কারা অসীম সাহস নিয়ে যুদ্ধ করেছিল?
  – নিচের বাক্যগুলো কার্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের দলে পড়তে বলবেন। পড়ার পর তারা পাঠের যুক্তব্যঞ্জনগুলো বাছাই করবে।

তখন মুক্তিযুদ্ধ চলছিল। পাকিস্তানিরা ঢাকা আক্রমণ করলো। এ দেশের মানুষ একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুললো। যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। শিল্পীর কণ্ঠের গান তাদের সাহস যোগালো।

  – নিচের অনুচ্ছেদটিতে বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে খাতায় লেখ।

মিতার চাচা বলল চল বইমেলায় যাই সেখানে অনেক বই পাওয়া যায় ছোটদের জন্যও আলাদা স্টলে মজার মজার বই পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধের বইও পাওয়া যায়।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে কিনা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়ে পরা শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

- আজ আমরা মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ পাঠে আমাদের পুলিশ বাহিনি ও ২৫শে মার্চ রাতে রাজারবাগ আক্রমণ বিষয়ে অনেক তথ্য জেনেছি। আগামী পাঠে আমরা আরও অনেক তথ্য জানতে পারবো।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা পরিমাপ করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পিরিয়ড – ১৩১

বিষয়বস্তু: মামা বললেন .... শহিদ হন।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- উপদেশমূলক বাক্য শুনে অনুসরণ করতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- রূপকথা, গল্প ও কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোন কাজ (ছড়া, কৌতুক ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক আগের দিনের পাঠের বিষয় এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

  – গতপাঠে আমরা একটি ঘণ্টার কথা জেনেছি, সেই ঘণ্টাটির নাম কী?
  – ২৫ মার্চ তারিখ এই ঘণ্টাটি কোথায় বেজেছিল?
  – ওইদিন কোন যন্ত্রের মাধ্যমে পুলিশকে সতর্ক করা হয়েছিল?

- তারপর বলবেন এখন আমরা চমৎকার একটি ছবি/মডেল দেখব। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ছবি/ভিডিয়ো দেখিয়ে তাদের ভাবতে বলবেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

  – ছবিতে কী কী দেখতে পাচ্ছ?

- ছবির মানুষেরা কে কী কাজ করেন?
- তারা কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে?

- শিক্ষার্থীর উত্তর জানার পর শিক্ষক বলবেন, ছবির এই মানুষেরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে জীবন দিয়েছেন। আজকের পাঠে আমরা সেকথা আরো ভালো করে জানতে পারব, বলেই পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখবেন। এরপর 'মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ' পাঠটির আজকের অংশ সংক্ষেপে বলবেন।
- তারপর পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন -

  - পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে কেমন অস্ত্র ছিল?

- তারপর আবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে অনুসরণ করবে। শিক্ষক শব্দকার্ড দেখিয়ে কামান, অসীম, প্রতিরোধ শব্দগুলো অর্থসহ বুঝিয়ে বলবেন। কামান অর্থ গোলা নিক্ষেপ করার যন্ত্র। অসীম, অর্থ সীমাহীন। যার কোনো সীমা নেই। প্রতিরোধ হলো বাধা। শিক্ষক বুঝিয়ে বলবেন। এরপর শিক্ষক উদাহরণ বোঝাতে শিক্ষার্থীদের বলবেন আমাদের পুলিশ বাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করেছিল।
- তারপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত ও ফলাচিহ্নের শব্দ খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। তিনি বলবেন অস্ত্র, সদস্য শব্দগুলোতে স, বর্ণের সাথে যুক্তব্যাঞ্জন ও র ফলা আছে। আবার, স বর্ণের সাথে য ফলা রয়েছে। আমরা উচ্চারণের সময় এগুলো খুব খেয়াল করে উচ্চারণ করব।
- উচ্চারণের অনুশীলন করার পর তিনি যুক্তবর্ণের শব্দ অস্ত্র, সদস্য শব্দকার্ড দেখিয়ে এর উচ্চারণ অনুশীলনের পর যুক্তবর্ণ আলাদা করে দেখাবেন।

স্ত্র	স	ত	র ফলা
স্য	স	য ফলা	

- নতুন শব্দ তৈরিতে সহযোগিতা করবেন। নিরস্ত্র, বস্ত্র, জন্য, অন্য ইত্যাদি। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে দিবেন।শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো (উচ্চারণ, গতি, স্পষ্টতা ইত্যাদি) শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে প্রশ্ন করে পাঠের তথ্য বিনিময় করতে বলবেন। শিক্ষক সকলকে তৈরি হতে বলবেন। তারপর সুস্পষ্টভাবে তিনি প্রশ্ন করার ধারণা দিবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং সাথে সাথে প্রস্তুতি নিবে। তারপর দলভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করে আনন্দের সাথে অংশ নিবে।

- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।

    – আজকের পাঠের প্রথম দুইটি বাক্য দেখে দেখে লিখ।
    – মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ সদস্যদের ভূমিকা নিয়ে তোমার মতামত লিখ।
    – তোমার পাঠ্যবইয়ের **বাক্য লিখি** অংশে অস্ত্র, লড়াই শব্দ দুটি দিয়ে একটি করে বাক্য লেখ।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে কিনা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

পিরিয়ড - ১৩২

বিষয়বস্তু: মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের .... স্বাধীন বাংলাদেশ।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রূপকথা ও গল্পের কাহিনি বলতে পারবে।
- বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ধ্বনি শনাক্ত করে পড়তে পারবে।
- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- রূপকথা, গল্প ও কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠের ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ করবেন। শিক্ষক আগের দিনের পাঠের বিষয় এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইবেন।

    – ২৫ মার্চ ১৯৭১ কোথায় অনেক পুলিশ সদস্য শহিদ হন?
    – অসীম সাহস নিয়ে কারা যুদ্ধ করেছিল?
    – কোন কোন জায়গার পুলিশ সদস্যরা প্রতিরোধ করেছিল?

- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, হ্যাঁ সেদিন আরও অনেক পুলিশ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের পাশাপাশি অংশ নিয়েছিল সাধারণ মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের ছবি/ভিডিয়ো দেখিয়ে তাদের ভাবতে বলবেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

    – ছবিতে/ ভিডিয়োতে কী কী দেখতে পাচ্ছো?

– ছবির/ ভিডিয়োর মানুষগলো কী করছে?
– এই যুদ্ধের নাম কী?
– মুক্তিযুদ্ধ কত সালে হয়েছিল?

- শিক্ষার্থীর উত্তর জানার পর শিক্ষক বলবেন, ছবির/ ভিডিওর এই মানুষগুলো আমাদের বাংলাদেশের মুক্তির জন্য লড়াই করে জীবন দিয়েছেন। তাঁরা স্বাধীনতা এনেছেন। আজকের পাঠে আমরা সেকথা আরও ভালো করে জানতে পারব, বলেই পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখবেন।
- পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক শ্রবণযোগ্য স্বরে পাঠের বিষয়বস্তু বই দেখে স্বাভাবিক গতিতে পড়বেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্বরভঙ্গি ও অভিব্যাক্তি বজায় রেখে পড়বেন। এরপর বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দিয়ে শিক্ষক আবার পড়বেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টি করতে তাদের উদ্দেশে আজকের পাঠের অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করবেন -

– বীর যোদ্ধাদের আত্মত্যাগে আমরা কী পেয়েছি?

- শিক্ষার্থীরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে অনুসরণ করবে।শিক্ষক শব্দকার্ড দেখিয়ে গর্ব, আত্মত্যাগ শব্দগুলো অর্থসহ বুঝিয়ে বলবেন। গর্ব অর্থ গৌরব। আত্মত্যাগ অর্থ নিজের সবকিছু ত্যাগ।স্বাধীন অর্থ অন্যের অধীন নয়। পরাধীন নয় এমন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে যুক্তবর্ণের ও ফলাচিহ্নের শব্দ খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। তিনি বলবেন আত্মত্যাগ, স্বাধীন শব্দগুলোতে ত, স বর্ণের সাথে যুক্তব্যাঞ্জন আছে। আবার, ত বর্ণের সাথে য ফলা রয়েছে। আমরা উচ্চারণের সময় এগুলো খুব খেয়াল করে উচ্চারণ করবো। এখানে ত্ম এর সঠিক উচ্চারণে ম এর উচ্চারণ হয় না। স্ব এর সঠিক উচ্চারণে ব এর উচ্চারণ হয় না।
- য ফলা উচ্চারণের অনুশীলন করার পর তিনি যুক্তবর্ণের শব্দ আত্মত্যাগ, স্বাধীন শব্দকার্ড দেখিয়ে এর উচ্চারণ অনুশীলনের পর যুক্তবর্ণ ও ফলাচিহ্ন আলাদা করে দেখাবেন।

ত্ম	ত	ম
ত্য	ত	য ফলা
স্ব	স	ব ফলা

এরপর নতুন শব্দ তৈরিতে সহযোগিতা করবেন। আত্মীয়, আত্মা, স্বপ্ন, স্বল্প ইত্যাদি। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে দিবেন। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাধারণ ভুলগুলো (উচ্চারণ্ গতি, স্পষ্টতা ইত্যাদি) শনাক্ত করবেন এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।

- তারপর শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে বলবেন। একাকী পড়া শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে প্রশ্ন করে পাঠের তথ্য বিনিময় করতে বলবেন। শিক্ষক সকলকে তৈরি হতে বলবেন। তারপর সুস্পষ্টভাবে তিনি প্রশ্ন করার ধারণা দিবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং সাথে সাথে প্রস্তুতি নিবে। তারপর দলভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করে আনন্দের সাথে অংশ নিবে।

অন্যরা উপভোগ করবে। এবার চমৎকার প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য শিক্ষক সকলকে ধন্যবাদ দিবেন।

- এরপর পাঠ্যবইয়ের ভাষিককাজ – রবিন বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে কী কী দেখল তা নিজ দলে আলোচনা করে বলবে। তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।

  – তোমার বিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারিতে যা যা আছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।
  – তোমার দেখা বিজয় দিবস সম্পর্কে লেখ।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী উত্তর লিখছে কিনা তা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বলতে বলবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিবেন এবং পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।
- আজ আমরা মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ পাঠে রাজারবাগ, পুলিশ বাহিনী আর সাধারণ মানুষের মুক্তিযুদ্ধে অবদান বিষয়ে অনেক তথ্য জেনেছি। আমরা এই বিষয়ে বেশি বেশি বই পড়ে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারবো

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০১.০১, ০১.০৩.০২.০১, ০১.০৩.০৪.০১, ০১.০৩.০৫.০১, ০১.০৩.০৮.০১, ০১.০৩.১০.০১, ০১.০৩.১১.০১, ০১.০৩.১২.০১, ০১.০৩.১৮.০১, ০১.০৩.১৯.০১, ০১.০৩.২৩.০১ ও ০১.০৩.২৪.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ২৭
নিজের মতো লিখি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে বলা ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

৭.১ বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয়বস্তু বলতে পারা।

৮.১ চিত্র ও ছবি সম্বলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প সাবলীলভাবে বলতে পারা এবং বিষয়বস্তু বলতে পারা।

৯.২ বিভিন্ন ধরনের বাক্য (বিরামচিহ্ন-দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক অনুসারে) প্রমিত উচ্চারণে ও সাবলীলভাবে পড়ে বুঝতে পারা।

১৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।

১৫.২ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা পড়ে/শুনে শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ লিখতে পারা।

১৬.১ পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে বা না দেখে লিখতে পারা।

১৬.২ পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার মূলভাব এবং নিজ অভিজ্ঞতা/ মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ০৪

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-১৩৩	পড়ি (ছড়া)
পিরিয়ড-১৩৪	শব্দ বসাই
পিরিয়ড-১৩৫	পড়ি (গল্প)
পিরিয়ড-১৩৬	নিজের মতো শব্দ বসিয়ে লিখি, নিজের মতো লিখি।

পিরিয়ড – ১৩৩

বিষয়বস্তু: পড়ি (ছড়া)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া আবৃত্তি করতে পারবে।
- ছড়া বা কবিতা শুনে অন্ত্যমিল শনাক্ত করতে পারবে।

- কবিতা শুনে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে ও লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, বৃন্দ আবৃত্তি, শব্দের খেলা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, তোমরা কে কয়টা কবিতা বা ছড়া জানো? শিক্ষার্থীরা তাদের মতো করে উত্তর দিবে। এবার শিক্ষক কয়েকজনকে তাদের জানা কবিতা বা ছড়া আবৃত্তি করে শোনাতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বই থেকে আজকের পাঠ্যাংশ খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে **পড়ি** অংশের ছড়াটি প্রমিত উচ্চারণে সরবে আবৃত্তি করতে বলবেন। আবৃত্তি শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের আবৃত্তির অভিজ্ঞতা যেমন, আবৃত্তি কেমন হলো? আরো ভাল করা যায় কিনা? কী সমস্যা নিজের কাছে মনে হয়েছে? তা বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন শোনার পর শিক্ষক নিজে ছড়াটি প্রমিত উচ্চারণে তাল, লয় ঠিক রেখে আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ছড়াটি আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের আবৃত্তির ক্ষেত্রে জড়তা বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক এবার ছড়াটি বৃন্দ আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করাবেন। এক্ষেত্রে ছয় জন শিক্ষার্থীকে সামনে আনবেন। সবাই নিজেদের বই নিয়ে সহপাঠীদের দিকে মুখ করে পাশাপাশি দাঁড়াবে। শিক্ষার্থীদের দুজনের দলে আবৃত্তি অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন। এবার প্রথম দল সমস্বরে আজকের পাঠ্যাংশের ১ম লাইন আবৃত্তি করবে, **(অন্যদলগুলো তখন হাতে তাল দিবে)** এরপর দ্বিতীয় দল ২য় লাইন আবৃত্তি করবে, **(অন্যদলগুলো তখন তালি দিবে)** তৃতীয় দল ৩য় লাইন আবৃত্তি করবে। **(অন্যদলগুলো তখন তালি দিবে)** এরপর প্রথম দল ১ম লাইন আবৃত্তি করবে। **(অন্যদলগুলো তখন তালি দিবে)** এভাবে প্রত্যেক দল পূর্ণ ছড়াটি আবৃত্তি করা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে আবৃত্তি চলতে থাকবে।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটি নীরবে পাঠ করার ও লেখার নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষক সকলের খাতা মূল্যায়ন করবেন এবং নিজেই বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ছড়ার বিষয়বস্তুর সাথে মিল করে একটি ছবি আঁকতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিবেন। শিক্ষক ছবি প্রদর্শনীর মতো যেন শিক্ষার্থীরা একে অন্যের কাছে ছবির বিষয়বস্তু বর্ণনা করার সুযোগ পায়।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড – ১৩৪

বিষয়বস্তু: শব্দ বসাই

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া আবৃত্তি করতে পারবে।
- ছড়া বা কবিতা শুনে অন্ত্যমিল শনাক্ত করতে পারবে।
- কবিতা শুনে আনন্দের সাথে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বলতে ও লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়ার চরণ দেখে দেখে বা না দেখে লিখতে পারবে।

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। আগের পিরিয়ডে যারা ছড়া বলার সুযোগ পায়নি এমন শিক্ষার্থীদের নিজেদের জানা ছড়া/কবিতা আবৃত্তি করার সুযোগ দিবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বই থেকে আজকের পাঠ্যাংশ খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে শব্দ বসাই অংশের ছড়াটি প্রমিত উচ্চারণে সরবে আবৃত্তি করতে বলবেন। আবৃত্তি শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের আবৃত্তির অভিজ্ঞতা যেমন, আবৃত্তি কেমন হলো? আরও ভাল করা যায় কিনা? কী সমস্যা নিজের কাছে মনে হয়েছে? তা বলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন শোনার পর শিক্ষক নিজে ছড়াটি প্রমিত উচ্চারণে তাল, লয় ঠিক রেখে আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এবার শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ছড়াটি আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের আবৃত্তির ক্ষেত্রে জড়তা বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক আবৃত্তির সময় অন্ত্যমিল আছে এমন শব্দে জোর দিয়ে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সমস্বরে শিক্ষকের সাথে সাথে তালি দিয়ে বলতে বলবেন।
- শিক্ষক জিজ্ঞাসা করবেন পাখির গাওয়ার সাথে কোনটি ভালো মিলে? সুরে নাকি ঘুরে। শিক্ষার্থীদের উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিতে বলবেন। অন্ত্যমিল ঠিক করে এবার আবার তালি দিয়ে পরের দুই লাইন অনুশীলন করাবেন। এরপর অন্ত্যমিলযুক্ত অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে একই প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন।
- এবার শিক্ষক জিজ্ঞাসা করবেন নাচের সাথে কোনটি ভালো মিলে? ঘন নাকি মন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিতে বলবেন, এরপর সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিবেন নাচের সাথে মন শব্দটি মিলে। অন্ত্যমিল ঠিক করে এবার আবার তালি দিয়ে পরের দুই লাইন অনুশীলন করাবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটি নীরবে পাঠ করার নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীরা নীরবে আজকের

পাঠ্যাংশ পাঠ করে ছড়ার বিষয়বস্তু লিখবে। শিক্ষক সকলের খাতা মূল্যায়ন করবেন এবং নিজেই বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।

- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের খাতায় বইয়ের ডানপাশে উপর নিচ করে ছড়ার অন্ত্যমিল শব্দগুলো লিখতে বলবেন। লেখা হয়ে গেলে শিক্ষক সবাইকে অন্ত্যমিল শব্দগুলোর আগে এমন কিছু শব্দ যোগ করতে বলবেন যেন সেই শব্দগুলোর সাথে শেষ শব্দ হিসেবে মিলে একটি ছন্দ তৈরি হয়।
- শিক্ষার্থীদের লেখা হলে সবার লেখা দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন। শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ছড়ার বিষয়বস্তুর সাথে মিল করে একটি ছবি আঁকতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকবে এবং শিক্ষককে দেখাবে। শিক্ষক সবাইকে উৎসাহ দিবেন এবং প্রশংসা করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড – ১৩৫

বিষয়বস্তু: পড়ি (গল্প)

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বর্ণনামূলক রচনা পড়ে/শুনে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- স্পষ্ট উচ্চারণে গল্প বলতে পারবে।
- বিরামচিহ্ন মেনে বিভিন্ন ধরনের বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে।

উপকরণ: শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের কারো বাসায় বিড়াল আছে কিনা? এবার শিক্ষক যাদের বাসায় বিড়াল আছে, তাদের কাছ থেকে বিড়াল সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা শুনবেন।
- এবার শিক্ষক সবাইকে আজকের পাঠ্যাংশ **পড়ি** অংশটি বের করতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বিরামচিহ্ন অনুসরণ করে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীদের পড়ার পর শিক্ষক, যারা পড়েছে তাদেরকে নিজেদের পড়ার ব্যাপারে প্রতিফলনমূলক প্রশ্ন করবেন। যেমন, বিরামচিহ্নগুলো অনুসরণ করতে পেরেছে কিনা? প্রমিত উচ্চারণ হয়েছে কিনা? ইত্যাদি।
- শিক্ষক নিজে বিরামচিহ্ন অনুসরণ করে এবং প্রমিত উচ্চারণে পড়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগের

সাথে শুনবে। এবার শিক্ষক আবার শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করে পড়তে বলবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা ও ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটি এককভাবে নীরবে পড়তে বলবেন। এবার নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে দিবেন। পাঠ থেকে উত্তরগুলো বাছাই করে (দেখে বা না দেখে) খাতায় লিখতে বলবেন। এবার শিক্ষক প্রত্যেকের লেখা পড়ে শোনাতে বলবেন। শিক্ষক সবার পড়া শুনবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।

  – কিসের শব্দে ঘুম জেগে উঠল?
  – বিড়ালটি কেমন করে ডাকছিল?
  – কেন বিড়াল মিউ মিউ করে ডাকছিল?
  – তোমার ক্ষিদে লাগলে তুমি কী করো? ইত্যাদি।

- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিবেন। দলে বসে শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠ্যাংশের মধ্যে কয়টি বাক্য আছে? কোন বাক্যে কয়টি শব্দ আছে? কোন কোন শব্দ নতুন ও কঠিন এবং কয়টি বিরামচিহ্ন আছে তা খুঁজে বের করতে বলবেন। প্রতি দল থেকে একজনকে সামনে এসে উপস্থাপন করতে বলবেন। একদল উপস্থাপনের সময় অন্যদের উত্তর মিলিয়ে নিতে বলবেন।
- আজকের পাঠের উদ্দেশ্য কতটা অর্জন হয়েছে তা নিচের পারদর্শিতার সূচক অনুসারে যাচাই করবেন, ফলাবর্তন দিবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

পিরিয়ড – ১৩৬

বিষয়বস্তু: নিজের মতো শব্দ বয়ে লিখি, নিজের মতো লিখি।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য লিখতে পারবে।
- ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সাধারণ বর্ণনামূলক লেখা লিখতে পারবে।
- প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করে তথ্যমূলক রচনা লিখতে পারবে।
- পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার বিষয় বুঝে নিজের মতো করে লিখতে পারবে।

উপকরণ: শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের

সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।

- শিক্ষক সবাইকে বলবেন, আজকে আমরা নিজেদের মতো গল্প লিখব।
- শিক্ষক সবাইকে নিজ নিজ খাতায় **নিজের মতো শব্দ বসিয়ে লিখি** অংশটি তুলে নিতে বলবেন। এবার শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় বসে বই দেখে পাঠটি পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বসে পাঠের শূন্যস্থানে কী শব্দ হতে পারে তা চিন্তা করে বসিয়ে গল্পটি পূর্ণ করতে ও লিখতে বলবেন।
- সবার কাজ শেষ হলে শিক্ষক সব জোড়াকে তাদের তৈরি করা গল্পটি পড়ে শোনাতে বলবেন। সবাই মনোযোগের সাথে অন্যের গল্প শুনবে। শিক্ষক সবাইকে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন ও উৎসাহ দিবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে **নিজের মতো লিখি** অংশে একেকটা বিষয় ভাবতে বলবেন। এবার শিক্ষক সবাইকে তার তার বিষয় নিয়ে একটি গল্প বা বর্ণনা লিখতে বলবেন। সবার লেখা শেষ হলে শিক্ষক সবার লেখা পড়তে বলবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন। শিক্ষার্থীদেরকে সৃজনশীল লেখার প্রতি উৎসাহ দিবেন। অন্যান্য পাঠেও শিক্ষক এ ধরনের অনুশীলন করাবেন।
- আজকের পাঠের উদ্দেশ্য কতটা অর্জন হয়েছে তা নিচের পারদর্শিতার সূচক অনুসারে যাচাই করবেন, ফলাবর্তন দিবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০৫.০১, ০১.০৩.১০.০১, ০১.০৩.১১.০১, ০১.০৩.১৩.০১, ০১.০৩.১৮.০১, ০১.০৩.২২.০১, ০১.০৩.২৩.০১ ও ০১.০৩.২৪.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ - ২৮
প্রতিযোগিতায় নাম লিখি

শ্রেণিভিত্তি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ প্রমিত বাংলায় বলা প্রশ্ন, সাধারণ নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর ঘোষণা ও সংকেত শুনে বুঝতে পারা।

৩.১ ছবি/চিত্র বা ছক দেখে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার পাঠ শুনে তথ্য, বিষয়বস্তু বুঝতে পারা।

৬.১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে প্রশ্নোত্তর, অনুজ্ঞা, সম্বোধন করতে পারা এবং সংকেত, বিজ্ঞপ্তি বুঝে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।

৬.২ কথোপকথন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজস্ব মত বলে প্রকাশ করতে পারা।

১০.১ পরিচিত পরিবেশে ছাপা, হাতের লেখায় বা ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা ও পাঠের অন্তর্ভুক্ত সহজ কথোপকথন পড়ে বুঝতে পারা।

১১.১ চিত্র ও ছক সম্বলিত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা, প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারা।

১৪.১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে সাধারণ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, সংকেত, ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তির বিষয় ও কথোপকথন বুঝে প্রমিত বাংলায় লিখতে পারা।

১৪.২ বিদ্যালয় পর্যায়ে সহজ ছক ও ফরম পূরণ করতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা: ০৪

পিরিয়ড বিভাজন

পিরিয়ড-১৩৭	নোমান স্যার--------ভালো লাগার কথা লিখি।
পিরিয়ড-১৩৮	নোমান স্যার-------- প্রতিযোগিতার বিষয়।
পিরিয়ড-১৩৯	তিনি পরের পৃষ্ঠার ----------কুসুমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
পিরিয়ড-১৪০	তিনি পরের পৃষ্ঠার -----------------তারিখ।

পিরিয়ড – ১৩৭

বিষয়বস্তু: নোমান স্যার--------ভালো লাগার কথা লিখি।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- প্রশ্নবোধক বাক্যের উত্তর দিতে পারবে।
- চিত্র, ছবি বা ছক সম্বলিত বর্ণনা এবং সাধারণ বর্ণনা শুনে বিষয়বস্তু বলতে ও লিখতে পারবে।

- পরিচিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

উপকরণ: শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ, কথোপকথন চার্ট।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে খাতা কলম নিতে বলবেন। প্রত্যেককে নিজ নিজ খাতায় নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, গ্রামের/ওয়ার্ডের নাম, উপজেলা/থানার নাম, জেলার নাম লিখতে বলবেন। লেখা শেষ হলে সবার খাতা দেখবেন। সবাই নিজ নিজ ঠিকানা লিখতে পারলো কিনা তা দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে ঠিকানা লেখা শেখাবেন। ঠিকানা লেখার সূত্র ধরে শিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন।
- এবার শিক্ষক বোর্ডে প্রশ্ন লিখবেন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা কী? শিক্ষক প্রশ্নটি মুখে বলবেন না। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নবোধক বাক্যটি পড়ে বুঝে মুখে মুখে উত্তর দিতে বলবেন। এবার শিক্ষক আরেকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কী কী হয়? শিক্ষার্থীদের প্রশ্নবোধক বাক্যটি পড়ে খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন। লেখা শেষে শিক্ষক সবাইকে তাদের লেখা পড়ে শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষক এবার সবাইকে পাঠ ২৮ খুলতে বলবেন। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বই থেকে আজকের পাঠ্যাংশ খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠ্যাংশ সরবে পাঠ করতে বলবেন। শিক্ষক নিজে আজকের পাঠ্যাংশটি শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময় বিশেষ শব্দের উচ্চারণ, অর্থ ও প্রয়োজনে শব্দের ব্যবহার বলে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের দলগত পাঠ অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠের অংশ সরবে পাঠ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠের ক্ষেত্রে জড়তা বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের নতুন শব্দগুলো শনাক্ত করে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক নিজে বা কোনো একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে নতুন শব্দগুলো বোর্ডে লেখাবেন। শিক্ষার্থীদেরকে নতুন শব্দগুলো ব্যবহার করে দুটি করে বাক্য রচনা করতে দিবেন। সকলের লেখা বাক্য দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক একটি কথোপকথনের আয়োজন করবেন। প্রথমে দুজন শিক্ষার্থীকে সামনে ডেকে আনবেন। তারা নিচের কথোপকথন অনুসরণ করে একটি কথোপকথন করে দেখাবে। অন্যরা মনোযোগ সহকারে কথোপকথন শুনবে।

সাগর: কেমন আছো হোসাইন?

হোসাইন: আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছো?

সাগর: আমিও ভালো আছি। আচ্ছা! তুমি কি জানো স্কুলে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হবে?

হোসাইন: হ্যাঁ আমি জানি। স্যারের কাছে শুনেছি।

সাগর: কী কী বিষয়ে প্রতিযোগিতা হবে?

হোসাইন: ছবি আঁকা, গল্প বলা, গান গাওয়া। তুমি কোনগুলোতে অংশ নেবে?

সাগর: আমি কবিতা আবৃত্তি করতে চাই। কবিতা আবৃত্তি আছে কী?

হোসাইন: হ্যাঁ আছে। তুমি কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নিতে পারবে।

সাগর: তোমাকে ধন্যবাদ হোসাইন।

হোসাইন: তোমাকেও ধন্যবাদ।

এভাবে শিক্ষক দুজন করে জোড়া করে দিয়ে কথোপকথনে অংশ নিতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন, প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান ও সহায়তা করবেন।

- আজকের পাঠের উদ্দেশ্য কতটা অর্জন হয়েছে তা নিচের পারদর্শিতার সূচক অনুসারে যাচাই করবেন, ফলাবর্তন দিবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পিরিয়ড - ১৩৮

বিষয়বস্তু: নোমান স্যার-------- প্রতিযোগিতার বিষয়।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- চিত্র, ছবি, ছক সম্বলিত বর্ণনামূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
- বিদ্যালয় পর্যায়ের সহজ ছক পূরণ করতে পারবে।

উপকরণ: শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ, পোস্টারে আঁকা ফরম।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন। বলবেন, তোমাদের কাছে কোন কাজ করতে সবচেয়ে বেশি ভালো

লাগে? এবার শিক্ষক আবার প্রশ্ন করবেন কেন ভালো লাগে? শিক্ষার্থীদের ভালো লাগার পক্ষে যুক্তি দিতে বলবেন।

- শিক্ষক এবার সবাইকে নির্ধারিত পাঠটি খুলতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠ্যাংশ সরবে পাঠ করতে বলবেন। শিক্ষক নিজে আজকের পাঠ্যাংশটি শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে শোনাবেন। পড়ার সময় বিশেষ শব্দের উচ্চারণ, অর্থ ও প্রয়োজনে শব্দের ব্যবহার বলে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের দলগত পাঠ অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠের অংশ সরবে পাঠ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠের ক্ষেত্রে জড়তা বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের নতুন শব্দগুলো শনাক্ত করে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক নিজে বা কোনো একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে নতুন শব্দগুলো বোর্ডে লেখাবেন। শিক্ষার্থীদেরকে নতুন শব্দগুলো ব্যবহার করে দুটি করে বাক্য রচনা করতে দিবেন। সকলের লেখা বাক্য দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক পোস্টারে বা মাল্টিমিডিয়ায় বইয়ের ছকটি আঁকবেন। শিক্ষার্থীদের নিজেদের খাতায় বই দেখে ছকটি আঁকতে বলবেন। শিক্ষক বলবেন, এই ছকের নির্দিষ্ট স্থানে আমরা আমাদের নাম লিখব এবং আমাদের যেকোনো ৩টি ভালো লাগার বিষয়ের নাম লিখব। লেখার সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন। লেখা শেষে সবার খাতা দেখবেন ও ফলাবর্তন দিবেন।

পিরিয়ড - ১৩৯

বিষয়বস্তু: তিনি পরের পৃষ্ঠার----------কুসুমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বিজ্ঞপ্তির বিষয় বুঝে বলতে পারবে।
- ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত, লিখিত, মুদ্রিত এবং হাতে লেখা বিজ্ঞপ্তি বুঝে প্রমিত উচ্চারণে পড়তে পারবে।
- বিজ্ঞপ্তির বিষয় বাক্যে লিখে প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ: শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ, পোস্টারে আঁকা নমুনা বিজ্ঞপ্তি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।

- শিক্ষক বলবেন, বিজ্ঞপ্তি কী? শিক্ষক সকলের কথা শুনবেন প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। এবার শিক্ষক সকলের কথার সূত্র ধরে বলবেন, আমরা আজকে একটি বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আলোচনা করব।
- প্রথমে শিক্ষক পোস্টারে বা মাল্টিমিডিয়ায় বইয়ের বিজ্ঞপ্তিটি প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং নীরবে পড়বে। পড়ার ক্ষেত্রে কারো সমস্যা হলে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে এই বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু কী তা জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু বলতে সহায়তা করবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে ৫টি বাক্য লিখতে বলবেন।

  - বিজ্ঞপ্তিটি কে প্রকাশ করেছে?
  - কী বিষয়ের বিজ্ঞপ্তি? বিজ্ঞপ্তির পরবর্তী কাজ কী?
  - কোন কোন বিষয় প্রতিযোগিতার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে?

- লেখা শেষ হলে শিক্ষক সকলের লেখা মূল্যায়ন করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।
- আজকের পাঠের উদ্দেশ্য কতটা অর্জন হয়েছে তা নিচের পারদর্শিতার সূচক অনুসারে যাচাই করবেন, ফলাবর্তন দিবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পিরিয়ড - ১৪০

বিষয়বস্তু: তিনি পরের পৃষ্ঠার ----------তারিখ।

শিখনফল: এই পিরিয়ড শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বিজ্ঞপ্তির বিষয় বুঝে বলতে পারবে।
- ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত, লিখিত, মুদ্রিত এবং হাতে লেখা বিজ্ঞপ্তি বুঝে প্রমিত উচ্চারণে পড়তে পারবে।
- বিদ্যালয় পর্যায়ের সহজ ফরম পূরণ করতে পারবে।

উপকরণ: শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ, পোস্টারে আঁকা নমুনা বিজ্ঞপ্তি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আনন্দদায়ক কোনো কাজ (ছড়াগান, কৌতুক, গল্প ইত্যাদি) করবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য গত ক্লাসের আলোচনা পুনরাবৃত্তি করবেন। এবার শিক্ষক সকলের কথার সূত্র ধরে বলবেন, আমরা আজকে একটি বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে ছক পূরণ করব।

- প্রথমে শিক্ষক পোস্টার পেপারে/মাল্টিমিডিয়ায় বইয়ের বিজ্ঞপ্তিটি প্রদর্শন করবেন। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে প্রমিত উচ্চারণে বিজ্ঞপ্তিটি পড়তে বলবেন। পড়ার ক্ষেত্রে কারো সমস্যা হলে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে এই বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু কী তা জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক মাল্টিমিডিয়ায় বইয়ের ছকটি প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদেরকে ছকটি নিজেদের খাতার একটা পৃথক পৃষ্ঠায় আঁকতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের ছকটি আঁকতে কোনো সমস্যা হলে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। কোনো শিক্ষার্থীর বিজ্ঞপ্তি দেখতে সমস্যা হলে তাঁকে বই থেকে দেখার নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীদের ছক পূরণ করা হয়ে গেলে সকলের খাতা থেকে পৃষ্ঠাটি আলাদা করে জমা দিতে বলবেন। শিক্ষক সকলের ছক পূরণ দক্ষতা অর্জন হলো কিনা তা দেখবে এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

মূল্যায়নঃ

পারদর্শিতার নির্দেশক নং- ০১.০৩.০২.০১, ০১.০৩.০৪.০১, ০১.০৩.০৮.০১, ০১.০৩.০৯.০১, ০১.০৩.১৪.০১, ০১.০৩.১৬.০১, ০১.০৩.১৯.০১ ও ০১.০৩.২০.০১ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।

পারদর্শিতার সূচক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম
১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।	০১.০৩.০১.০১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পারছে।	প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছে।	প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পেরেছে।	প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি শুনে বর্ণমালার সাথে মিলিয়ে শনাক্ত করতে পেরেছে।
২.১ প্রমিত বাংলায় বলা প্রশ্ন, সাধারণ নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর ঘোষণা ও সংকেত শুনে বুঝতে পারা।	০১.০৩.০২.০১ প্রমিত বাংলায় বলা প্রশ্ন, সাধারণ নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর ঘোষণা ও সংকেত শুনে অনুসরণ পারছে।	প্রমিত বাংলায় বলা প্রশ্ন, সাধারণ নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর ঘোষণা ও সংকেত শুনে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছে।	প্রমিত বাংলায় বলা প্রশ্ন, সাধারণ নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর ঘোষণা ও সংকেত শুনে অনুসরণ করতে পেরেছে।	প্রমিত বাংলায় বলা প্রশ্ন, সাধারণ নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর ঘোষণা ও সংকেত শুনে অনুসরণ করে কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে।
২.২ প্রমিত বাংলায় কথোপকথন, আলোচনা (শ্রেণিকক্ষ, পরিবার, পরিচিত পরিবেশে) শুনে বুঝতে পারা।	০১.০৩.০৩.০১ প্রমিত বাংলায় বলা কথোপকথন ও আলোচনা শুনে বিষয়বস্তু বলতে পারছে।	প্রমিত বাংলায় বলা কথোপকথন ও আলোচনা শুনে বিষয়বস্তু বলতে চেষ্টা করেছে।	প্রমিত বাংলায় বলা কথোপকথন ও আলোচনা শুনে বিষয়বস্তু বলতে পেরেছে।	প্রমিত বাংলায় বলা কথোপকথন ও আলোচনা শুনে বিষয়বস্তু প্রমিত বাংলায় বলতে পেরেছে।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৩.১ ছবি/চিত্র বা ছক দেখে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার পাঠ শুনে তথ্য, বিষয়বস্তু বুঝতে পারা।	০১.০৩.০৪.০১ ছবি/চিত্র বা ছক দেখে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার পাঠ শুনে বলতে পারছে।	ছবি/চিত্র বা ছক দেখে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার পাঠ শুনে বলতে চেষ্টা করেছে।	ছবি/চিত্র বা ছক দেখে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার পাঠ শুনে বলতে পেরেছে।	ছবি/চিত্র বা ছক দেখে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার পাঠ শুনে বুঝে নিজের মতো বলতে পেরেছে।
৪.১ প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে বলা ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।	০১.০৩.০৫.০১ প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে বলা ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প শুনে আনন্দের সাথে মূলভাব বলতে পারছে।	প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে বলা ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প শুনে মূলভাব বলতে চেষ্টা করেছে।	প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে বলা ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প শুনে মূলভাব বলতে পেরেছে।	প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে বলা ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প শুনে মূলভাব আনন্দের সাথে নিজের ভাষায় বলতে পেরেছে।
৫.১ বিভিন্ন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট স্বরে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।	০১.০৩.০৬.০১ বিভিন্ন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারছে।	বিভিন্ন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট উচ্চারণে বলতে চেষ্টা করেছে।	বিভিন্ন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট উচ্চারণে বলতে পেরেছে।	বিভিন্ন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে বলতে পেরেছে।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৫.২ যুক্তবর্ণ ও ফলা যোগে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।	০১.০৩.০৭.০১ যুক্তবর্ণ ও ফলাচিহ্ন যোগে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারছে।	যুক্তবর্ণ ও ফলাচিহ্ন যোগে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য বলতে চেষ্টা করেছে।	যুক্তবর্ণ ও ফলাচিহ্ন যোগে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য বলতে পেরেছে।	যুক্তবর্ণ ও ফলাচিহ্ন যোগে গঠিত শব্দ ও বিভিন্ন ধরনের বাংলা বাক্য প্রমিত উচ্চারণে বলতে পেরেছে।
৬.১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন-উত্তর, অনুজ্ঞা, সম্বোধন করতে পারা এবং সংকেত, বিজ্ঞপ্তি বুঝে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারা।	০১.০৩.০৮.০১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন-উত্তর, অনুজ্ঞা, সম্বোধন করতে পারা এবং সংকেত ও বিজ্ঞপ্তি বুঝে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারছে।	পরিচিত প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন-উত্তর, অনুজ্ঞা, সম্বোধন করতে পারা এবং সংকেত ও বিজ্ঞপ্তি বুঝে বলতে চেষ্টা করেছে।	পরিচিত প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন-উত্তর, অনুজ্ঞা, সম্বোধন করতে পারা এবং সংকেত ও বিজ্ঞপ্তি বুঝে বলতে পেরেছে।	পরিচিত প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন-উত্তর, অনুজ্ঞা, সম্বোধন করতে পারা এবং সংকেত ও বিজ্ঞপ্তি বুঝে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পেরেছে।
৬.২ কথোপকথন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজস্ব মত বলে প্রকাশ করতে পারা।	০১.০৩.০৯.০১ কথোপকথন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজস্ব মত বলতে পারছে।	কথোপকথন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজস্ব মত বলতে চেষ্টা করেছে।	কথোপকথন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজস্ব মত বলতে পেরেছে।	কথোপকথন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজস্ব মত প্রমিত বাংলায় বলতে পেরেছে।
৭.১ বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয়বস্তু বলতে পারা।	০১.০৩.১০.০১ বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয়বস্তু বলতে পারছে।	বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয়বস্তু বলতে চেষ্টা করেছে।	বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয়বস্তু বলতে পেরেছে।	বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয়বস্তু প্রমিত উচ্চারণে বলতে পেরেছে।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৮.১ চিত্র ও ছবি সম্বলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প সাবলীলভাবে বলতে পারা এবং বিষয়বস্তু বলতে পারা।	০১.০৩.১১.০১ চিত্র ও ছবি সংবলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্পের বিষয়বস্তু সাবলীলভাবে বলতে পারছে।	চিত্র ও ছবি সংবলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্পের বিষয়বস্তু বলতে চেষ্টা করেছে।	চিত্র ও ছবি সংবলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্পের বিষয়বস্তু বলতে পেরেছে।	চিত্র ও ছবি সংবলিত বা বিহীন ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্পের বিষয়বস্তু সাবলীলভাবে বলতে পেরেছে।
৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।	০১.০৩.১২.০১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত পরিচিত শব্দ প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারছে।	যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত পরিচিত শব্দ পড়তে চেষ্টা করেছে।	যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত পরিচিত শব্দ পড়তে পেরেছে।	যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত পরিচিত শব্দ প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পেরেছে।
৯.২ বিভিন্ন ধরনের বাক্য (বিরামচিহ্ন -দাড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক অনুসারে) প্রমিত উচ্চারণে ও সাবলীলভাবে পড়ে বুঝতে পারা।	০১.০৩.১৩.০১ বাক্য ও সহজ অনুচ্ছেদ (বিরামচিহ্ন -দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক চিহ্ন অনুসারে) প্রমিত উচ্চারণে পড়তে পারছে।	বিভিন্ন ধরনের বাক্য (বিরামচিহ্ন -দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক অনুসারে) পড়তে চেষ্টা করেছে।	বিভিন্ন ধরনের বাক্য (বিরামচিহ্ন -দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক অনুসারে) পড়তে পেরেছে।	বিভিন্ন ধরনের বাক্য (বিরামচিহ্ন -দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক অনুসারে) প্রমিত উচ্চারণে ও সাবলীলভাবে পড়তে পেরেছে।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম
১০.১ পরিচিত পরিবেশে ছাপা, হাতের লেখায় বা ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা ও পাঠের অন্তর্ভুক্ত সহজ কথোপকথন পড়ে বুঝতে পারা।	০১.০৩.১৪.০১ পরিচিত পরিবেশে ছাপা, হাতের লেখায় বা ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত প্রশ্ন, অনুজ্ঞা (আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, নিষেধ), ও পাঠের সহজ নির্দেশনা পড়ে বুঝতে পারছে।	পরিচিত পরিবেশে ছাপা, হাতের লেখায় বা ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা ও পাঠের অন্তর্ভুক্ত সহজ কথোপকথন পড়তে চেষ্টা করেছে।	পরিচিত পরিবেশে ছাপা, হাতের লেখায় বা ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা ও পাঠের অন্তর্ভুক্ত সহজ কথোপকথন পড়তে পেরেছে।	পরিচিত পরিবেশে ছাপা, হাতের লেখায় বা ডিজিটাল ডিভাইসে উপস্থাপিত প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা ও পাঠের অন্তর্ভুক্ত সহজ কথোপকথন পড়ে অনুসরণ করতে পেরেছে।
১০.২ হাতের লেখায় সম্বোধন, অনুরোধ, সৌজন্যমূলক বাক্য পড়ে বুঝতে পারা।	০১.০৩.১৫.০১ হাতের লেখায় সম্বোধন, অনুরোধ ও সৌজন্যমূলক বাক্য পড়ে বুঝতে পারছে।	হাতের লেখায় সম্বোধন, অনুরোধ ও সৌজন্যমূলক বাক্য পড়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে।	হাতের লেখায় সম্বোধন, অনুরোধ ও সৌজন্যমূলক বাক্য পড়ে বুঝতে পেরেছে।	হাতের লেখায় সম্বোধন, অনুরোধ ও সৌজন্যমূলক বাক্য স্পষ্ট উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পেরেছে।
১১.১ চিত্র ও ছক সম্বলিত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা, প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারা।	০১.০৩.১৬.০১ চিত্র ও ছক সংবলিত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা ও প্রতিবেদনমূলক রচনা বুঝে পড়তে পারছে।	চিত্র ও ছক সংবলিত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা ও প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়ার চেষ্টা করেছে।	চিত্র ও ছক সংবলিত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা ও প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়তে পেরেছে।	চিত্র ও ছক সংবলিত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা ও প্রতিবেদনমূলক রচনা বুঝে সাবলীলভাবে পড়তে পেরেছে।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম
১২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প বিরামচিহ্ন মেনে, প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।	০১.০৩.১৭.০১ আনন্দের সাথে পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প পড়ে বিষয় বুঝে বলতে পারছে।	পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প ও রূপকথা পড়ে বিরামচিহ্ন মেনে বিষয় বলতে চেষ্টা করেছে।	পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের সাথে ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প পড়ে বিরামচিহ্ন মেনে বিষয় বুঝে বলতে পেরেছে।	পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, রূপকথা ও গল্প পড়ে বিরামচিহ্ন মেনে বিষয় বুঝে প্রমিত উচ্চারণে বলতে পেরেছে।
১৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।	০১.০৩.১৮.০১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, নির্বাচিত ফলা চিহ্ন ও বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য স্পষ্ট ও সঠিক আকৃতিতে লিখতে পারছে।	পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, নির্বাচিত ফলা চিহ্ন ও বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য স্পষ্ট আকৃতিতে লিখতে চেষ্টা করেছে।	পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, নির্বাচিত ফলা চিহ্ন ও বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য স্পষ্ট আকৃতিতে লিখতে পেরেছে।	পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, নির্বাচিত ফলা চিহ্ন ও বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য স্পষ্ট ও সঠিক আকৃতিতে লিখতে পেরেছে।
১৪.১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে সাধারণ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুজ্ঞা সূচক বাক্য, সংকেত, ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তির বিষয় ও কথোপকথন বুঝে প্রমিত বাংলায় লিখতে পারা।	০১.০৩.১৯.০১ পরিচিত প্রেক্ষাপটে সাধারণ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, সংকেত, ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তির বিষয় ও কথোপকথন বুঝে প্রমিত বাংলায় লিখতে পারছে।	পরিচিত প্রেক্ষাপটে সাধারণ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, সংকেত, ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তির বিষয় ও কথোপকথন বুঝে লিখতে চেষ্টা করেছে।	পরিচিত প্রেক্ষাপটে সাধারণ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, সংকেত, ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তির বিষয় ও কথোপকথন বুঝে লিখতে পেরেছে।	পরিচিত প্রেক্ষাপটে সাধারণ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুজ্ঞা সূচক বাক্য, সংকেত, ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তির বিষয় ও কথোপকথন বুঝে প্রমিত বাংলায় লিখতে পেরেছে।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম
১৪.২ বিদ্যালয় পর্যায়ে সহজ ছক ও ফরম পূরণ করতে পারা।	০১.০৩.২০.০১ বিদ্যালয় পর্যায়ে সহজ ছক ও ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে পারছে।	বিদ্যালয় পর্যায়ে সহজ ছক ও ফরম পূরণ করতে চেষ্টা করেছে।	বিদ্যালয় পর্যায়ে সহজ ছক ও ফরম পূরণ করতে পেরেছে।	বিদ্যালয় পর্যায়ে সহজ ছক ও ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে পেরেছে।
১৫.১ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনামূলক ও তথ্যমূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখতে পারা।	০১.০৩.২১.০১ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনামূলক ও তথ্যমূলক রচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখতে পারছে।	পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনামূলক ও তথ্যমূলক রচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখতে চেষ্টা করেছে ।	পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনামূলক ও তথ্যমূলক রচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখতে পেরেছে।	পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনামূলক ও তথ্যমূলক রচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিজের মতো করে লিখতে পেরেছে।
১৫.২ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা পড়ে/শুনে শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ লিখতে পারা।	০১.০৩.২২.০১ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা পড়ে/শুনে শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ লিখতে পারছে।	পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা পড়ে/শুনে শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ লিখতে চেষ্টা করেছে।	পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা পড়ে/শুনে শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ লিখতে পেরেছে।	পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা পড়ে/শুনে শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ প্রমিত বাংলায় লিখতে পেরেছে।
১৬.১ পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে বা না দেখে লিখতে পারা।	০১.০৩.২৩.০১ পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ লিখতে পারছে।	পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে লিখতে পেরেছে।	পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে বা না দেখে লিখতে পেরেছে।	পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ও কবিতার অংশ দেখে বা না দেখে যথাযথভাবে লিখতে পেরেছে।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম
১৬.২ পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার মূলভাব এবং নিজ অভিজ্ঞতা/ মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারা।	০১.০৩.২৪.০১ পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার মূলভাব এবং নিজ অভিজ্ঞতা/ মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারছে।	পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার মূলভাব এবং নিজ অভিজ্ঞতা/ মতামত লিখে প্রকাশ করতেচেষ্টা করেছে।	পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার মূলভাব এবং নিজ অভিজ্ঞতা/ মতামত লিখে প্রকাশ করতে পেরেছে।	পাঠের অন্তর্ভুক্ত রূপকথা, গল্প ও কবিতার মূলভাব এবং নিজ অভিজ্ঞতা/ মতামত নিজের ভাষায় লিখে প্রকাশ করতে পেরেছে।

সমাপ্ত

শিক্ষক সহায়িকা

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য, তৃতীয় শ্রেণি– বাংলা

বড়োদের সম্মান করো।

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য ৩৩৩ কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য